ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 18 November, 2019 ■ আগরতলা, ১৮ নভেম্বর, ২০১৯ ইং ■ ১ অগ্রহায়ন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ব্যাঙ্ক একাউন্ট হ্যাকিং

হাত তুলে দিল এসবিআই

৪ এটিএম চিহ্নিত করে তদন্তে নামল সাইবার ক্রাইম শাখা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। এসবিআই একাউন্ট থেকে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনার তিনদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও রাজ্য পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখা অন্ধকারেই হাতরাচ্ছে। হ্যাকারদের টিকির নাগালও পায়নি। তবে, এই ব্যাপারে কিছুটা ক্লু পেয়েছে। এদিকে, আরও কয়েকটি হ্যাকিংয়ের ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, এসবিআই'র তরফ থেকে প্রেস রিলিজে বলা হয়েছে, কিছু কিছু এটিএম ব্লক করে দেওয়া হয়েছে। তাতে আতঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নেই। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক শাখায় যোগাযোগ করার কথা বলা হয়েছে।

- বটতলা (এসবিআই এটিএম)
- ইন্দ্রনগর (এসবিআই এটিএম)
- কামান চৌমুহনী (এসবিআই এটিএম)
- পোস্টঅফিস চৌমুহনী (সমবায় ব্যাঙ্ক এটিএম)

সেই মোতাবেক সাইবার ক্রাইম শাখার তরফ থেকে রাজধানী আগরতলা শহরের চারটি এটিএম কাউন্টার চিহ্নিত করেছে যেগুলিকে ব্যবহার করে হ্যাকাররা অনলাইনে টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। এই চারটি এটিএম হল বটতলাস্থিত এসবিআই এটিএম, ইন্দ্রনগরস্থিত এসবিআই এটিএম, কামানচৌমুহনীস্থিত এসবিআই এটিএম এবং পোস্টঅফিস চৌমুহনীস্থিত ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের এটিএম। সাইবার ক্রাইম শাখার তরফ থেকে বলা হয়েছে, এইসব এটিএম যারা ব্যবহার করেছেন তাদের এটিএম কার্ডের পিন বদল করার প্রয়োজনে কার্ড ব্লক করার জন্য।

তিন দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও সাইবার ক্রাইম শাখা এখনও পর্যন্ত হ্যাকারদের চিহ্নিত করতে পারছে না। তবে, সন্দেহজনক কয়েকজনকে সনাক্ত করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই সাইবার ক্রাইম শাখা এই ঘটনায় হ্যাকরদের গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হবে। এখনও পর্যন্ত এসবিআইয়ের কয়েকজন গ্রাহকের এটিএম থেকে প্রায় কোটি টাকা তুলে নিয়ে গিয়েছে হ্যাকাররা। সাইবার ক্রাইম শাখার প্রাথমিক তদন্তে বেরিয়ে এসেছে মূলত হ্যাকাররা কলকাতার বিধাননগর থেকে এই কাজ করছে। এই ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখার সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং তাদের সহায়তা চেয়েছে ত্রিপুরা পুলিশের সাইবার ক্রাহমী শাখার তরফ থেকে। তাছাড়া কয়েকটি এটিএমের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে দেখা গিয়েছে দুই ব্যক্তিকে সন্দেহজনক অবস্থায় রয়েছে। পুলিশ এই বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

এদিকে, বহিঃরাজ্যের হ্যাকারদের কবলে রাজ্যের একাউন্ট হোল্ডাররা রীতিমতো আতঙ্কে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অযোধ্যা মামলার রায় পুনর্বিবেচনা করতে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানাবে মুসলিম পাসর্সোনাল ল বোর্ড

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর।। অযোধ্যা মামলার রায় পুনর্বিবেচনা করতে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানানো হবে। আগামী এক মাসের মধ্যেই রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি দাখিল করা হবে। রবিবার বৈঠকের পর এ কথা জানিয়ে দিল মুসলিম পাসর্সোনাল ল বোর্ড। চলতি মাসে অযোধ্যা মামলার রায়ে বিতর্কিত ২.৭৭ জমিতে রামমন্দির নির্মাণের নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট।

মসজিদ জন্য তৈরির সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডকে অন্যত্র ৫ একর জমির ব্যবস্থা করে দিতে বলা হয় সরকারকে। শীর্ষ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে তারা আর কোনও আর্জি জানাবে না বলে আগেই জানিয়ে দিয়েছিল সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড। বিষয়টিকে 'ক্লোজড চ্যাপটার' হিসাবে উল্লেখ করে তারা। কিন্তু জমিয়তে উলেমা-ই হিন্দ-সহ একাধিক মামলাকারী শুরু থেকেই এই রায় নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে আসছিল। তাই মামলা পুনর্বিবেচনা করে দেখা যায় কি না, তা নিয়ে আলোচনা করে দেখতে রবিবার মামলাকারীদের নিয়ে বিশেষ বৈঠক ডাকে মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড। সেখানেই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বৈঠকের পর সংগঠনের তরফে বিবৃতিতে বলা হয়, "মসজিদের বিনিময়ে কোনও জমি গ্রহণ করব না আমরা। মামলাকারীদের অধিকাংশই রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন জানাতে চান। তবে মামলা পুনর্বিবেচনার আর্জি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিপিএমের সভা ফেরত বাসে হামলা, চার মহিলাসহ আহত নয়
দু'জন দলীয় কর্মীকে মেরেছে, পাল্টা অভিযোগ বিজেপির

লাল গেরুয়ার হিংসায় উত্তপ্ত খয়েরপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। খয়েরপুরে সিপিএমের জনসভা শেষে ফেরার সময় বাসে হামলা চালিয়েছে দুস্কৃতিরা। তাতে পুরুষ মহিলা সহ কমপক্ষে নয় জন আহত হয়েছে। এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। আহতদের আগরতলা সরকারী মেডিকেল কলেজেরে ট্রমা সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আহতদের মধ্যে চারজন মহিলাও আছেন। এর মধ্যে গণতান্ত্রিক নারী সমিতির পশ্চিম জেলা কমিটির সদস্যা বিনা দেববর্মাও রয়েছেন। এদিনের ঘটনার সাথে শাসক দলের দুস্কৃতিরা জড়িত রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন প্রাক্তন বিধায়ক পবিত্র কর।

সংবাদে প্রকাশ, পূর্ব ঘোষিত সূচি অনুযায়ী রবিবার খয়েরপুর বাজারে সিপিএমের ডাকে একটি মিছিল ও সভার আয়োজন করা হয়। এই মিছিল ও সভার জন্য পুলিশের তরফ থেকে অনুমতিও নেওয়া হয়েছিল বলে খবরে প্রকাশ। মিছিল ও সভায় নেতৃত্ব দেন প্রাক্তন বিধায়ক পবিত্র কর। তিনি সেখানে সভায় বক্তব্যও রাখেন। সভার কাজ শেষ হওয়ার পর গাড়িতে করে কর্মী সমর্থকরা বাড়ি ফেরার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

গাড়িতে উঠে কর্মী সমর্থকরা যখন স্থানীয় পার্টি অফিসের সামনে

যায় তখনই ত্রিশ চল্লিশ জনের দুস্কৃতি দল পাথর ছুড়ে মারতে থাকে ভাড়া করে ওই বাসে। বাসের জানালা ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়। তাছাড়া লাঠি সোটা নিয়েও হামলা চালানো হয়। তাতে কমপক্ষে ন! জন আহত হয়েছেন। এমনকি গাড়ির চালককেও মারধর করা হয়। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে চালক বাস নিয়ে আগরতলা শহরের দিকে ছুটে আসে এবং কোনও রকমে আগরতলা পূর্ব থানায় বাসটি ঢুকিয়ে দেয়। পুলিশ, আহতদের সাথে সাথে আগরতলা সরকারী মেডিকেল কলেজের ট্রমা সেন্টারে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। অনেকের মাথায় আঘাত লেগেছে বলে জানা গিয়েছে।

এদিকে, প্রাক্তন বিধায়ক পবিত্র কর অভিযোগ করেছেন, এদিন যারা হামলা চালিয়েছে তারা প্রত্যেকেই বিজেপি দলের। তারা খয়েরপুরে বাসে হামলা চালিয়েই থেমে থাকেনি। চালক যখন বাস চালিয়ে আগরতলার দিকে আসে। তখন পিছন পিছন ধাওয়া করে হামলাকারীরা। চালক সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে প্রাণ রক্ষার্থে পূর্ব থানায় ঢুকিয়ে দেয় বাসটি। তখন হামলাকারীরা পিছু হটে। তিনি বলেন, খয়েরপুরে হামলার ঘটনা পুলিশের সামনে সংঘটিত হয়েছে। কোনও ব্যবস্থা নেয়নি পুলিশ। পুলিশের এই ভূমিকায় তিনি গভীর উদ্বেগ ও নিন্দা জানিয়েছেন।

এদিকে, আজকে খয়েরপুর বাজারে সিপিএমের ডাকা মিছিল চলাকালে বিজেপি কার্যকর্তা রাকেশ সাহা এবং রাকেশ দেবনাথ তারা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়েছিলো। তাদের সামনে মিছিল পৌঁছানোর পর বিজেপির কার্যকর্তা হিসাবে চিহ্নিত করে তাদের ওপর আচমকা পবিত্র করের দুষ্কৃতীরা আক্রমণ সংগঠিত করে। তাতে তারা বেহুশ হয়ে রাস্তার ধারে পড়ে যায় । বিজেপির অন্যান্য কার্যকর্তারা, সাধারণ মানুষ যখন আসে তখন তাদেরকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাদল চৌধুরীকে জেলে হেনস্থার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। পূর্ত ঘোটালা মামলায় প্রাক্তন মন্ত্রী বাদল চৌধুরীকে জেলের ভিতর শারীরিক ও মানসিক ভাবে হেনস্থা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে তদন্তকারী পুলিশ অফিসার অজয় দাসের বিরুদ্ধে। যদিও অজয় দাস জানিয়েছেন, জেলের ভিতরে বাদল চৌধুরীকে জেরা করার সময় সমস্ত ধরনের আইন মেনেই করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সিসিটিভিতে সমস্ত বিষয়টি রেকর্ডিং করা হয়েছে। তাছাড়া, জেলারের উপস্থিতিতেই বাদল চৌধুরীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।

এদিকে, বাদল চৌধুরীর আইনজীবী রঘুনাথ মুখার্জী জানিয়েছেন, বাদল চৌধুরী শ্রীমুখার্জীকে বলেছেন, তদন্তকারী পুলিশ অফিসার অজয় দাস নাকি সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় জেলে প্রবেশ করেন। তারপর বাদল চৌধুরীকে আলাদা একটি সেলে নিয়ে যায়। তারপর সেখানে বাদল চৌধুরীকে পৌণে সাতটা পর্যন্ত জেরা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রাণকান্ত হত্যা ঃ ধৃত আরও এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৭ নভেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরার কদমতলা থানাধীন মধ্য ব্রজেন্দ্রনগর এলাকার তাঁতিপাড়ায় প্রাণকান্ত দাস (২৫) খুনের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে আরও একজনকে রবিবার গ্রেফতার করেছে কদমতলা থানার পুলিশ। প্রাণকান্ত খুনের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে এ-নিয়ে এখন পর্যন্ত চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ইতিমধ্যে তিন খুনিকে গ্রেফতারের পর রবিবার গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁতিপাড়ার জনৈক বাদল তাঁতির ছেলে মদন তাঁতি (৩৫)-কে। জানা

গেছে, এই খুন কাণ্ডের পর তিনজনকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে মদনের নাম প্রকাশ্যে আসে। এ ঘটনার আরেক অভিযুক্ত এখনও পলাতক বলে জানিয়েছে পুলিশ।

প্রসঙ্গত, গত ১১ নভেম্বর সকালে ত্রিপুরার উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন ব্রজেন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্য ব্রজেন্দ্রনগর এলাকার গভীর জঙ্গলে গরু চরাতে গিয়ে এক ব্যক্তি একটি পাহাড়ি ছড়ায় সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় একটি মৃতদেহ উপুর হয়ে পড়ে থাকতে দেখেন। ভয় পেয়ে তিনি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ শুরু সংসদে অধিবেশন, সর্বদলীয় বৈঠক প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : সোমবার সংসদে শুরু হতে শীতকালীন অধিবেশন, তার আগে রবিবার সংসদ চত্বরে আয়োজিত সর্বদলীয় বৈঠকে যোগ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, রাজ্যসভায় ২৫০তম অধিবেশন। সেই মুহূর্তকে বিশেষ ভাবে স্মরণীয় করা হবে, বিশেষ কর্মসূচিও গ্রহণ করা হবে। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সবকটি রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। বিরোধী দলের নেতাদের জলবায়ু পরিবর্তন, দূষণ, অর্থনীতি, কৃষিক্ষেত্র, মহিলা এবং যুবসম্প্রদায়ের অধিকার মতো বিষয়ে বিরোধীদের পরামর্শ নেওয়া উচিত কেন্দ্রের। সংসদের কাজ স্বাভাবিক ভাবে চালানোর জন্য প্রিসাইডিং অফিসারদের ধন্যবাদ জ্ঞাপণ করেন। তরুণ সাংসদের অংশগ্রহণকে প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। উল্লেখ করা যেতে পারে আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে ২৭টি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাড়িতে ঢুকে মহিলাকে গুলি, ধৃত যুবক, রহস্য ভেদে তৎপর পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর ।। নতুন নগরে গুলিকান্ডে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তার নাম সমীর বনিক। রামনগর ফাঁড়ির পুলিশ তাকে শনিবার গভীর রাতে গ্রেপ্তার করেছে। রবিবার তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়ে।

সংবাদে প্রকাশ, শনিবার রাতে রাজধানীর নতুননগর কো-অপারেটিভ সংলগ্ন এলাকায় দুষ্কৃতিকারীরা এক গৃহবধূর বাড়িতে ঢুকে তাকে বেধড়ক মারধর করে এবং এক পর্যায়ে আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালায়। এতে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মহিলার নাম শিবানী সরকার ওরফে উমা সরকার। তার স্বামী রাজস্থানে কনস্ট্রাকশন জনিত কাজে নিয়োজিত থাকায় সে একাই বাড়িতে থাকে। তার এক মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে। ছেলে পড়াশোনার জন্য বাইরে থাকে। খবর পেয়ে রামনগর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ কয়েকটি কার্তুজের খোল উদ্ধার করে।

মহিলার এক জ্যাঠতুতু ভাই জানায়, গত কালী পুজার দিন এলাকারই স্বপন ভূঁইয়া নামে এক ব্যক্তি মহিলাকে খারাপ ইঙ্গিত করায় মহিলার সঙ্গে ঐ ব্যক্তির বচসা হয় এবং পরবর্তীতে মহিলাকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেয় এই স্বপন। তাই তার বোনের সন্দেহের তীর স্বপন ভূঁইয়ার দিকেই। তবে পুলিশ এ ঘটনাটিকে স্বাভাবিক ভাবে দেখছে না। একজন সাধারণ লোকের নিকট আগ্নেয়াস্ত্র আসল কিভাবে এটাও একটি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাহুলের কুশপুত্তলিকা দাহ যুব মোর্চার

কংগ্রেসের বিক্ষোভ কর্মসূচীর অনুমতি না দিয়ে রাজপথে পুলিশের রণসাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। পোস্ট অফিস চৌমুহনীর রাজপথে রাহুল গান্ধীর কুশপুত্তলিকা দাহ ইস্যুতে উত্তপ্ত রাজধানী আগরতলা শহরের রাজনীতি। শনিবার সন্ধ্যায় কংগ্রেসের তরফ থেকে থানায় বিজেপি যুব মোর্চার নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানায়। সেই মোতাবেক পুলিশ মামলা নিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে কংগ্রেস কংগ্রেস দাবি জানায় যদি যুব মোর্চার নেতাদের চব্বিশ ঘন্টার ভিতর গ্রেপ্তার না করা হয় তাহলে কংগ্রেস বিজেপি পার্টি অফিস ঘেরাও করবে। এবং ধর্ণা আন্দোলন সংগঠিত করবে। কংগ্রেসের হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে রবিবার পুলিশ পোস্টঅফিস চৌমুহনীতে রণসাজে সজ্জিত হয়ে যায়।

কংগ্রেস নেতৃত্ব সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন রবিবার।

কংগ্রেসের তরফ থেকে শহরে মিছিল করার অনুমতি চায় পুলিশের কাছে। পুলিশ অনুমতি দেয়নি। বরং রণসাজে সজ্জিত হয়ে যায়। পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহাজটে মহারাষ্ট্রের মসনদ এনসিপি-কংগ্রেস বৈঠক আজ

মুম্বই, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : এখনও মহাজটে মহারাষ্ট্রের মসনদ। পিছিয়ে গেল এনসিপি ও কংগ্রেসের পূর্ব নির্ধারিত বৈঠক । রবিবার এনসিপি নেতা শরদ পাওয়ার ও কংগ্রেস সভানেত্রী সনিয়া গান্ধীর ওই বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। যা পিছিয়ে হচ্ছে সোমবার। জানা গেছে আজই দিল্লি উড়ে যাচ্ছেন এনসিপি প্রধান।

সোমবার সারা দেশের নজর কাল থাকবে দিল্লির দিকে। কারণ আগামীকাল মহারাষ্ট্রের জট কাটাতে দুই এনসিপি নেতা শরদ পাওয়ার ও কংগ্রেস সভানেত্রী সনিয়া গান্ধীর ওই বৈঠক । মহারাষ্ট্রের সরকার গড়া নিয়ে ওই বৈঠকে একটি রফা সূত্র বেড়িয়ে আসবে বলে আশাকরা হচ্ছে ঊ এর আগে কংগ্রেস নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছিলেন, শিবসেনার উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গেও তাঁদের কথা হবে। তার আগে তিন দল ঘোষণা করে কমন মিনিমাম এজেন্ডা তৈরি হয়ে গেছে। শিবসেনাকে মুখ্যমন্ত্রী পদ ছাড়ছে কংগ্রেস ও এনসিপি। শনিবার রাজ্যপাল ভগৎ সিং কোশিয়ারির সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। কারণ প্রতিনিধি দলের সদস্যরা নিজেদের কেন্দ্রে ব্যস্ত ছিলেন। ফলে সেই বৈঠক বানচাল হয়ে যায়। এই বৈঠকের নতুন করে কোনও পরবর্তী তারিখ নির্ধারিত হয়নি। খাড়গে বলেন, কংগ্রেস সভানেত্রী সনিয়া গান্ধী ও এনসিপি নেতা শরদ পাওয়ার বৈঠক করে পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করবেন। সেই মতো এগানো হবে। তিনি আরও বলেন, তাঁদের বৈঠকের পর পরবর্তী রণকৌশল ঠিক করা হবে।

মহারাষ্ট্রে কোনও দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। সরকার গঠন নিয়ে বিজেপি ও শিবসেনার দড়িটানাটানি অনেক দূর গড়িয়েছিল। কেয়ারটেকার মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৬ ◻ সংখ্যা ৪১ ◻ ১৮ নভেম্বর ২০১৯ ইং ◻ ১ অগ্রহায়ণ ◻ সোমবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

প্রয়ার মাধ্যমে অন্তঃসার শূণ্যতা

জাতীয় প্রেস ডে প্রতি বছরের মতো এইবার পালিত হইয়াছে। এই প্রেস ডে পালনের ক্ষেত্রে সাংবাদিক ও সংবাদপত্রসেবীদের মধ্যে উন্মাদনা কতখানি তাহা নিয়া আলোচনা হইয়াছে কিনা বলা মুশকিল। জাতীয় প্রেস ডে উপলক্ষে সংবাদ মাধ্যমে তেমন উৎসাহ উদ্দিপনাও দেখা যায় না। আজ সংবাদপত্রের সামনে যে কঠিন প্রশ্নগুলি প্রতিনিয়ত পাঠাকদের মনে ঘুরপাক খাইতেছে তাহার সমাধান যতদিন না হইবে ততদিন প্রচার মাধ্যম মানুষের বিশ্বাস ও আস্থা হারাইবে। সংবাদপত্র বা প্রচার মাধ্যম তো আজ মানুষের জন্য নিবেদিত নহে। কোনও দল বা পক্ষকে মদত দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রেসের ভূমিকার তো জুড়ি নাই। একথা অনেক বেশী সত্যি যে, দিনে দিনেই সংবাদ মাধ্যম মানুষের বিশ্বাস হারাইতেছে। একই সংবাদ একেক কাগজ ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়। এই অবস্থায় পাঠক বিভ্রান্ত হয়। বিশ্বাস যখন হারাইতে থাকে প্রচার মাধ্যমের গুরুত্বও কমিয়া যায়। আজ ইহা দূর্ভাগ্যের হইলেও সত্যি যে, সংবাদপত্র বা প্রচার মাধ্যম সত্যিই পথ হারাইয়াছে। নির্লজ্জ ভাবে কোনও পক্ষকে সমর্থন ও তাহার পক্ষে প্রচারের দায়িত্ব নিয়া প্রচার মাধ্যম নিরপেক্ষতার খোলসটাও হারাইয়াছে। যদি সংবাদ মাধ্যম ন্যূনতম নিরপেক্ষতা বর্জিত হয় তাহা হইলে সেই সংবাদপত্র তো কোনও দল সমষ্টি বা ব্যক্তির মুখপত্রে পরিণত হয়। তাঁহাদের পদলেহনকারী হিসাবেই পরিগণিত হইতে পারে। ইহা অন্তত সত্যি এই অবস্থায় প্রকৃত সংবাদপত্র সেবিরা গভীর ভাবে অনুশোচনায় দ্বগ্ধ হইতেছেন। সংবাদপত্র বা প্রচার মাধ্যমকে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্থম্ভ বলা হয়। কিন্তু, বাস্তব অবস্থা কি? এই স্তম্ভ তো আসলে ভূপাতিত। আজ সংবাদপত্র কাহাদের নিয়ন্ত্রণে? ধনিক পুঁজিপতিরাই তো এক সময় বৃহৎ সংবাদপত্রের মালিক ছিলেন। 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীই' তো তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য। এইসব সংবাদ মাধ্যম অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের বিকাইয়া দিয়াছেন। একেকটি মাধ্যম একেক লক্ষ্যে আগুয়ান। আর এই খানেই প্রচার মাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্রমেই তলানীতে পৌঁছাইতেছে।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এদেশের সংবাদপত্রের ভূমিকা ছিল আপোষহীন। স্বাধীনতার পক্ষে সংবাদপত্র কাজ করিয়া স্মরণীয় হইয়াছে। তখন সংবাদপত্র ছিল মিশন। আজ তাহার ছিটা ফোঁটাও আছে বলিয়া মনে হয় না। সংবাদ মাধ্যম আজ বাণিজ্যে মজিয়াছে। এই বাণিজ্যের কাছে নতজানু প্রেস বা মিডিয়ার উপর মানুষের আস্থা বিশ্বাস থাকিবে কি করিয়া? রাজ্যের বরিষ্ঠ সাংবাদিক জাতীয় প্রেস ডে'র অনুষ্ঠানে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিয়াছেন চা ওয়ালা হইতে শুরু করিয়া পিস্তল ওয়ালা, চাকু ওয়ালা, গাঁজা ব্যবসায়ী, টেবলেট ব্যবসায়ীরাও এখন সংবাদ জগতের সঙ্গে জড়াইয়া গিয়াছেন। তিনি অনুতাপ দগ্ধ হইয়াছেন এই কারণে যে এইসব ব্যক্তিদের তো কোনও দায়বদ্ধতা নাই। আজ গভীর পরিতাপের এই খানেই যে, সংবাদ মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধতার ঘাটতি দেখা দিয়াছে। এই পরিস্থিতিতে সংবাদ মাধ্যমের মেরুদন্ড সোজ থাকিবার তো কথা নাই। অনেকেই মেরুদন্ডহীন হইয়া পড়িয়াছেন। সংবাদ মাধ্যমের অনেকেই যেভাবে কোনও দলের পক্ষে কাজ করিতেছেন তাহা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতাকে আঘাত করিয়াছে। মুখে নিরপেক্ষ বলিয়া চিৎকার করিলেই হইবে না। কাজে প্রমাণই আসল কথা। সংবাদ মাধ্যম আজ কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কঠিন অর্থনৈতিক সংকটের মুখে দেশের তাবড় তাবড় সংবাদপত্রও। ক্ষুদ্র সংবাদপত্রগুলির মৃত্যু ঘন্টা তো বাজিয়াই গিয়াছে। কতদিন কাহাদের দয়ার উপর বাঁচিয়া থাকিরে এইসব সংবাদপত্র? এই দুঃসময়ের কথা তো সংবাদপত্রের পাতায়ও উঠিয়া আসিতেছে না। গাঁজা ব্যবসায়ী, চাকু ওয়ালারা যদি সত্যিই সংবাদজগতে জড়াইয়া যান তাহা হইলে প্রেসের ভাবমূর্তি কোথায় দাঁড়াইবে? তাহারাই কি গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের পাহাড়াদার? ভাবিবার সময় আসিয়াছে। সংবাদমাধ্যম এখন জো হুজুরেই খুব বিশ্বাসী হইয়া উঠিবার লক্ষণ স্পষ্ট। যদি সংবাদ মাধ্যমে যুক্ত কর্মী, সাংবাদিকরা নিজেদের স্বচ্ছতার সঙ্গে গড়িয়া তুলিতে পারেন তাহা হইলে হয়তো নতুন ভাবে স্বপ্ন জাগিতে পারে। কিন্তু, দূর্ভাগ্যের হইলেও ইহাই সত্যি যে, আজ আত্মসমীক্ষার দিন আসিয়াছে। তাহা করিতে না পারিলে, পরিশুদ্ধ না হইলে সংবাদ মাধ্যম তাহার গৌরব হারাইবে। যে গৌরবের হাত ধরিয়া এরাজ্যে সংবাদপত্রের বিকাশ হইয়াছিল তাহার অবক্ষয় সত্যিই বেদনার। মানুষের সুখ দুঃখের কথা বলিবে কে? জাতীয় প্রেস দিবসে সেই শূণ্যতা ও অবক্ষয় নিয়া কতখানি আলোচনা হইয়াছে? যে আলোচনার গুরুত্ব আজ প্রতিটি মানুষ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি ছাড়লেন সরযু রায়

রাঁচি, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি ছাড়লেন রাজ্যের মন্ত্রী সরযু রায়। রবিবার নিজের ইস্তফাপত্র বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে পাঠিয়ে দেয়। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাসের বিরুদ্ধে জামশেদপুর পূর্ব কেন্দ্র থেকে নির্দল প্রার্থী হবেন বলে এদিন ঘোষণাও করেছেন তিনি। জামশেদপুর পূর্বের পাশাপাশি জামশেদ পশ্চিম কেন্দ্র থেকেও নির্বাচন লড়বেন বলে জানিয়েছেন তিনি। নিজের অনুগামীদের সঙ্গে আলোচনা করেই যে এই সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছে তা স্পষ্ট করে দেন সরযু রায়।

উল্লেখ করা যেতে পারে জামশেদপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের দুইবারের বিধায়ক সরযু রায়কে এবার প্রার্থী করেনি বিজেপি। ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনে চতুর্থ তালিকা বিজেপি প্রকাশ করেছে। কিন্তু তাতে নিজের নাম না থাকায় দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বিজেপি ছাড়েন। এই প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, বিজেপির টিকিটের প্রয়োজন নেই। তাই দলকে চিন্তা মুক্ত করে দিলাম।

কলকাতায় আনা হচ্ছে হৃদরোগে আক্রান্ত উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর (হি.স): হৃদরোগে আক্রান্ত উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ । রবিবার চিকিৎসার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে আনা হচ্ছে কলকাতায় ।

শনিবার ভোর রাত ৩ টে নাগাদ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ । এই মুহূর্তে তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে কোচবিহারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে । মন্ত্রীর অসুস্থতার খবর ছড়িয়ে পড়তেই তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা যায়। প্রচুর সংখ্যায় তৃণমূল নেতা ও কর্মী তাকে দেখতে নার্সিংহোম পৌঁছোন। শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হলেও কলকাতা নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো দরকার বলে স্থানীয় চিকিৎসকের পরামর্শ দিয়েছেন। রবিবার মন্ত্রীকে দেখতে হাসপাতালে যান আইজি উত্তরবঙ্গ আনন্দ কুমার । হাসপাতালে যান পুলিশ সুপার সন্তোষ নিম্বালকরও । হাসপাতাল সূত্রে খবর, রবীন্দ্রবাবুকে আজই কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হবে । এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে এসে এসএসকেএমে ভর্তি করানোর পরিকল্পনা করেছে রাজ্য প্রশাসন ।

কোচবিহার জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, এখন বিপদমুক্ত তিনি। তবে চিকিৎসকরা তাঁকে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীর ছেলে পঙ্কজ ঘোষ জানিয়েছেন 'গতকাল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা অরূপ বিশ্বাস ফোন করে খোঁজখবর নিয়েছেন। তাদের পরামর্শেই কলকাতায় এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে'। পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা খোকন মিয়া বলেন, 'কোচবিহার সংগঠন তৈরি করার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঘোষের বিশেষ অবদান রয়েছে। তিনি মানুষের জন্য লড়াই করেছেন। তাই তার অসুস্থতার কথা শুনে কোচবিহারের বহু মানুষ উদ্বিগ্ন আমরা চাই তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে আমাদের মাঝে ফিরে আসুক'।

ভারত পাকিস্তান ও অবিশ্বাসের বাতাবরণ

পবিত্র রায়

পাক-ভারতের রাজনীতিতে টানাপোড়েন কি সম্প্রতি শুরু হয়েছে? না, এখনই বা সাম্প্রতিকালে এটা শুরু হয়নি। এই বাতাবরণ শুরু হয় দেশ বিভাগের পরবর্তী সময় থেকেই। স্রেফ ধর্মীয় কারণে অসহিষ্ণু হয়ে হত্যা ও বিতাড়নের মধ্য দিয়ে যে অবিশ্বাসের জন্ম হয়েছিল দুটি দেশের মধ্যে, সেই অবিশ্বাস সম্বল করেই অদ্যকার রাজনীতি আবর্তিত হয়ে চলেছে। সোজা কথায় স্বীকার করতেই হয় যে সেইরূপ অবিশ্বাস থেকে কখনই মুক্ত হতে পারেনি কোনও দেশই। ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় কোনও দেশের পক্ষেই কাউকে সত্যিকারের বিশ্বাস করার মতো পর্যায় কখনই শুরু হয়নি। একথা অস্বীকার করা যায় না এইমত অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি করার জন্য পাকিস্তানই মূলত দায়ী। পরবর্তীতে ভারতও প্রতিশোধস্পৃহায় যে সব কর্মকাণ্ড করেছে, সেটাও কি অবিশ্বাসে শুরু হয় পাকিস্তান কর্তৃক ১৯৪৭-৪৮ সালে কাশ্মীর দখলের অভিযানের মধ্য দিয়ে। মহারাজা হরি সিং কাশ্মীরকে পাকিস্তানে যোগ দিতে দিলেন না। যেহেতু কাশ্মীরে মুসলমান জনসংখ্যা বেশি, পাকিস্তান মনে করল ধর্মীয় কারণে কাশ্মীর তাদের প্রাপ্য। যোগ দিলেই বা কী, আর না দিলেই বা কী, কাশ্মীর পাকিস্তানের চাই-ই। সুতরাং দখল করতে সরাসরি বলপ্রয়োগ প্রথম শুরু করল পাকিস্তান। উপায়ন্তর না পেয়ে কাশ্মীরকে বাঁচানোর জন্য বিনাশর্তে বারতে যোগদান করালেন মহারাজা হরি সিং। আর তখন ভারতীয় সেনা ঝাঁপিয়ে পড়ে যেটুকু কাশ্মীর উদ্ধার করে পাকিস্তান থেকে, সেইটুকুই এখন ভারতের কাশ্মীর। বাকিটুকু রয়ে গিয়েছে পাকিস্তানের কব্জায়। অবিশ্বাসের শুরু সেই পাকিস্তান কর্তৃক একতরফা আক্রমণের মধ্য দিয়ে।

১৯৬২ সালে চিনের সঙ্গে যুদ্ধে ভারত চরম বিপর্যস্ত হয়ে হার স্বীকার করল। বেশ খানিকটা জমি দখল করে নিল চিন। ম্যাকমোহন লাইনকে ওরা মান্যতা দেয়নি, এবারও দিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হুমকিতে চিন পিছু হঠলেও বেশি কিছু জমি দশল রেখে পাকিস্তানের কাছে বার্তা দিল যে ভারতের কোনও ক্ষমতাই নেই। পাকিস্তানও সেই দর্শনে বিশ্বাসী হ৯৬৫ সালে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভারতের ওপর। পাকিস্তান যখন অন্যায়ভাবে ভারতকে আক্রমণ করেছে, তখন পশ্চিমি বিশ্ব তথা রাষ্ট্রসংঘ নীরব রইল। এর পরবর্তীতে ভারত যখন প্রতিরোধ ও পরাক্রমে মন দিল, তখন পশ্চিমি বিশ্ব ও রাষ্ট্রসংঘ আর সহ্য করতে পারল না। তবে এই যুদ্ধে পাকিস্তানের নাস্তানাবুদ অবস্থা হয়। ভারত লাহোরের উপকণ্ঠে পৌঁছয়। অনেক জমি দখল করে নেয়। তা সত্ত্বেও বিশ্ব জনমতের মর্যাদা দিয়ে ভারত সমস্ত দখলকৃত ভূখণ্ড পাকিস্তানকে ছেড়ে দিয়ে চলে আসে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট তখন জেনারেল আয়ুব খান। তিনি ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে হারলেন বটে, তবে নিজেই নিজেকে ফিল্ড মার্শাল উপাধিতে ভূষিত করলেন।

এরপর এল ১৯৭১ সাল। পূর্ব পাকিস্তান থেকে শরণার্থীদের আগমন এক ঢলের চেহারা নিল। দেশে এক কোটি মানুষের খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হল ভারত নামক দেশটাকে। সবাই ভাবছিলেন যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠবে। যুদ্ধ ঠিকই আরম্ভ হল, তবে এবারও আক্রমণকারীর ভূমিকা নিল প্রথম পাকিস্তান। উত্তরবঙ্গের হিলি সীমান্তে প্রথম বোমাবর্ষণ করে পাকিস্তানের বিমানবাহিনী। এরপর মাত্র তের দিনের যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের পতন হয়ে নতুন দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করল। ১৯৪৭-৪৮ ও ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের একটা প্রতিশোধ নেওয়ার পালা এবার আমরা দেখলাম। তবে ১৯৭১ সালের যুদ্ধ না করেও ভারতের উপায় ছিল না। গণহত্যা এমনই এক উচ্চতায় উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল পাকিস্তান যে ভারতের পক্ষে আর নীরব দর্শক হয়ে থাকা সম্ভব ছিল না। ভারত বাংলাদেশের জন্ম দিল বটে, তবে পশ্চাতে পাকিস্তানের ভারতের প্রতি দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হল আগেকার অবিশ্বাস। তারা ভাবতে থাকল যে ভারত কখনই পাকিস্তানের স্থায়িত্ব চায় না। এরপর এল ১৯৭৪ সাল। খোতা আকৃতি হলেও ভারত পোখরানের মরুভূমিতে সফল এক পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পারমাণবিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল ভারত। মনে রাখা দরকার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো ভারত থেকে ৯৩০০০ বন্দি সেনাকে পাকিস্তানে ফেরত নেওয়ার জন্য সিমলা চুক্তি করেছিলেন। শেষ সৈন্যটা পাকিস্তানের মাটিতে ফিরে যাওয়ার পর জুলফিকার আলি ভুট্টো ভারতের বিরুদ্ধে হাজার বছরের যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। এরপর ভারতের পক্ষে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানোটা ছিল পাকিস্তানে মুখে বিরাশি সিক্কার এক থাপ্পাড়। এই থাপ্পাড় পাকিস্তানের পক্ষে হজম করা সম্ভব ছিল না। জুলফিকার আলি ভুট্টো সদর্পে ঘোষণা করলেন, পাকিস্তানিরা না খেয়ে থাকলেও পরমাণু বোমা বানাবে। জুলফিকার আলি ভুট্টোর ফাঁসি হওয়ার পর একদিন সত্যিই পাকিস্তান পরমাণু বোমা বানাল। ততদিনে ভারতও পরমাণু বোমার আধিকারী হয়েছে। রাষ্ট্রে ক্ষমতা পরিবর্তন হলেও জুলফিকার আলি ভুট্টোর হাজার বছরের যুদ্ধ নীতি কিন্তু পরিত্যাগ করল না পাকিস্তান

একদিকে পাকিস্তান চলে যেতে থাকল দারিদ্র্যের কবলে, অন্যদিকে স্ফীত হতে থাকল পরমাণু ভাণ্ডার। ভারতের সঙ্গে হাজার বছরের যুদ্ধের জন্য সরকারি বদান্যতায় তৈরি হতে থাকল সন্ত্রাসী জঙ্গি, যাদের চোরাগোপ্তাভাবে পাঠানো হতে থাকল ভারতে। আর তার সঙ্গে শুরু হল খলিস্তানি জঙ্গি দলকে অস্ত্র সরবরাহ করে মদত দেওয়া।

এবার চলে এল ১৯৮৪ সাল। পাকিস্তান সিয়াচেন বিমবাহ দখল করার জন্য এগিয়ে এল। ভারতও পিছিয়ে রইল না। ৩৪ ও ৩৫ নং গোর্খা ব্রিগেড ওখানে মোতায়েন করল। কয়েক হাজার পাকিস্তানি সেনা ও স্পেশাল সার্ভিসের গ্রুপের কম্যান্ডে সেনা ও স্পেশাল সার্ভিসের গ্রুপের কম্যান্ডো সেখানে প্রাণ দিয়ে পিছু হঠতে বাধ্য হল। এল ১৯৯৯ সাল। কার্গিল ও দ্রাস সেক্টর গোপনে শীতের জন্য ছেড়ে আসা ভারতীয় বাঙ্কারের দখল নিল পাকিস্তানি সেনা, জঙ্গির ছদ্মবেশে আরও একটা অঘোষিত যুদ্ধের সম্মুখীন হল ভারত। এবারও পাকিস্তান হারমানতে বাধ্য হল। মনে রাখা দরকার, যখন পাকিস্তান কার্গিল দখলের গোপন পরিকল্পনা করছে, তখন অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে চলছে 'বাস ডিপ্লোম্যাসি'। যখন ভারত পুরো ঘটনা জানতে পারল, তখন সংঘর্ষ ছাড়া অন্য কোনও পথ খোলা ছিল না। ৫০০ জনেরও বেশি সৈন্যের জীবনের বিনিময়ে কার্গিলের দখল বজায় রাখতে সমর্থ হয় ভারত। ভারতের কি দোষ ছিল সিয়াচেন ও কার্গিল নিয়ে? সাম্প্রতিক অতীতে ও বর্তমানে আমরা দেখছি সামান্য অজুহাতেই পাকিস্তান ভারতকে পরমাণু বোমার হুমকি দেয়। প্রসঙ্গত কার্গিল যুদ্ধের সময় নাকি আমেরিকা থেকে অটলবিহারী বাজপেয়ীকে বলা হয়েছিল যে ভারত যেন কার্গিলকে পাকিস্তানের কাছে ছেড়ে দেয়, না হলে পাকিস্তান ভারতের উপর পরমাণু বোমার হামলা চালাবে। প্রত্যুত্তরে বাজপেয়িজি বলেছিলেন, ধরে নিলাম ভারতের ৫০ শতাংশ ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি, তারপর পাকিস্তানের আর কোনও চিহ্নই থাকবে না। এরপরই বাজপেয়ীজি ফোন কেটে দেন। না পাকিস্তান পরমাণু বোমা হামলার সাহস দেখাতে পারেনি, কার্গিল থেকে পরাজয়ের গ্লানি নিয়েই তাদের ফিরতে হয়েছিল।

এতদিন পাকিস্তান বারে বারে আমাদের পরমাণু বোমা নিয়ে ব্ল্যাকমেল করে এসেছে। আমরা তখনও শুনেও না শোনার ভান করেছি। আবার কখনও উত্তরও দিয়েছি। একটা কথা অকপটেই স্বীকার করতে হয় যে, আমরা মুখে যাই বলিনা কেন, মনে মনে সত্যিই কিন্তু আমরা আশঙ্কিত ছিলাম না, একথা বলা যায় না। এখনও যে আমরা পুরোপুরি ভীতি মুক্ত, একথা বলা য়ায না। এইমত ভীতিপ্রদ অবস্থায় যে পাকিস্তানের জনগণও নেই, সেকথা বলা উচিত নয়। আমরা যেমন পাকিস্তানকে নিয়ে ভীত, ঠিক তেমনই পাকিস্তানের সাধারণ জনগণ ভারতকে নিয়ে ভীত। এই ভীতিমুক্তিরজন্য নিমন্ত্রণ ছাড়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জন্মদিন উপলক্ষে নওয়াজ শরিফের বাড়িতে হাজির হয়েছিলেন বন্ধুত্বের বার্তা দিতে। আবারইমরান খান যখন প্রধানমন্ত্রী হলেন, তাঁকেও বন্ধুত্বের বার্তা দিয়েছিলেন। না, কোনও ক্ষেত্রেই সেই বার্তা কাজে আসতে দেয়নি পাকিস্তান।

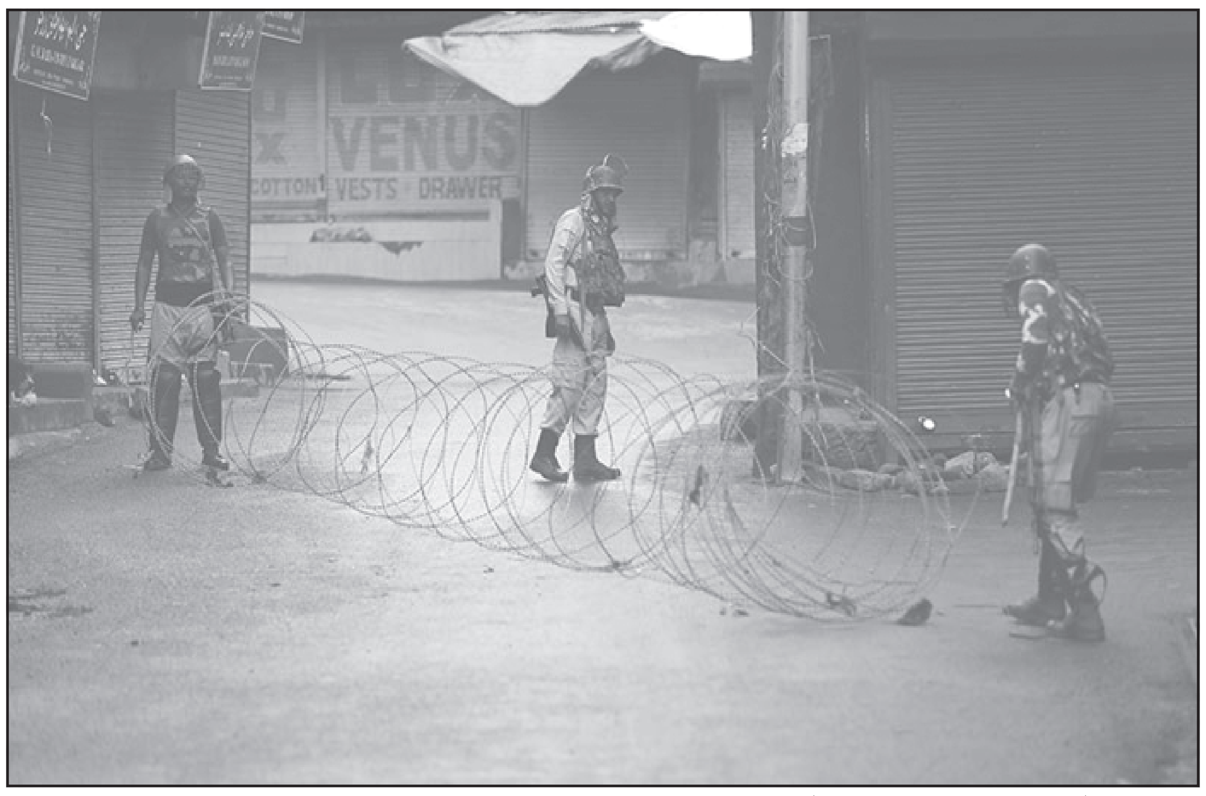

পাকিস্তানের সমস্ত কূটনীতির মূলে আঘাত করে ভারত সরকার সমস্ত প্রতিকূল রাষ্ট্রকে নিজেদের দিকে টেনে এনেছে বাস্তবসম্মত ও বলিষ্ঠ এক কূটনৈতিক দৌত্যের মাধ্যমে। এতদিন যেসব দেশকে আমরা শত্রু হিসেবে দেখেছি, যারা পৃথিবীর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রক, তারাই আজ আমাদের পরম বন্ধু। শুধু কি তারাই? আরব বিশ্ব, যারা এতদিন পাকিস্তানের ওপর ছাতা ধরে সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার করে এসেছে, তারাও আজ আমাদের বন্ধুত্বের আহ্বান উপেক্ষা করে না। পাকিস্তান সত্যিই আজ একপ্রকার সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়েছে। চিন যতই ভরসার কথা শোনাক না কেন, বিপদে তারা পাকিস্তানকে বাঁচাতে আসবে, সেটা বিশ্বাস না কারই ভালো। কারণ ইতিপূর্বে বহু আশার কথা শোনালেও সেই অর্থে চিন কখনও কারও পাশে দাঁড়ায়নি।

সমস্ত হিসেব পাল্টে গেল উরি'র হত্যা ঘটনার পর। ভারত সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চালাল আজাদ কাশ্মীরের ওপর। প্রথমে পাকিস্তান অস্বীকার করলেও পরে স্বীকার করতে বাধ্য হয়। এবারও পাকিস্তান কিছু করে উঠতে পারল না। এরপর পাকিস্তানের মদতে পুলওয়ামায় ঘটল সিআরপিএফের ওপর হামলা। না, ভারত সরকার চুপ করে রইল না। এবার সীমা লঙ্ঘন করে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে চালানো হল এয়ার স্ট্রাইক। অভিনন্দন বর্তমান বন্দি হলেন। সামান্য সময়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক চাপে পাকিস্তান তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। সেই দুটি ঘটনাই পরমাণু অস্ত্রে ব্ল্যাকমেল বন্ধ করে দিল বলে মনে করা হলেও সত্যিই কি তাই হল? না, ঘটনাপ্রবাহ কিন্তু তেমন দর্শায় না। আমরা আগে শুনেছি পাকিস্তান বলছে আমাদের পরমাণু বোমাগুলি শো -পিস নয়। এখন আমরা শুনছি পরমাণু, বোমা দিয়ে ভারতকে পাকিস্তান শেষ করে দেবে। পাকিস্তানের এক দায়িত্বপূর্ণ পদাধিকারী বার বার যুদ্ধের সময়কাল দেখিয়ে ভারতকে শেষ করার হুমকি দিচ্ছে। এবার কিন্তু ভারতও বলেছে, প্রথম পরমাণু আক্রমণ নয়' নীতি আমরা পুনর্বিবেচনা করব। অর্থাৎ দু'পক্ষই একে অপরকে পরমাণু অস্ত্রে হুমকি দিচ্ছে বলেই মানতে হয়। সুতরাং আমরা দু'দেশের নাগরিকই আশঙ্কামুক্ত নই, বরং আতঙ্কগ্রস্ত। আমাদের এই আতঙ্ক কি দূর হবার নয়? একই সঙ্গে দুটি দেশ স্রেফ ধর্মীয় কারণে আলাদা হয়ে স্বাধীনতা পেয়েছিল। বহু কষ্ট সহ্য করে ভারত তার জনগণের ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে পারলেও সম্পূর্ণ দারিদ্র্যমুক্তি এখনও ঘটাতে পারেনি। আর পাকিস্তান সুস্থনীতির বদলে সদাসর্বদা ভারতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে দরিগ্র থেকে দরিদ্রতম স্থান গ্রহণ করেছে। মনে রাখা দরকার, দেশকে বাঁচাতে যুদ্ধ করার প্রয়োজন হতে পারে, একথা যেমন সত্য, ঠিক তেমনি জনগণ যদি অর্ধভুক্ত বা অনাহারে থাকে, সেই যুদ্ধের প্রতিফল কিন্তু উল্টো হয়ে দেখা দেয়। দেশ রইল, দেশের জনগণ রইল না—তেমন যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা কী? শুধু ধর্মের দোহাই দিয়ে কি ক্ষুধামুক্তি সম্ভব? ভারতের কাফেরদের খুন করা আমাদের নৈতিক অধিকার বা পাকিস্তানি শত্রুদের শেষ করাতেই আমাদের মুক্তি—এই জাতীয় দর্শন কখনও রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিপূরক হতে পারে না। সুস্থ ও সহনশীল রাজনীতিই দুটি দেশকে উন্নতির শীর্ষে ওঠাতে সক্ষম। বিগত দিনে যতই অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হয়ে থাকুন না কেন, সব ভুলে উন্নতির জন্য শান্তিপূর্ণ যুদ্ধ কখনই কাম্য নয়। মহাভারতের শেষ পর্বের মতো দুটো দেশই শেষ হয়ে যাক, একথা কখনই কাম্য হতে পারে না।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

শিরদাঁড়া সোজা করে ব্যতিক্রমী শেষাণ

মিহির গঙ্গোপাধ্যায়

নিবন্ধের শিরোনাম স্থির করতে গিয়ে মাঝে মাঝে সমস্যায় পড়ি। এবারও সেটাই ঘটেছে। প্রথমে ভেবেছিলাম শিরোনাম দেব 'তু চিজ বড়ি হ্যায় মস্ত্ মস্ত্'। অনেক ভেবে সেটাকে পিছনে ঠেলে দিয়ে বর্তমান শিরোনমটিকে বেছে নিলাম। টি এন শেষণের। ১০ নভেম্বর জীবনাবসান হয়েছে। শেষণ নামটি বললেই একজন দাপুটে, কড়া, সুনীতিপরায়ণ প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কথা মনে আসে। সেটা অবশ্যই ঠিক। তবে তিনি ছিলেন আরও অনেক গুণের অধিকারী। সে সবের সংক্ষিপ্ত বিচরণ পরিবেশন করার আগে ছোট করে বাসুজি কাণ্ডটা বলে নিই।

বসুজি মানে জ্যোতি বসু। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে শেষন সাধারণ মানুষ এবং গণমাধ্যমের প্রশংসা পেয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস, বিজেপি, জনতা দল, সিপিএম নেতারা তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। শেষনের ওপরের ঝাল ঝাড়তে গিয়ে সিপিএমের বড় বড় নেতারা কটুক্তির বাণ বহিয়ে দিতেন। সৌজন্যের ধ্বজাধারী জ্যোতিবাবুও তাদের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি একেবার শেষণের নিন্দা করার জন্য এমন কিছু ভাষা ব্যবহার করেছিলেন যেগুলি ছিল শিষ্টাচার বহির্ভূত।

জ্যোতিবাবুর এই অশিষ্ট্রে জবারের প্রতিক্রিয়া চাওয়া হলে, শেষণ মাথা গরম করেননি। খোশমেজে মুচকি হেসে বলেছিলেন, 'বাসুজি মেরা বড়া ভাই হ্যায়'।

শেষণ ছিলেন তাদেরব্যাচের সেরা আইএএস। প্রথম পোস্টিং ছিল তামিলনাড়ুর একটি তালুক। তখন কংগ্রেস নেতা কে কামরাজ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। কাজে যোগ দিয়েই সরকারি তহবিল তছরূপের একটি ঘটনা শেষণের নজরে এসেছিল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিলেন।

তাঁকে অবশ্য আগেই বলা হয়েছিল, অভিযুক্ত ব্যক্তি কংগ্রেসি। সুতরাং তাঁকে ঘাটালে শেষণের বিপদ হবে। এই সতর্কবার্তা জেনেও শেষন পিছু হটেননি। ফলে তিনি বিপদে পড়লেন। তাঁকে কংগ্রেসের দু'জন মন্ত্রী নানাভাবে হেনস্থা ও অপমান করেছিলেন।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে কামবাজ সেই মন্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে সেই তালুকে এলেন। এবং অনেক লোকের মাঝখানে দুই মন্ত্রী এবং শেষণক দাঁড় করিয়েছিলেন। মন্ত্রীদের তুলোধনা করে বলেছিলেন, কোনও প্রশাসনিক আধিকারিকের সঙ্গে এমন দুর্ব্যবহার করেছেন, এই অভিযোগ যেন আর না শুনতে হয়।

আর শেষণকে প্রশংসা করে বলেছিলেন, আর খনও এমন কিছু হবে না। যদি হয়, বয় পাবেন না। শিরদাঁড়া শক্ত রেখে আইন অনুযায়ী কাজ করবেন। অন্যায় অপরাধের সঙ্গ আপস করবেন না। কামরাজ এই পরামর্শ শেষণ বাকি জীবন মেনে চলেছিলেন বলেই দেশ এমন একজন নির্ভীক এবং পক্ষপাতহীন প্রধান নির্বাচন কমিশনার পেয়েছিল।

ইন্দিরা গান্ধীকে অনেকে লৌহমানবী বলে থাকেন। শেষণের ওপর তাঁর অগাধ ভরসা ছিল। তাই ইসরের ভিত তৈরি করার কঠিন দায়িত্ব শেষনকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন ইন্দিরা। সংক্ষিপ্ত ইসরো কথাটির পূর্ণ রূপ ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন। মহাকাশে করেট পাঠাবার কাজ করার জন্য তামিলনাড়ুর শ্রীহরিকোটায় কেন্দ্র স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ভারত সরকার।

স্থানটি ছিল ভারতের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত। বঙ্গোপসাগরের জলরাশির মাঝাখানে প্রায় একটি দ্বীপ। আবহাওয়া স্যাঁৎস্যাঁতে। কোতাও জলা। কোথাও শুকনো ডাঙা। স্থানটি মানুষের বসবাসের যোগ্য নয়। এই জায়গাটিকে উপগ্রহ উৎক্ষেপণের উপযোদী করে তোলার প্রশাসনিক দায়িত্ব নিয়ে শেষন শ্রীহরিকোটায় হাজির হয়েছিলেন। সে কাজে তিনি সফল হয়েছিলেন বলেই শ্রীহরিকোটা বিশ্বের দরবারে ভারতের মর্যাদা বাড়িয়েছে। দুঃখের বিষয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার শেষণ শ্রীহরিকোটার স্থাপতি শেষণকে যেন ভুলিয়ে দিয়েছে।

শেষন যখন যে কাজের দায়িত্ব পেতেন তখন আরামচেয়ারে বসে নয়, পরের মুখে জাল খেয়েও নয়, নিজের চোখে সব দেখে এবং দরকার হলে কাজে হাত লাগিয়ে সবটা বুঝে নিতেন। এই ছিল তাঁর স্বভাব। তিনি একবার তামিলনাড়ুর রাজ্য পরিবহণের পরিচালকের দাযিত্ব পেয়েছিলেন। দায়িত্ব পেয়ে তিনি অনেকটা সময় দফতরের আয়েসি জীবন ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়তেন। কোনও একদিন তিনি পুরো একটা শিফটে বাসের ড্রাইভারি করলেন। উদ্দেশ্য বাসটির স্বাস্থ্য বুঝে নেওয়া। আবার কোনও একদিন এক শিফট বাসের কন্ডাক্টারি করলেন। উদ্দেশ্য, ন্যায্য আয় কেমন হওয়া উচিত সেই সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া বিনা লাইসেন্সে গাড়ি চালানো একটা অমার্জনীয় অপরাধ। এই বিশ্বাসে শেষণ ছিলেন এক আপসহীন যোদ্ধা। তা তিনি তদন্ত করে জানালেন,সরকারি বাসের বাসের কয়েকজন চালকের লাইসেন্স নেই। এই রকম অপরাধের ক্ষেত্রে শেষণের মন্ত্র ছিল জিরো টলারেন্স, অর্থাৎ কোনও আপস নয়। তিনি আইসম্মতভাবে ওইসব অপরাধীকে বরখাস্ত করার ব্যবস্তা করলেন। অমনি কর্মী ইউনিয়নগুলি রে-রে করে শেষনের আদ্যশ্রাদ্ধা করতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ইউনিয়নগুলি কংগ্রেস ডিএমকে এবং সিপিআই দলের ছাত্রছায়ায় ছিল । তারা এক হয়ে ওইসব আইন ভঙ্গকারীর পক্ষ নিল।

কিন্তু শেষন দমলেন না। তিনি ইউনিয়নের মাতব্বরদের ডেকে বললেন, বাধা দেবেন না, সহযোগিতা করুন। না হলে আমি বাধ্য হয়ে পাবলিককে বলব, আপনারা সম্ভাব্য খুনিদের মদত দিচ্ছেন। এক দাওয়াইয়ে ষোলো আনা ফল। শেষণ কঠোর প্রশাসক ছিলেন কিন্তু অমানুষ ছিলেন না। নেতাদের তিনি বলেছিলেন, ওরা পরীক্ষা দিয়ে লাইসেন্স নিক। তকন দরখাস্ত করলে ওদের কাজ দেওয়ার কথা বিবেচনা করা হবে।

নির্বাচন কমিশনকে নতুন জীবন দিয়েছিলেন শেষণ। নির্বাচনে কালো টাকা এবং পেশীশক্তির দাপটে লাগাম পরাবার জন্য শেষণ উঠেপড়ে লেগেছিলেন। তা করতে গিয়ে তিনি বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলির নেতাদের চাটিয়ে দিলেন। কাণর তারা সবাই কমবেশি ওই দুই বুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলেন। ভোটে জেতার জন্য কালো টাকা যোগাড় করা এবং খোলাখুলিভাবে ভাড়াটে গুণ্ডাদের কাজে লাগানো কোনও অন্যায় বলে তারা মনে করেন না। সুতরাং শেষণের ডানা ছাঁটার জন্য তারা মরিয়া হয়ে। উঠেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও সেই কাজটি করেছিলেন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

বাংলাদেশের চট্টগ্রামে গ্যাস লাইনে বিস্ফোরণে ৭ জনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১৭।। বাংলাদেশের চট্টগ্রামের পাথরঘাটা এলাকার এক বাড়িতে গ্যাস লাইনের বিস্ফোরণে সাতজনের মৃত্যু হয়েছে।রোববার সকাল ৯টার দিকে পাথরঘাটা ব্রিক ফিল্ড রোডের বড়ুয়া বিল্ডিংয়ের নিচতলায় ওই বিস্ফোরণ ঘটে বলে কোতোয়ালি থানার ওসি মো. মোহসিন জানান।তিনি বলেন, ঘটনাস্থল থেকে ১৭ জনকে আহত অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর পর সেখানে সাতজনকে মৃত ঘোষণা করে চিকিৎসকরা। বিস্ফোরণে ওই ভবনের নিচতলার দেয়াল ও সীমানাপ্রাচীর ধসে রাস্তার ওপর পড়লে পথচারী ও চলতিপথের যাত্রীরাও হতাহত হন। বড়ুয়া বিল্ডিংয়ের পাশাপাশি উল্টো দিকের জসীম বিল্ডিংয়ের নিচতলার দোকানও বিস্ফোরণের ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘটনাস্থলে দায়িত্বরত চট্টগ্রাম ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক পূর্ণচন্দ্র মুৎসুদ্দী বলেন, বড়ুয়া বিল্ডিংয়ের নিচতলায় সীমানা প্রাচীরের পাশেই ওই বাড়ির গ্যাস রাইজার। বিস্ফোরণটি নিচতলাতেই হয়েছে।হয়ত রাইজারে কোনো সমস্যা ছিল, হয়ত লিকেজ থেকে গ্যাস বের হয়ে জমে গিয়েছিল। সকালে বাসায় কেউ আগুন ধরালে তাতে বিস্ফোরণ ঘটে থাকতে পারে।

নিচতলার বাসিন্দা আহত সন্ধ্যা নাথ ও অর্পিতা নাথের বরাত দিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম বিভাগীয় পরচিলক হাসান শাহরিয়ার কবির বলেন,সকালে পূজার ঘরে ম্যাচ জ্বালানোর সময় বিস্ফোরণ ঘটে বলে তারা জানিয়েছেন।পাঁচ তলা বড়ুয়া বিল্ডিংয়ের বর্তমান মালিক অমল বড়ুয়া ও টিটু বড়ুয়া থাকেন ভবনের পঞ্চম তলায়। পৈত্রিক সূত্রে তারা ওই বাড়ি পেয়েছেন।ভবনের চতুর্থ তলার বাসিন্দা স্কুল শিক্ষক অঞ্জন কান্তি দাশ জানান, সকালে বিকট বিস্ফোরণের সঙ্গে পুরো বাড়ি কেঁপে ওঠে। তার বাসার জানালার কাচ ভেঙে যায় এবং অনেক জিনিসপত্র মেঝেতে পড়ে যায়।কী ঘটেছে বোঝার জন্য আমি নিচে নামার সময় দেখি দোতলার দোতলায় দরজা জানালাও ভেঙে গেছে বিস্ফোরণের ধাক্কায়। ৩৪ নম্বর পাথরঘাটা ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ইসমাইল বালি বলেন, ব্রিক ফিল্ড রোড সকাল থেকেই ব্যস্ত থাকে। বড়ুয়া বিল্ডিংয়ে যখন বিস্ফোরণ হল তখন ১৬ ফুট চওড়া ওই রাস্তায় প্রচুর মানুষ আর রিকশা ছিল।বিস্ফোরণের পর ভবনের সীমানা প্রাচীর ভেঙে রাস্তায় মানুষের ওপর পড়ে। আমরা পিকআপ ভ্যানে করে বেশ কয়েকজনকে হাসপাতালে পাঠিয়েছি, তাদের মধ্যে পথচারীও ছিল। ক্ষতিগ্রস্ত রিকশা এখনও রাস্তায় পড়েছে আছে।বড়ুয়া বিল্ডিংয়ের পাশের দোতলা ভবনের নিচতলার বাসিন্দা প্রিয়া দাশ ও তার তিন বছরের মেয়েও এ ঘটনায় আহত হয়েছেন।তিনি বলেন,সকালে মেয়ের সঙ্গে শুয়েছিলাম। হঠাৎ বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হল। তারপর জানালা দিয়ে ইটের টুকরো আর আবর্জনা এসে ঢুকল ঘরে। আমার মেয়ের মাথা কেটে গেছে। আমিও আঘাত পেয়েছি।নিহতদের মধ্যে দুইজন নারী, একজন শিশু ও চারজন পুরুষ। তাদের মধ্যে চারজনের নাম-পরিচয় নিশ্চিত করতে পেরেছে পুলিশ।

বড়ুয়া বিল্ডিয়ের কাছেই আরেকটি ভবনে পরিবার নিয়ে থাকতেন পটিয়ার মেহের আটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা অ্যানি বড়ুয়া। সকালে ছিল প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার ডিউটি। কিন্তু বাসা থেকে বেরিয়ে পথে নামতেই বিস্ফোরণে দেয়াল চাপায় তার মৃত্যু হয়।তার স্বামী শিকলবাহা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার পলাশ বড়ুয়াকে হাসপাতালে দেখা যায় হতবিহ্বল অবস্থায়। নজু মিয়া লেইনের বাসিন্দা জুলেখা খানম ফারজানা (৩২) ব্রিক ফিল্ড রোডে গিয়েছিলেন ৭ বছরের ছেলে আতিকুর রহমান শুভকে 'প্রাইভেট' শিক্ষকের বাড়িতে দিয়ে আসতে। বড়ুয়া বিল্ডিংয়ের দেয়াল চাপায় মা-ছেলে দুজনেরেই মৃত্যু হয়।নিহত নুরুল ইসলাম (৩১) পেশায় একজন রং মিস্ত্রি। তিনি থাকতেন নগরীর শাহ আমানত সেতু সংলগ্ন বাস্তুহারা কলোনিতে। পাথরঘাটা ব্রিকফিল্ড রোডে একটি নির্মাণাধীন ভবনে তিনি রঙের কাজ করছিলেন।সকালে কাজে যওয়ার সময় বড়ুয়া বিল্ডিংয়ের উল্টো দিকের টং দোকান থেকে তিনি পান-বিড়ি কেনার সময় বিস্ফোরণটি ঘটে।ওই টং দোকানের দোকানি মঞ্জুর হোসেন জানান, বিস্ফোরণে দেয়ালের ইটের টুকরো ছিটকে এসে রং মিস্ত্রি নুরুলের গায়ে-মাথায় লাগে। বিস্ফোরণের ধাক্কায় মঞ্জুরের টং দোকানও ভেঙে পড়ে, তিনি নিজেও গায়ে আঘাত পান। বড়ুয়া বিল্ডিংয়ের নিচতলার বাসিন্দা অর্পিতা নাথ ও সন্ধ্যা নাথ ভর্তি রয়েছেন চট্টগ্রাম মেডিকেল হাসপাতালে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম বিভাগীয় পরচিলক হাসান শাহরিয়ার কবির জানান, আহত দশজনের মধ্যে ক্যাজুয়ালটিতে ৫ জন, কার্ডিওলজি বিভাগে দুইজন এবং অর্থোপেডিকে, নিউরো ও বার্ন ইউনিটে একজন করে ভর্তি আছেন।বিস্ফোরণে হতাহতের খবর পেয়ে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দিন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন, আহতদের চিকিৎসার ব্যয়ভার সিটি করপোরেশন থেকে বহন করা হবে।নিহতদের প্রত্যেকের পরিবারকে তাৎক্ষণিকভাবে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ২০ হাজার টাকা করে সহায়তা দেওয়ার কথা জানান জেলা প্রশাসক মো. ইলিয়াস হোসেন।তিনি বলেন, বিস্ফোরণের কারণ খতিয়ে দেখতে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ জে এম শরিফুল হাসানকে প্রধান করে পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।ফায়ার সার্ভিস, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন ও চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (সিডিএ) প্রতিনিধি এবং স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলরও ওই কমিটিতে সদস্য হিসেবে থাকছেন।এছাড়া চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশ তিন সদস্যের আরেকটি তদন্ত কমিটি করেছে, যার নেতৃত্বে আছেন উপ-কমিশনার (দক্ষিণ) এস এম মেহেদী হাসান।

সড়কের আইন এখন থেকে কার্যকর, হুঁশিয়ারি মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১৭।। শাস্তির বিধান বাড়িয়ে প্রণীত নতুন সড়ক পরিবহন আইন এখন থেকে কার্যকর জানিয়ে সবাইকে সতর্ক করেছেন সড়ক পরিবহনমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।তিনি বলেছেন,আইনের বাস্তবায়ন দুই সপ্তাহ আমরা একটু শিথিল করেছিলাম। অনেকে হয়ত জানে না, কোন অপরাধ, কোন বিশৃঙ্খলার জন্য কী শাস্তিটা পেতে হবে। তার জন্য আমি দু সপ্তাহ সময় দিয়েছি। এখন আজকে থেকে আমাদের এই আইন কার্যকর হবে।

রোববার ঢাকায় আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশে (এআইইউবি) সড়ক নিরাপত্তা আইন ও সড়ক পরিবহন আইন শীর্ষক এক আলোচনা সভায় একথা বলেন তিনি।গত বছর ঢাকার সড়কে দুই কলেজশিক্ষার্থী বাসেরে নিচে পড়ে মারা যাওয়ার পর নজিরবিহীন আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে শাস্তির মাত্রা বাড়িয়ে প্রণীত নতুন সড়ক পরিবহন আইন চলতি মাসের প্রথম দিন থেকে কাগজে-কলমে কার্যকর হয়। তবে নতুন আইন সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করতে দুই সপ্তাহ সময় নিয়েছিলেন মন্ত্রী।তিনি রোববার বলেন, রাস্তায় চলতে গেলে শৃঙ্খলা মানতে হবে। ছাত্র ছাত্রীদেরও দেখি, রাস্তা এপার থেকে ওপারে যাচ্ছে মোবাইল ফোনে কথা বলতে বলতে। এগুলো মোকাবেলা করে আমাকে চলতে হচ্ছে।এখানে অনেক চ্যালেঞ্জ আছে, এই কাজটি অসম্ভবের মতো হয়ে গেছে। কিন্ত অসম্ভবকে আমি ভালবাসি। চ্যালেঞ্জকে ভালবাসতে হবে। সবাইকে বলবো আইন মেনে চলতে।নতুন আইন কার্যকরের ক্ষেত্রে যাদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি, সেই পুলিশ স্পষ্ট নির্দেশনা না পাওয়ার করা বলছে।এ নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নে ওবায়দুল কাদের বলেন,মোবাইল কোর্টের ব্যপারে আইনমন্ত্রী গত বৃহস্পতিবার স্বাক্ষর করেছে, আশা করছি, আজকেই গেজেট হয়ে যাবে। এর পরে কার্যকর করতে আর অসুবিধা নেই।

আগামী ২৪ নভেম্বর এক বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পুলিশকে আইনের প্রয়োগের বিষয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেবেন বলে জানান সড়ক পরিবহনমন্ত্রী।আইনে শাস্তির মাত্রা বাড়লেও কার্যকরের ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে শাস্তি বাড়ানোর পক্ষপাতি ওবায়দুল কাদের।তিনি বলেন,যারা রাস্তায় কোনো অপরাধ বা অপকর্ম করবে না, তাদের ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। আমরা ভয়টা দেখাব যাতে তারা শাস্তির ভয়টা পেয়ে আইন ভঙ্গ করতে নিরুৎসাহিত হয়।এখানে গায়ে পড়ে কাউকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। এখানে শাস্তির বিষয়ে প্রথমবারেই বড় জরিমানা হয়ে যাবে, তা না। এমনও হতে পারে অপরাধ কম হলে জরিমানাটা এক হাজার টাকা হবে। আবার এটা বারবার করলে সেখানে জরিমানাটা বাড়বে।বিষয়টি পুলিশকেও জানানো হবে জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন,২৪ তারিখে টাস্কফোর্সের মিটিংয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়, যাতে আইনের যথাযথ প্রয়োগ হয়, এখানে পুলিশ যেন কোনো এগ্রেসিভ মোড না নেয়।

ভারতের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি প্রকাশে বিএনপির দাবির প্রসঙ্গে ওবায়দুল কাদের বলেন,বিএনপি মহাসচিবকে জিজ্ঞেস করব, তারা যখন ক্ষমতায় ছিল, তখন তারা বিদেশের কোন চুক্তি সংসদে উত্থাপন করেছেন অথবা সংসদে অনুমোদন নিয়েছে? পার্লামেন্ট কি বিএনপি আমলে কোনো চুক্তির অনুমোদন নিয়েছে?জোর গলায় বলতে পারি, বঙ্গবন্ধু শেখ হাসিনা দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে কোনো চুক্তি করবেন না। আর চুক্তি যেটা হয়েছে, এটা পরিষ্কার দিবালোকের মতো। চুক্তির মধ্যে গোপনীয়তা বলতে কিছু নেই। চুক্তি কি গোপন করে রাখা যায়?বিএনপির সমালোচনার জবাবে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক কাদের বলেন,তাদের তো অভিযোগই হচ্ছে- আওয়ামী লীগ মানে দেশ বিক্রি, গোলামির চুক্তি, বাংলাদেশ ভারতের হয়ে যাবে। এগুলো তারা বলেই আসছে।বিএনপি মহাসচিবের সঙ্গে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক নেতাদের বৈঠক নিয়ে কাদের বলেন,এটা নতুন কিছু না। বিএনপি আর জামায়েতে ইসলাম উপরে যাই বলুক, তলে তলে এদের গলায় গলায় খাতির। এরা একই বৃন্তে দুটি ফুল। একটিকে ছাড়া আরেকটি চলবে না। তারা জমজ ভাইয়ের মতোই আছে, কাজেই তাদের বিচ্ছিন্ন ভাবার কোনো কারণ নেই।

ভোটের দরকার নেই বলে মানুষকে তোয়াক্কা করে না: আমীর খসরু

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১৭।। পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধিতে সরকারের সমালোচনা করে বিএনপি নেতা আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, ভোটের প্রয়োজন নেই বলেই সরকার মানুষকে তোয়াক্কা করছে না।গত শনিবার বিকেলে নগরীর নাসিমন ভবনে দলীয় কার্যালয় মাঠে জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের চট্টগ্রাম উত্তর জেলা শাখার সম্মেলনে প্রধান অতিথি বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন,মানুষ এখন বিয়ে বাড়িতে উপহার নিয়ে যায় না। উপহার হিসেবে পেঁয়াজ নিয়ে যাচ্ছে। পেঁয়াজের দাম এখন কেজিতে আড়াইশ টাকা ছাড়িয়েছে।ঘণ্টায় ঘণ্টায় পেঁয়াজের দাম বাড়ছে। প্রধানমন্ত্রী পেঁয়াজের ব্যাপারে একটা সমাধান দিয়েছেন। তিনি মানুষকে পেঁয়াজ খেতে মানা করেছেন। কারণ উনার তো মানুষের ভোটের প্রয়োজন নেই। তিনি মানুষকে তোয়াক্কা করেন না।সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু বলেন, চট্টগ্রামে কৃষক দলের উদ্যোগে একটা সেমিনার আয়োজন করতে হবে। ৩০ টাকার পেঁয়াজ আড়াইশ টাকা কীভাবে হতে পারে এটার ইতিহাস মানুষকে জানতে হবে।ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ট্রেন দুর্ঘটনায় হতাহতের ঘটনা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বহু মানুষ মারা গেছে। অথচ মন্ত্রী বলছে, এর পেছনে নাকি নাশকতা আছে। এই মন্ত্রীরা জীবনেও ভোটে নির্বাচিত হয়নি।

এরা জনবিচ্ছিন্ন, এরা ভোট ডাকাত। মানুষের ভোট কেড়ে নিয়ে ক্ষমতা দখল করে আছে। তারা মানুষের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। বেগম খালেদা জিয়াকে জেলে রেখেছে শুধু ক্ষমতায় থাকার জন্য, ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য।বিশ্বের গণতান্ত্রিক নেতাদের যেভাবে মুক্ত করা হয়েছে, সেভাবে খালেদা জিয়াকে মুক্ত করতে দলের নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান আমীর খসরু।তিনি বলেন,শহীদ জিয়াউর রহমান উন্নয়ন ও উৎপাদনের রাজনীতি নিয়ে যে স্বপ্ন দেখেছে, তা অন্য কোনো নেতা পারেনি। তারা ক্যাসিনো উৎপাদন করতে পারে। শেয়ার বাজার লুট করতে পারে।মানুষের শ্রম দিয়ে উৎপাদনের মধ্যে যে আনন্দ, হালাল আয়ের মাধ্যমে একটি দেশ কোথায় যেতে পারে শহীদ জিয়া তা চিন্তা করেছিলেন। সেজন্য তিনি কৃষক দল গঠন করেছিলেন।

ছয়ের পাতায়

ভারতের সঙ্গে চুক্তি প্রকাশের দাবিতে প্রধানমন্ত্রীকে বিএনপির চিঠি

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১৭।। প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের সময় হওয়া চুক্তি ও সমঝোতা স্মারকের বিস্তারিত প্রকাশের দাবি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি দিয়েছে বিএনপি।

রোববার বেলা ১২টার দিকে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্বাক্ষরিত চিঠি দলের যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল ও খায়রুল কবির খোকন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পৌঁছে দেন।প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ও আওয়ামী লীগের উপ দপ্তর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া চিঠি গ্রহণ করে বিএনপি নেতাদের বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে আমি আপনাদের চিঠি গ্রহণ করলাম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখন সংযুক্ত আরব আমিরাতে সরকারি সফরে রয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী দেশে ফেরার পরে আপনাদের চিঠিটি পৌঁছে দেব।এসময় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-২ ওয়াহিদা আক্তার, প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিব হাসান জাহিদ তুষার এবং সহকারী প্রেস সচিব এম এম ইমরুল কায়েস উপস্থিত ছিলেন। পরে সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল বলেন,দলের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বরাবর মহাসচিবের স্বাক্ষর করা চিঠিটি আমরা প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়ার কাছে দিয়ে এসেছি। চিঠিটি তারা গ্রহণ করেছেন।গত মাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নয়া দিল্লি সফরের সময় ভারতের সঙ্গে সাতটি চুক্তি ও সমঝোতা সই এবং তিনটি যৌথ প্রকল্প উদ্বোধন হয়। স্বাক্ষরিত চুক্তিতে ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য ফেনী নদীর পানি প্রত্যাহার এবং এলপিজি রপ্তানির সুযোগ দেওয়া নিয়ে দেশে সমালোচনা হয়।

প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া বিএনপির এক পৃষ্ঠার চিঠিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের সংবিধানের আর্টিকেল ১৪৫ (ক) তে উল্লেখ আছে যে- বিদেশের সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তি রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হবে এবং রাষ্ট্রপতি তা সংসদে পেশ করার ব্যবস্থা করবেন।

তবে শর্ত হচ্ছে যে, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট অনুরূপ কোনো চুক্তি কেবলমাত্র সংসদের গোপন বৈঠকে পেশ করা হবে।কিন্তু ভারতের সাথে যেসব চুক্তি স্বাক্ষর করা হলো তার কোনটি জনসমক্ষে কিংবা জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়নি। এর ফলে রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণই এই সকল চুক্তির খুঁটিনাটি এবং বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে পুরোপুরি অন্ধকারে রয়েছে। অথচ এই সকল জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ চুক্তির বিষয়ে অভিহিত থাকা জনগণের মৌলিক অধিকার, যে অধিকার থেকে জনগণকে বঞ্চিত রাখা স্পষ্টতই সংবিধানের লঙ্ঘন।এমতাবস্থায় সংবিধানের আর্টিকেল ১৪৫ (ক) অনুযায়ী ভারতের সাথে এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে স্বাক্ষরিত সকল চুক্তির পূর্ণ বিবরণী অনতিবিলম্বে জাতীয় সংসদ ও জনসম্মুখে প্রকাশ করে জনমনে সৃষ্ট নানবিধ প্রশ্ন ও সন্দেহ দূর করার আহ্বান জানাচ্ছি, বলা হয়েছে চিঠিতে।

বাংলাদেশে দুর্নীতি বিরোধী অভিযান চলবে: পুলিশের মহাপরিদর্শক

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা, নভেম্বর ১৭।। পুলিশের মহাপরিদর্শক ড় মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী বলেছেন, সারা দেশে দুর্নীতি বিরোধী অভিযান চলমান থাকবে। শুদ্ধি অভিযান নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন সময় তার বক্তব্যে স্পষ্ট করেছেন। রোববার দুপুরে গাজীপুরের মাওনায় বাংলাদেশ পুলিশ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠিত কমিউনিটি ব্যাংকের ষষ্ঠ শাখার উদ্বোধন শেষে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।আইজিপি বলেন, প্রায় দুই বছর আগে ৯৯৯ জরুরি সেবা চালু করে পুলিশ। এখান থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৫০ লাখেরও বেশি মানুষ সেবা পেয়েছে। মাদক নির্মূলে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করতে জেলা পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।এর আগে গাজীপুর জেলা পুলিশ সুপার শামসুন্নাহারের সভাপতিত্বে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এআইজি (প্রশাসন) মো. মইনুর রহমান চৌধুরী, ঢাকা রেঞ্জের ডিআইজি মো. হাবিবুর রহমান, জেলা প্রশাসক এসএম তরিকুল ইসলাম, গাজীপুর মেট্রো কমিশনার আনোয়ার হোসেন।

রবিবার ইন্ডিয়ান ফার্মাসিস্ট এসোর আয়োজিত সভায় বিধায়ক সুশান্ত চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশে পেঁয়াজ অস্থিরতায় ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কাল দেখছেন বিএনপি নেতা রিজভী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১৭।। বাংলাদেশে পেঁয়াজের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি ঘিরে সরকারের পক্ষ থেকে যেসব কথা-বার্তা বলা হচ্ছে, তাকে ফরাসি বিপ্লবের সূচনালগ্নে রাজ পরিবারের বক্তব্যের সাথে তুলনা করেছেন বিএনপি নেতা রুহুল কবির রিজভী।

রোববার দুপুরে নয়া পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রিজভী বলেন,আমরা মনে করি, পেঁয়াজ সংকট সৃষ্টির জন্য এই সরকারের অদক্ষতা, অযোগ্যতা, অর্বাচীন, অবহেলা যা অষ্টাদেশ শতাব্দীতে ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সের রানীর মতোই কা-জ্ঞানহীন কথা-বার্তার মতোই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কথা বলছেন।বিদ্যমান সংকট সমাধানে বিমানে করে পেঁয়াজ আনার যে ঘোষণা সরকার দিয়েছে, তার কার্যকারিতা কী হবে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেন, গতকাল প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বিমানে উঠে গেছে পেঁয়াজ। আর কোনো চিন্তা নেই। অথচ আজকের পত্রিকায় রিপোর্ট বেরিয়েছে, গত দেড় মাসে বিমানে করে পেঁয়াজ এসেছে মাত্র ১৬০০ কেজি অর্থাৎ দেড় টনের মতো।আর তিনি কী ঢাকঢোল পিটিয়ে ঘটা করে বলেছেন যে, প্লেনে উঠে গেছে পেঁয়াজ। মনে হচ্ছে যে, একটা বিশাল ঘটনা। অথচ দেড় মাসে এসেছে মাত্র দেড় টন পেঁয়াজ।

রিজভী বলেন,জনগণ জানতে চায়, মাসের পর মাস সময় পেয়েও কেন পেঁয়াজ সংকটের সমাধান করা হল না? মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িত এমন একটি উপাদান নিয়ে দিনের পর দিন শেখ হাসিনা কেন জনগণের সঙ্গে এমন নির্মম রসিকতা করে চলছেন-এটা আজ সকলের প্রশ্ন।পেঁয়াজের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে সোমবার ঢাকাসহ সারা দেশে প্রতিবাদ সমাবেশ করবে বিএনপি। ঢাকায় হবে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সকাল ১০টায়।রিজভী অভিযোগ করেন, কারসাজি করে পেঁয়াজের সঙ্গে চালের দামও পাল্লা দিয়ে বাড়ানো হচ্ছে।

তিনি বলেন,সরকারের প্রচ্ছন্ন ছত্রছায়ায় সিন্ডিকেটের নজর এখন চালের বাজারেও। পেঁয়াজের মতোই চালও জনগণকে বাড়তি দামে কিনতে হচ্ছে। যে যেভাবে পারছে সাধারণ মানুষের টাকা লুটে নিচ্ছে।গত কয়েক দিনে চালের দাম কেজিতে ৪ থেকে ৬ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। দাম নিয়ন্ত্রণে সরকারের কোনো সংস্থার দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেই। বাজারে সরকারের কোনো নজরদারি নেই।সিন্ডিকেটের কারণে বাজারে মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে অভিযোগ করে রিজভী বলেন,সরকার বলছে, সারা দেশে চালের পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে। চালের আমদানিও গত বছরের এই সময়ের তুলনায় বেশি। পাইকারি ও খুচরা বাজারেও সরবরাহ স্বাভাবিক। কোথাও চালের কোনো ঘাটতি বা সংকট নেই। তারপরও চালের দাম বাড়ছে।কারণ পেঁয়াজ কেলেঙ্কারিতে জড়িতদের বিরুদ্ধে সরকার কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় চালের মজুতদাররা সরকারের কতিপয় এমপি-মন্ত্রী-ব্যবসায়ীর মদদে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেল, কেন্দ্রীয় নেতা মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল, হাবিবুল ইসলাম হাবিব, মীর সরফত আলী সপু, আজিজুল বারী হেলাল, আবদুস সালাম আজাদ, কাজী আবুল বাশার, রফিক হাওলাদার, আহসান উদ্দিন শিপন, শেখ আবদুল হালিম খোকন, আবদুর রাজ্জাক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পেঁয়াজের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে আজ সমাবেশ করবে বিএনপি

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১৭।। পেঁয়াজসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে সোমবার ঢাকাসহ সারাদেশে প্রতিবাদ সমাবেশ করবে বিএনপি।গত শনিবার রাতে স্থায়ী কমিটির বৈঠকের পর এক সংবাদ ব্রিফিঙে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন।তিনি বলেন, পেঁয়াজের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি- এটা ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, এখানে সিন্ডিকেট জড়িত। এই সিন্ডিকেটের পেছনে সরকারের মদদপুষ্ট ব্যক্তিরা কাজ করেছে।

ব্যর্থতা হচ্ছে যে, সরকার আগে ধারণাই করতে পারেনি কত আসছে, আর কত দরকার। যার ফলে আজকে পেঁয়াজের মতো একটি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু পেঁয়াজই নয় সকল নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিকহারে বেড়ে গেছে। আমরা সরকারের ব্যর্থতার নিন্দা জানাচ্ছি।তিনি বলেন, আমরা পেঁয়াজসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধির প্রতিবাদে আগামী সোমবার ঢাকাসহ সারাদেশে প্রতিবাদ সমাবেশ করব। একই সঙ্গে কৃষকদের পণ্যের ন্যায্যমূল্যের দাবিও এই সমাবেশ থাকবে।

মির্জা ফখরুল বলেন,বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাব আবার আসছে। আগামী ২৮ নভেম্বর এই বিষয়ে গণশুনানি আছে। আমরা এবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, এবার দলের পক্ষ থেকে স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুর নেতৃত্বে একটি টিম এই গণশুনানিতে অংশ নেবে। ওই টিমের সদস্যরা হচ্ছেন- বরকত উল্লাহ বুলু, সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল ও এবিএম মোশাররফ হোসেন। তারা এই শুনানিতে যাবেন এবং আমাদের দলের যে বক্তব্য সেই বক্তব্য তুলে ধরবেন।

বিদ্যুতের দাম বাড়ছে কেন? আগেও বলেছি আমরা, কুইক রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্যে ২৫ হাজার কোটি টাকা গচ্চা দিতে হচ্ছে বাংলাদেশকে এবং যেসব প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে না তাদেরকে পেমেন্ট করতে হচ্ছে। একটা মেগা দুর্নীতি চলছে, ভয়াবহ দুর্নীতি চলছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

এবার পাক রোষে প্রিয়াঙ্কা, শান্তির দূত হিসেবে অভিনেত্রীকে অপসারণের দাবি

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: দিন কয়েক আগেই লস অ্যাঞ্জেলসের বিউটিকন ফেস্টিভ্যালের মঞ্চে এক পাক অধিবাসিনীর প্রশ্নের উত্তরে পালটা দেশভক্তির বাণী আউরে দেশবাসীর মন জয় করেছিলেন দেশি গার্ল। প্রসঙ্গ ছিল, পাকিস্তানের উপর পরমাণু হামলা। যার জেরে ওই পাক মহিলাকে একহাত নিতে ছাড়েননি প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। সেই ঘটনার জেরেই পাকিস্তানের মানবাধিকার কমিশনের তরফে এবার ভারতীয় অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কাকে রাষ্ট্রসংঘের দূতের পদ থেকে সরানোর দাবি উঠল।প্রিয়াঙ্কা চোপড়া রাষ্ট্রসংঘের তরফে বিশ্বের শান্তি দূত। আর এই বিষয়টিতেই আপত্তি তুলেছে পাক সরকার। পাকিস্তানের মানবাধিকার কমিশনের তরফে রাষ্ট্রসংঘের কাছে চিঠি পাঠালেন পাকমন্ত্রী শিরিন মাজারি। উপলক্ষ, প্রিয়াঙ্কা চোপড়াকে রাষ্ট্রসংঘের শুভেচ্ছা দূতের পদ থেকে সরাতে হবে। তাঁদের মতে, একজন শান্তির দূতের যেরকম আচরণ করা উচিত প্রিয়াঙ্কা তার অন্যথা করেছেন। পরমাণু হামলার কথা উল্লেখ করে তিনি মোটেই শান্তির দূতের মতো আচরণ করেননি।রাষ্ট্রসংঘে পাঠানো চিঠিতে লেখা, ''শ্রীমতি প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার সাম্প্রতিক মন্তব্যের উপর আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। যাকে আপনারা জাতিসংঘের শুভেচ্ছা দূত হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। বিজেপি সরকারের কাজকর্ম একেবারে নাতসি মতাদর্শের মতো।৩৭০ ধারা বিলুপ্তিতে ভারত অধিকৃত কাশ্মীরে কাশ্মীরি মুসলমানদের জাতিগতভাবে নির্মূলকরণের কাজ চলছে। আর প্রিয়াঙ্কা চোপড়া এই ভারত সরকারের এহেন কার্যকলাপকেই মহিমান্বিত করে তুলে ধরে বীরত্ব প্রদর্শন করছেন। এমনকী, পাকিস্তানকে দেওয়া ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের পরমাণু হুমকিকেও সমর্থন জানিয়েছেন তিনি। যা একজন শুভেচ্ছা দূতের আচরণ হওয়া উচিত নয়। তাই অবিলম্বে তাঁকে জাতিসংঘের শুভেচ্ছা দূতের পদ থেকে অপসারন না করা হলে, বিশ্বব্যাপী এই পদের গুরুত্ব ক্ষুণ্ণ হবে এবং তা একপ্রকার বিদ্রূপ হয়ে উঠবে সবার কাছে।''সম্প্রতি, এক পাক মহিলা প্রিয়াঙ্কার উদ্দেশে সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেছিলেন, ''জাতিসংঘের শান্তির দূত হিসেবে আপনি মঞ্চে বসে পাকিস্তানে পরমাণু হামলার কথা বলছেন! এছাড়া অবশ্য আপনার আর কিছুই করার নেই। আমরা আপনার অবস্থা বুঝতে পারছি। এটাই আপনার ব্যবসা।'' তারই প্রত্যুত্তরে ধৈর্য না হারিয়ে দৃঢ়ভাবে অভিনেত্রী বলেছিলেন, ''পাকিস্তানে আমার প্রচুর বন্ধু রয়েছেন। যুদ্ধ কোনও সমস্যার সমাধান নয়। আমিও যুদ্ধের পক্ষপাতী নই। কিন্তু সবার আগে আমি ভারতীয়।এবং বড় দেশভক্ত। নিশ্চয়ই এর কোনও না কোনও সমাধান সূত্র বেরোবে। আমরা ততদিন অবশ্যই ধৈর্য ধরব।কারণ, আমরা সবাই যুদ্ধ নয় শান্তি, ঘৃণা নয় ভালবাসার পক্ষে।

অরিন্দম গাঙ্গুলি: অনুদান—নির্ভরতা থিয়েটারকে পঙ্গু করে দিচ্ছে

অরিন্দম গাঙ্গুলি: 'হংসরাজ' ছিল আমার ষোল নম্বর ছবি। পাঁচ বছর বয়স থেকে সিনেমায় অভিনয় শুরু করি। 'মাদার'ও গোল্ডেন জুবিলি হয়েছিল। সেখানে শর্মিলা ঠাকুরের ছেলের চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম। কিন্তু 'হংসরাজ'—এর সাফল্যে সেটা চাপা পড়ে যায়। পরবর্তীকালে বেশকিছু ছবিতে আমাকে নায়ক করা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলো সাফল্য পায়নি। কারণ, তখন বাংলা ছবি ক্রমে নাচাগানা নির্ভর হয়ে উঠছিল। যেখানে আমাকে মানাত না। এরপর আমার শ্বশুরমশাই জোছন দস্তিদার আমাকে ধারাবাহিকে নিয়ে এলেন। প্রথম অভিনয় 'সেইসময়'—এ। ওই ধারাবাহিকের জনপ্রিয়তাই আমাকে মাস্টার অরিন্দম থেকে অরিন্দম গাঙ্গুলি হতে সাহায্য করেছিল। এরপর টেলিভিশনে একের পর এক ধারাবাহিকের মূল চরিত্রে অভিনয় করতে শুরু করলাম। ফলে আস্তে আস্তে ধারাবাহিকের শিল্পী হয়ে গেলাম। যদিও ছবির কাজও পাশাপাশি সমানতালেই করে গিয়েছি। পরবর্তীকালে তো অন্যধারার ছবি মূলধারা হয়ে গেল। সেখানে তো নাচাগানা নেই। সেখানেও সুযোগ এল না কেন?রিন্দম: এসব ছবির পরিচালকরা হয়তো আমায় বন্ধু মনে করেন না। তবে কারও বদান্যতা ছাড়াই আমি নিজের জগৎ তৈরি করে নিয়েছি। 'বামাক্ষ্যাপা' থেকে 'ভানুমতির খেল'—এর ম্যাজিশিয়ান মহেন্দ্র সরকার বারে বারে ইমেজ ভেঙে প্রমাণ করে দিয়েছি অভিনয়টা আমি পারি। তাই কেউ ডাকল কি ডাকল না, তাতে সত্যিই কিছু যায় আসে না। ধারাবাহিকের শিল্পী হয়ে যাওয়ায় কোনও কষ্ট লুকিয়ে নেই?অরিন্দম: একটা সময় খারাপ লাগত। কারণ, আমার কেরিয়ারের শুরু ছবি দিয়ে। সেটাই আমার প্রথম পছন্দ। তাই মনে হয় ছবিতে আমার হয়ত আরও কিছু দেওয়ার ছিল। অতীতের পরিচালকরা যাকে যে চরিত্রে মানাবে, তাকে সেই চরিত্রের জন্যই বাছতেন। পরবর্তীকালে পিআর—টা পার্ট পাওয়ার জন্য বড় ফ্যাক্টর হয়ে দেখা দিল। যারা বেশি ধরা—করা করতে পারবে, এক গ্লাসের ইয়ার হবে, তারাই ভাল চরিত্র পাবে। কাজ আর সুযোগ তৈরি হয় মদের আসরেই। এটা আমি কোনওদিনই পারিনি। আর পারবও না। রবীন মজুমদারের পর গায়ক—নায়ক কম্বিনেশন আপনার মধ্যে ছিল। সেটাও তো দেখা যাচ্ছে কাজে লাগল না।অরিন্দম: এক্ষেত্রেও ধারাবাহিকই আমাকে সুযোগ করে দিয়েছে। বহু ধারাবাহিকে আমি চরিত্রের মধ্যেই গান গেয়েছি। বামাক্ষ্যাপাতে আগেভাগেই গান রেকর্ড হয়ে যাওয়ায় পুরো গান গাইবার সুযোগ ছিল না। কিন্তু অন্যান্য ধারাবাহিকে আমার চরিত্রে গান থাকলে সে গান আমি নিজেই গেয়েছি। ধার্মিক চরিত্রে অভিনয় করলেই গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুকরণের প্রবণতা আসে। আপনিও কি তাই করেছিলেন?অরিন্দম: ওঁর ছায়া থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছি বলেই তো এতটা সাফল্য পেয়েছি। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রামকৃষ্ণ' মানুষের মনে গেঁথে আছে। ওঁকে নকল করার চেষ্টা করলে আমি কখনও সফল হতাম না। একটা অনুপ্রেরণা তো নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু অভিনয়টা নিজের মতো করেই করার চেষ্টা করেছি। স্বাতন্ত্র দেখিয়েছি বলেই তো এত বছর ধরে আমার অভিনীত বামাক্ষ্যাপাকে মানুষ এত ভালবেসেছেন। জোছন দস্তিদারের সময় চার্বাকের নাটকের মূল সুর ছিল মূলত রাজনৈতিক টানাপোড়েন। পরবর্তীকালে আপনারা সেই ধারা থেকে সরে এলেন। কেন? চাপের কাছে নতি স্বীকার?অরিন্দম: চাপ তো নিশ্চয়ই! আর্থিক চাপ। তখন চার্বাকের টালমাটাল অবস্থা। প্রচণ্ড আর্থিক সমস্যা। সেই সময় সঙ্গতি ফেরাতেই 'চল পটল তুলি' প্রযোজনার সিদ্ধান্ত। চার্বাক 'চল পটল তুলি'র মত নাটক করবে, এটা ছিল অভাবনীয়। অনেক সমালোচনা হয়েছে। আসলে প্রচলিত ধারণা ছিল, নাটক মানেই বড়দের। ফলে নাটকের দর্শকও সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। যখন ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষ নাটক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলেন, এবং নাটকে চটজলদি জনপ্রিয়তা ধরতে অশ্লীল শব্দের ব্যবহার হচ্ছিল, 'চল পটল তুলি' তখন সব বয়সী দর্শককে একসঙ্গে হল—এ বসিয়ে নাটক দেখাতে সক্ষম হল। শিবরাম চক্রবর্তীর সাত—আটটা আলাদা গল্প একসঙ্গে গেঁথে এই নাটকটা করেছিলাম। নাটকটা তুমুল জনপ্রিয় হল এবং চার্বাক ঘুরে দাঁড়াল। এরপর তো একের পর এক সফল নাটক। 'অপ্সরা থিয়েটারের মামলা', 'দুধ খেয়েছে ম্যাও', 'চিটেগুড়', 'এখন তখন', 'শিরোনাম' বা সাম্প্রতিক 'ভীতি ও শুভেচ্ছা'। এইসব নাটকের মধ্যে রাজনৈতিক মতবাদ তো রয়েছেই। 'চল পটল তুলি'—ও তো চূড়ান্ত পলিটিক্যাল স্যাটায়ার। 'দুধ খেয়েছে ম্যাও'তেও ছিল। কিন্তু হাসির মোড়কে। চার্বাক এখন সফল একটি দল। নিজের যোগ্যতায় একের পর এক মঞ্চসফল নাটক করছে। কোনও রকম গ্রান্ট বা আর্থিক আনুকূল্য ছাড়াই। গ্রান্ট বা অনুদান এসে কি বাংলা থিয়েটারের সত্যিই কোনও উন্নতি করছে?অরিন্দম: গ্রান্টের টাকা পাওয়ার পর বছরে নির্দিষ্ট কিছু প্রোডাকশন করতে হয়ই। ফলে যেটা হওয়ার সেটাই হচ্ছে। মাঝে বেশ কিছুদিন গ্রান্ট বন্ধ ছিল। তাতে কিছু থিয়েটার দলের প্রায় নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছিল। অনুদান—নির্ভরতা থাকলে এটা হবেই। একসময় তো গ্রান্টের ব্যাপার ছিল না। তখনও ভাল থিয়েটার হত। অনুদান—নির্ভরতা বোধহয় বাংলা থিয়েটারকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। হয়তো আর্থিক কারণে আমাদেরও কখনও অনুদানের পথে হাঁটতে হবে। কিন্তু এখনও চার্বাক নিজের খুঁটির জোরেই ভাল থিয়েটার করছে। এতদিনের কেরিয়ার অরিন্দম গাঙ্গুলির। জাতীয় পুরস্কার তবু অধরাই থেকে গেল। কষ্ট হয় না?অরিন্দম: প্রত্যেকেই পুরস্কার আশা করে। যদি বলি, জাতীয় পুরস্কার প্রত্যাশাই করিনি, তাহলে মিথ্যে বলা হবে। কিন্তু এটাও সত্যি যে, মা তারা সবটা সবাইকে দেন না। আমি দর্শকের এত পুরস্কার পেয়েছি, যে সেই পাওনাটাই সব খামতি মুছিয়ে দিয়েছে।

কবে মুক্তি পাচ্ছে ''দাবাং ৩''? ছবি পোস্ট করে জানালেন খোদ সলমন

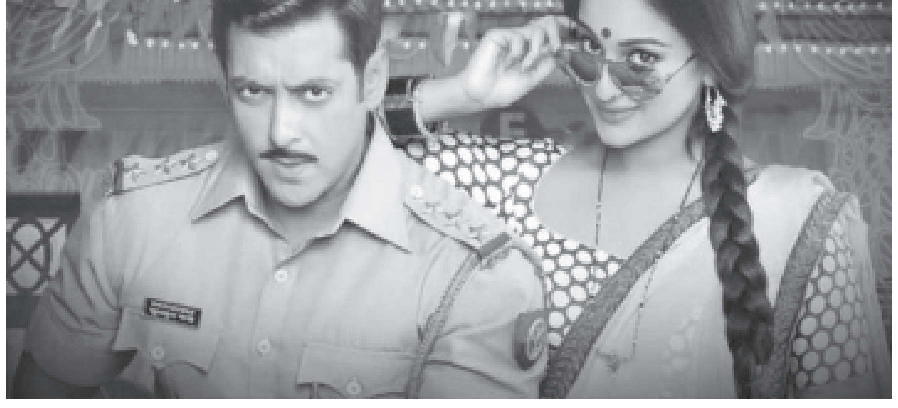

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: এবার আর ''ইদি'' নয়, ভাইজানের তরফ থেকে থাকছে বড়দিনের উপহার। একটু খুলে বলা যাক! সলমন খানের ছবি মানেই ''ইদ রিলিজ''। ঠিক এমন ধারণাই তৈরি হয়ে গিয়েছে ভাইজান ভক্তদের। কারণ, বিগত কয়েক বছর ধরে বলিউডের প্রথম সারির তারকাদের ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে কোনও উতসব উপলক্ষে ছবি মুক্তির দিনক্ষণ নির্ধারণ করা। তবে এবার সলমনের ক্ষেত্রে একটু উলটপুরাণই ঘটেছে বটে! কারণ, এবছর ভাইজানের বহু প্রতিক্ষীত ছবি ''দাবাং ৩'' মুক্তি পাচ্ছে বড়দিনের সময়ে।

কবে? সলমন খোদ জানিয়েছেন ডিসেম্বরের ২০ তারিখে প্রেক্ষাগৃহ কাঁপাতে আসছে চুলবুল পাণ্ডে। এবং শুধু তাই নয়, ভারতীয়রা নিজেদের ভাষায় উপভোগ করতে পারবেন চুলবুল পাণ্ডের কাণ্ডকারখানা। অর্থাত মোট ৪টি ভারতীয় ভাষায় মুক্তি পাবে ''দাবাং ৩''। না, বাঙালি সিনেদর্শকরা অবশ্য এই আওতায় পড়ছেন না। তাহলে? হিন্দি তো বটেই। তার সঙ্গে কন্নড়, তামিল ও তেলুগু ভাষাতেও মুক্তি পাবে প্রভুদেবা পরিচালিত এই ছবি। বুধবার ইনস্টাগ্রামে পরিচালক প্রভুর সঙ্গে নিজের ছবি শেয়ার করে সলমন লেখেন, ''হিন্দি, কন্নড় ও তেলুগু অবতারে ২০ ডিসেম্বর আপনাদের কাছে পৌঁছচ্ছে চুলবুল পাণ্ডে।'' যদিও চেনা ছকের বাইরে গিয়ে সলমন অভিনীত ''রেস থ্রি'' মুক্তি পেয়েছিল ডিসেম্বরেই।শুটিং এখনও চলছে। যার জন্য কসরত করে রীতিমতো ওজন ঝরাতে হয়েছে ভাইজানকে। সলমন খান এবং সোনাক্ষী সিনহা বর্তমানে ''দাবাং ৩'' ছবির কাজেই ব্যস্ত। লোকেশন কখনও রাজস্থান, তো কখনও জয়পুর। মাঝেমধ্যেই ক্যামেরার নেপথ্যের দৃশ্য নিজের সোশ্যাল সাইটে পোস্ট করেন সলমন। ঠিক সেরকমই একটি পোস্ট ঘিরে এর আগে বিতর্কে পড়েছিলেন ভাইজান। ''দাবাং ৩''-র সেটে পাটাতনের নিচে শিবলিঙ্গ, যার উপর দাঁড়িয়ে শুটিং করছিলেন সলমন। ঠিক এই ছবি ঘিরেই উগ্রপন্থীদের রোষানলে পড়েছিলেন অভিনেতা। এছাড়াও, মধ্যপ্রদেশে শুটিং করার সময়ে ভাস্কর্য ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় আইনি নোটিস গিয়েছিল সলমন এবং ''দাবাং ৩'' টিমের কাছে।

মিথ্যে বললেই ধরে ফেলবে মোবাইল

আছি এক জায়গায় কিন্তু বলছি অন্য জায়গায় কথা। মোবাইলে এমন মিথ্যা বলার দিন এবার শেষ হচ্ছে। নিজের সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়ে অন্যকে হয়রানি বা অলস বসে থেকে অন্যের কাছে ব্যস্ত মানুষেণ ভান ধরে আর পার পাওয়া যাবে না।

বিজ্ঞানীরা এমন এক স্মার্টফোন আবিষ্কার করেছেন যেটাতে চ্যাট বা কথা বলার সময় এসব সস্তা ছলচাতুরি আর চলবে না। ফোনের অন্যদিকে যিনি আছেন, তাকে কোনোরকম মিথ্যে কথা বললে সঙ্গে সঙ্গেই তা ধরে ফেলবে সেই স্মার্টফোন। বিশেষ প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ওই স্মার্টফোনের সাহায্যেই কে সত্যি বলছে, কে মিথ্যে বলছে তা ধরে ফেলা যাবে। শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের এক গবেষণা ম্যাগাজিনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিষয়টি এখনও গবেষণার স্তরে থাকলেও অদূর ভবিষ্যতে তা কার্যকরী হবে বলে আশা করছেন বিজ্ঞানীরা।

কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষক দল এ গবেষণা চালাচ্ছে। তারা একটি অ্যাপ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। এই অ্যাপটি স্মার্টফোনে ডাউনলোড করে নিলেই ফোনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে লাই ডিটেক্টর হিসেবে কাজ করবে।

বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন যে, কোনো ব্যক্তি মিথ্যে বলছেন কিনা, তা মোবাইলে কী ভাবে সোয়াইপ করছেনপ বা ট্যাপ করছেন, তার থেকেই বোঝা যাবে। টাইপ করার সময় কেউ মিথ্যে বললেও টাইপিং এ বেশি সময় লাগে বলে সমীক্ষা চালিয়ে দেখছেন বিজ্ঞানীরা।

বিজ্ঞানের ভাষায় অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম

আপনার সমস্যাটা বড় কোনো সমস্যা নয়। তবে অবশ্যই বিব্রতকর ও অস্বস্তিকর। আরো কিছু তথ্য জানার ছিলো। যেমন কতোদিন যাবৎ সমস্যা, সমস্যা শুরু হওয়ার আগে পরে অন্য কোনো ঘটনা বা অসুখ হয়েছিলো কিনা? কখনো খিঁচুনি হয়েছে কিনা? অন্য কোনো ওষুধ খেতে হয় কিনা? আপনার সমস্যাটা বড় কোনো সমস্যা নয়। তবে অবশ্যই বিব্রতকর ও অস্বস্তিকর। অরো কিছু তথ্য জানার ছিলো। যেমন কতোদিন যাবৎ সমস্যা, সমস্যা শুরু হওয়ার আগে পরে অন্য কোনো ঘটনা বা অসুখ হয়েছিলো কিনা? কখনো খিঁচুনি হয়েছে কিনা? অন্য কোনো ওষুধ খেতে হয় কিনা? বাড়ির বাইরে বের হওয়া এবং গাড়িতে ওঠা ছাড়া অন্য সময়গুলো কেমন থাকে। তখন কোনো সমস্যা হয় কিনা? যেকোনো চাপ সামলানোর ক্ষমতা কতটুকু? মানসিক চাপের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার পদ্ধতিগুলো কেমন এব কতটুকু কার্যকর? যা হোক, প্রতিটি মানুষের একটা সাধারণ প্রতিক্রিয়া হলো, যখন মানুষ চাপে পড়ে তখন মনের অজান্তে কিছু বিষয় কাজ করতে থাকে। বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম। অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম হলো, এমন একটি পদ্ধতি যেটি অটো অটো অর্থাৎ নিজে থেকেই কাজ করতে থাকে। যার কাজের মধ্যে হচ্ছে শ্বাসপ্রশ্বাস মেইনটেইন করা, পায়খানা প্রশ্রাব কন্ট্রোল করা, গরম ঠান্ডার অনুভবগুলোকে বোঝা, ভয় রাগ দুঃখ সহ আবেগগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা।হঠাৎ কোনো ভয় বা ভয়ের কারণে এই অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেমের একটি অংশ দ্রুতই একটিভ হয়ে যায় বা প্রভাব বিস্তার করে। তখন মানুষের এমন সমস্যা হতে পারে। এটি কোনো কোনো মানসিক রোগের কারণেও হতে পারে। একবার দুবার হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু আপনি যেভাবে লিখেছেন তাতে মনে হচ্ছে আপনার ক্ষেত্রে বারবারই হচ্ছে এবং এসমস্যাটি আপনাকে খুবই ভোগাচ্ছে। যদি আপনার অন্য কোনো শারীরিক সমস্যা না থাকে এবং উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে আপনার খুব কিছু বলার না থাকে তবে, আপাতত আপনি সকালে টেবল্যাট নেক্সিটাল ৫ মিগ্রা নাস্তার পর খেতে পারেন। আপনার সমস্যা কমবে। হাপানী বা ডায়াবেটিস না থাকলে সাথে ট্যাবলেট ইনডেভার ১০ মিগ্রা, সকালে ও রাতে একটা করে খেতে পারেন। বিশেষমুহূর্তে নিজের আবেগ বা আবেগ জনিত সমস্যাগুলো কমানোর জন্য আরো অনেক কার্যকর পদ্ধতি রয়েছে। যেহেতু আপনি চট্টগ্রামে থাকেন, সেহেতু চেষ্টা করবেন সরাসরি সেখানে কারো সঙ্গে দেখা করে উপযোগ্য কোনো সাইকোথেরাপি বা রিলাক্সেশন পদ্ধতি শিখে নেওয়ার। সব সময় মনে রাখবেন সরাসরি ডাক্তরের সাথে কথা বলে চিকিৎসা নেওয়াই ভালো। কারণ অন্যকোনো সমস্যা, প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নেওয়া যায়।

জিমেইলে পাঠানো বার্তা পড়ছে অন্য কেউ

জিমেইল ব্যবহার করে যে বার্তা পাঠানো কিংবা গ্রহণ করা হচ্ছে, তা কেবল মেশিনই না, কখনও কখনও থার্ড পার্টি বা তৃতীয় পক্ষের অ্যাপ ডেভেলপার পড়েছেন বলে নিশ্চিত করেছে সার্চ জায়ান্ট গুগল। থার্ড পার্টি অ্যাপ বলতে অফিসিয়াল অ্যাপ ছাড়া তৃতীয় কোনো নির্মাতার অ্যাপকে বোঝানো হয়। যেমন আপনি যদি ফেসবুক, গুগল কিংবা ট্যুইটারের অ্যাপ প্লে স্টোরে খোঁজেন, তবে দেখবেন তাদের নিজস্ব অ্যাপ ছাড়াও বিভিন্ন অ্যাপ সেখানে রয়েছে। যেগুলো অন্যান্য ডেভেলপারের তৈরি। এগুলোই হচ্ছে থার্ড পার্টি অ্যাপ। অন্য কথায় কোনো কাজের কিংবা সার্ভিসের জন্য আগে থেকেই তৈরি অফিসিয়াল অ্যাপ থাকার পরও একই কাজের জন্য থার্ড পার্টি ডেভেলপাররা যেসব অ্যাপ বানান সেগুলোই থার্ড পার্টি অ্যাপ। এই তৃতীয় পক্ষের অ্যাপের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা অসচেতনভাবে তাদের কর্মীদের জিমেইলের বার্তা পড়ার অনুমতি দিয়েছেন। ওয়ালস্ট্রিট জার্নালকে একটি কোম্পানি জানিয়েছে, এটি খুবই স্বাভাবিক চর্চা। যেটি খুবই নোংরাভাবে গোপন রাখা হয়। কিন্তু এ ধরনের চর্চা তাদের নীতিমালার বাইরে নয় বলে আভাস দিয়েছে গুগল। একজন নিরাপত্তা বিশ্লেষক বলেন, এটি খুবই বিস্ময়কর যে গুগল ধরনের চর্চার অনুমতি দিয়েছে। ইমেল সেবায় পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে জিমেইল। ১৪০ কোটি লোক এ সেবা ব্যবহারকরেন।

অক্ষয়-ঘরনির এবারের উদ্বেগের কারণ দারিদ্র সীমারেখার নিচে থাকা শিশুরা।

মা সবসময়ে খেয়াল রাখতেন আমি যেন বাড়িতে বানানো পুষ্টিকর খাবার খাই। কিন্তু এই সৌভাগ্য দেশের কয়েক লাখ শিশু পায় না।শুদের উদ্বাস্তু জীবনযাপন ভাবিয়ে তুলেছে টুইঙ্কলকে। এই শিশুরাই তো আগামীর দূত। দেশের ভবিষ্যত। আমরা যেখানে স্কুল-কলেজে গিয়ে নিত্যনতুন চুলের কাট, হেয়ার স্টাইল নিয়ে আলোচনা করি, কিংবা মা''দের গদগদ আদরে দু''বেলা চব্য-চষ্য খেতে পারি, অনেক শিশু রয়েছে যারা বন্ধুদের সঙ্গে চুলের কাট নিয়ে আলোচনা করা তো দূরের কথা, ঠিক করে খাবারও পায় না। অপুষ্টিতে ভোগে। সোশ্যাল মিডিয়ায় -কে ট্যাগ করে কেন এমন বিভেদ সমাজের বিভিন্ন স্তরের শিশুদের মধ্যে, প্রশ্ন তোলেন টুইঙ্কল। যে ক্যাম্পেনে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানান সোনম কাপুর, অক্ষয় কুমারকেও।অক্ষয়ও ছোটবেলার একটি ছবি পোস্ট করে এক মর্মস্পর্শী পোস্ট লিখে মন জিতেছেন নেটিজেনদের। তিনি লেখেন, ''ছোট থেকেই আমার খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ। তাই মা সবসময় খেয়াল রাখতেন আমি যেন বাড়িতে বানানো পুষ্টিকর খাবার খাই। কিন্তু এই সৌভাগ্য দেশের কয়েক লক্ষ শিশু এখনও পায় না। প্রায় ১১,৭২,৬০৪ শিশুর এখনও একবেলা খাবার জোটে না।'' ীটস্তত্রওথদ্ম ক্যাম্পেনে যোগ দেওয়ার জন্য অক্ষয় আমন্ত্রণ জানান তাঁর ''মিশন মঙ্গল''

সহ-অভিনেতাদের।অক্ষয়-টুইঙ্কলের নয়া উদ্যোগ, বলিউডকে পাশে দাঁড়ানোর অনুরোধ

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: আমাদের দেশে এখনও কত শিশু রয়েছে যাদের মাথার উপর স্থায়ী আস্তানা তো দূরের কথা, দু''বেলা দু''মুঠো ভাতও জোটে না কপালে। স্বাধীনতার ৭৩ বছর পরও ভারতবর্ষে পথশিশুদের সংখ্যাটা নেহাত কম নয়। পরিসংখ্যান বলছে, প্রায় ১১,৭২,৬০৪ শিশু এখনও খেতে পায় না। এক বেলা খেলে, আরেক বেলা থেকে যেতে হয় অভুক্ত। আর ঠিক সেই বিষয়টিই ভাবিয়ে তুলেছে অক্ষয় কুমার এবং তাঁর স্ত্রী টুইঙ্কল খান্নাকে। যার জন্য সেসব শিশুদের সুস্থ স্বাভাবিক জীবন উপহার দিতে তারকা দম্পতি শুরু করেছেন একটি নতুন ক্যাম্পেন- ীটস্তত্রওথদ্ম।ক্যাম্পেনের শুরুয়াত করেন টুইঙ্কল খান্না। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি যে বেশ সক্রিয়, তা ভালই টের পাওয়া যায়। যে কোনও গরম ইস্যুতে টুইঙ্কলকে একাধিকবার সরব হতে দেখা গিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। যিনি কি না সরকারের সমালোচনা করতেও পিছপা হন না! বছর দুয়েক আগে স্যানিটারি ন্যাপকিনের উপর অতিরিক্ত কর চাপানোর জন্য মোদি সরকারের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন।লোকসভা ভোট প্রচারকালে মথুরার বিজেপি প্রার্থী হেমা মালিনীর পাখাযুক্ত ট্রাক্টর চালানোর ছবিও নজর এড়ায়নি অভিনেত্রী তথা লেখিকা টুইঙ্কল খান্নার। এবার ফের তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় হাজির তাঁর বার্তা নিয়ে। তবে

স্তনের আকারের সঙ্গে ক্যান্সারের সম্পর্ক

নারী জীবনে স্তন নিয়ে নানা খুঁতখুতানি। মানসিক চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতা বলে, স্তনের আকৃতি একপ্রকার মানসিক জটিলতার জন্ম দেয়। তাই অসুখ থেকে অবসাদ, বহু ক্ষেত্রে বক্ষ একটা বিসয় হয়ে দাঁড়ায়। শুদু তাই নয়, এর সঙ্গে ক্যান্সারের ও সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন সমীক্ষকরা। সম্প্রতি অ্যাংলিয়া রাসকিন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক বীরেন স্বামী ও ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের গবেষক অ্যাড্রিয়ান ফার্নহ্যাম একটি সমীক্ষা চালিয়েছিলেন। তাঁদের বক্তব্য, যেসব মহিলাদের স্তন 'আকারে ছোট' তাদের মধ্যে নিজেদের স্তন পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে অনীহা প্রবল। ফলে স্তনে কোনও পরিবর্তন দেখা দিলেও, তাঁরা চিকিৎসকের কাছে যেতেও আগ্রহ দেখান না। প্রায় ৪০০ ব্রিটিশ মহিলার উপর সমীক্ষা করা হয়। এদের মধ্যে অধিকাংশ মহিলাই তাঁদের স্তনের আকার নিয়ে অসন্তুষ্ট। মহিলাদের ৩১ শতাংশ 'ছোট স্তনে'র পক্ষে। ৪৪ শতাংশ মহিলা আবার চান বড় স্তন।' অন্যদিকে, ৩৩ শতাংশ মহিলার দাবি, তাঁরা নিয়মিত স্তন পরীক্ষা' করান না। এদের অধিকাংশই আকারে ছোট স্তনে'র অধিকারী। গবেষকদের বক্তব্য, কোনও মহিলার নিজের স্তন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকলে, সেখানে কোনও পরিবর্তন ঘটলে তিনি সহজেই তা বুঝতে পারেন। গবেষক বীরেন স্বামীর দাবি, মহিলাদের সঙ্গে কথা বলে দেখা গিয়েছে,স্তনের আকার নিয়ে কারও কোনও অসন্তুষ্টি থাকলে তিনি নিজের স্তন পরীক্ষা করান খুবই কম। এমনকী কোনও পরিবর্তন ঘটলে চিকিৎসকদের কাছে তাঁরা অনেক দেরিতে গিয়ে পৌঁছন। ফলে ক্যান্সারের মতো রোগের ক্ষেত্রে তা ধরা পড়তে অনেকটা সময় পেরিয়ে যায়। আর তাই বহুক্ষেত্রেই প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে বেস্ট ক্যান্সার।

রবিবার জয়েন্ট ফোরাম ফর মুভমেন্ট অন এড়ুকেশন এর উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

লন্ডনে চিকিৎসার জন্য চার সপ্তাহ ছুটি পেলেন প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ

লাহোর, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : অবশেষে চিকিৎসার জন্য চার সপ্তাহ দেশের বাইরে যাওয়ার অনুমতি পেলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ। লাহোর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বাকার নাজফি এবং সহকারি দুই বিচারপতির বেঞ্চ এই রায় দান করেন।

এই রায়ে লাহোর হাইকোর্ট ইমরান খানের সরকারকে নো-ফ্লাই লিস্ট থেকে নওয়াজ শরিফের নাম সরিয়ে নেওয়ার কথাও জানিয়ে দেয়। এই রায় নিয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান জানিয়েছেন, কোর্টের রায় নিয়ে তাঁর কিছু বলার নেই। সবার আগে পিএমএল সুপ্রিমো নওয়াজ শরিফের স্বাস্থ্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

বুধবার পাকিস্তানের তেহেরিক-ই ইনসাফ সরকার পাকিস্তানের মুদ্রায় সাড়ে সাতশো কোটি টাকার বন্ডে নওয়াজ শরিফকে চার সপ্তাহের জন্য বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দেয়। ইমরান সরকারের এই প্রস্তাব মানতে পারেননি পিএমএল সুপ্রিমো। বৃহস্পতিবার তিনি এই বন্ডের বিরোধিতা করে লাহোর হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। তাঁর চ্যালেঞ্জকে এদিন সমর্থন জানিয়ে চার সপ্তাহের জন্য লন্ডনে যাওয়ার অনুমতি দেয় লাহোর হাইকোর্ট। চিকিৎসার জন্য চার সপ্তাহের এই বিদেশ সফরে শরিফকে কোনও ব্যক্তিগত বন্ড দিতে না হলেও তাঁকে এবং তাঁর ভাই শেহবাজকে লিখিত আকারে একটি রিপোর্ট আদালতে পেশ করতে বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ৬৯ বছর বয়সি এই প্রাক্তন এই পাক প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘদিন ধরে কঠিন অসুখে ভুগছেন। তাঁর শরীরে রক্তের প্লেটলেট অস্বাভাবিক ভাবে নেমে যাচ্ছে। বর্তমানে তিনি নিজের বাসভবন লাহোরের কাছেই একটি হাসপাতালের আইসিইউ'তে চিকিৎসাধীন। লন্ডনে চিকিৎসার জন্য দেরিতে ছাড়পত্র মেলায় ইমরান খানকে তোপ দাগেন তিনি। শেহবাজ বলেন, তাঁর দাদার অসুস্থতা এবং স্বাস্থ্য নিয়ে নোংরা রাজনীতি করছে ইমরান খান। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি আল আজিজা মিলস এবং আর্থিক তছরুপের মামলা থেকে আট সপ্তাহের জামিন পেয়েছেন তিনি। তাঁর শারীরিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করেই এই জামিন ঘোষণা করেছে ইসলামাবাদ হাইকোর্ট।

পঞ্চসায়রের গণধর্ষণ কাণ্ডে গ্রেফতার ট্যাক্সিচালক

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : পঞ্চসায়রের গণধর্ষণ কাণ্ডে আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ। শনিবার রাতে গঙ্গাজোয়ার এলাকা থেকে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ ট্যাক্সিচালক উত্তম রামকে গ্রেফতার করে। উত্তমকে জেরা করতে শুরু করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, গাড়িতে ওই মহিলাকে জোর করে তুলে নেয় উত্তম। তার গাড়িতেই চলে গণধর্ষণ। তবে গাডিতে শুধু নির্যাতিতা ও উত্তম ছিল কিনা তা নিয়ে ধোঁয়াশা এখনও রয়েছে। রাস্তা থেকে আর কেউ গাড়িতে ওঠে কিনা, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জেরায় এও জানা গিয়েছে, ধর্ষণের আগে নির্যাতিতা যখন বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, তখন তাদের দু'জনের ধস্তাধস্তি হয়। ধর্ষণের পর মহিলাকে গাড়ি থেকে ফেলে দেওয়া হয়।

এদিকে পঞ্চসায়রে গণধর্ষণ কাণ্ডে নিত্য নতুন তথ্য আসছে পুলিশের হাতে। একশোর উপর সিসিটিভির ফুটেজ দেখে যে গাড়ি করে পঞ্চসায়রের হোম থেকে বেরিয়ে আসা যুবতীকে তোলার পর দুষ্কৃতীরা গণধর্ষণ করেছিল, সেই গাড়িটিকে শনাক্ত করলেন লালবাজারের আধিকারিকরা। তদন্ত শুরু করার পর হোমের মিথ্যাগুলি ধরা পড়তে শুরু করে। হোমের কর্তা ও মহিলা কর্মীদের মিথ্যাগুলি ধরে ফেলে সিসিটিভি ফুটেজ। তদন্তে ধরা পড়ে যায় বৃদ্ধাশ্রম তথা হোমটির কর্মীদের একের পর এক মিথ্যা বক্তব্য। নিজেদের পিঠ বাঁচাতেই ওই হোমের এক মহিলা কর্মী ও মালিক প্রথম থেকেই বেশ কিছু মিথ্যা কথা বলেছেন বলে পুলিশ জেনেছে। এলাকার প্রচুর সিসিটিভি ঘেঁটে পুলিশ ওই অপহরণ ও গাড়িগুলি সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য পেয়েছে। যে জায়গা থেকে যুবতীকে অপহরণ করা হয়েছিল ও যে জায়গায় অপহরণকারীরা তাঁকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল, সেই দু'টি জায়গাই শনাক্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, শুক্রবার দিল্লি থেকে জাতীয় মহিলা কমিশনের প্রতিনিধিরা পঞ্চসায়রে গিয়ে তদন্ত করেন। তাঁরা হোমে গিয়ে নির্যাতিতার সঙ্গে কথা বলেন। তাঁরা পুলিশের ভূমিকা ও হোমের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। গোয়েন্দাপ্রধান তাঁদের জানান, আগামী ১৯ নভেম্বর আদালত যুবতীর গোপন জবানবন্দি নেবে। যদিও হোমের লাইসেন্স নিয়ে সরাসরি ব্যবস্থা নেওয়া পুলিশের এক্তিয়ারের বাইরে বলে জানিয়েছেন লালবাজারের কর্তারা।

বালিগঞ্জের সানি পার্কের অপহরণকান্ডে ধৃত ৬

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর (হি.স): কয়েকঘণ্টার মধ্যেই বালিগঞ্জের সানি পার্কে অপহরণকাণ্ডের কিনারা করল পুলিশ। গ্রেফতার ৬। শশীভূষণ দীক্ষিত নামে অপহৃত ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে অপহরণে ব্যবহৃত গাড়িটিও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। শশীভূষণের নামেও চাকরির টোপ দিয়ে প্রতারণা এবং টাকা হাতানোর পাল্টা অভিযোগ দায়ের করেছে অভিযুক্ত অপহরণকারীরা।

শনিবার বিকেল চারটে নাগাদ কলকাতা পুলিশের সদর দফতর লালবাজার কন্টোল রুমে একটি ফোন আসে। এক ব্যক্তি ফোন করে জানান, বালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটি চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ব্যবসায়ী শশীভূষণ দীক্ষিত চা খাচ্ছিলেন। একটু দূরে এসে দাঁড়িয়েছিল একটি গাড়ি। চায়ের দোকানের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন এক যুবক। তাঁকে জোর করে টেনে নিয়ে তোলা হয় ওই গাড়িতে। এরপরই গাড়িটি গতি বাড়িয়ে বেরিয়ে যায়। ঘটনাটি দেখে ওই ব্যক্তি গাড়িটির ছবি তুলে রাখেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি লালবাজারের কন্টোলরুমে ফোন করে বিষয়টি জানান। এই তথ্য পাওয়া মাত্রই তৎপর হয়ে ওঠে লালবাজার।

গাড়ির নম্বর যেহেতু পুলিশের কাছে ছিল, সেটি ট্র্যাক করে অপহরণকারীদের সন্ধান পাওয়া সম্ভব হয়। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। উদ্ধার করা হয় অপহৃত ব্যবসায়ীকে।

গাড়িটিও সেই সঙ্গে উদ্ধার করা হয়। ঘটনাস্থল থেকেই ৬ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের নাম, জিতেন্দ্র প্রসাদ (২৭), সোনপাল সিং সিসোদিয়া (১৮), সতীন্দ্র সিং (২০), মুন্না সিং (৪৫), চন্দন কুমার পোদ্দার (২৮) ও প্রদীপ সিং (৩৫)।

এদের মধ্যে জিতেন্দ্র ও মুন্না বরানগরের বাসিন্দা। সোনপাল ও সতীন্দ্র আগ্রায় থাকে। চন্দন রিষড়া ও প্রদীপ হাওড়ার বাসিন্দা।

জেরায় তারা পুলিশকে জানিয়েছে, ওই ব্যবসায়ী সেনাবাহিনীতে চাকরি দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে তাদের থেকে টানা নিয়েছে। প্রায় ১০ লক্ষ টাকা প্রতারণার শিকার হয়েছে তারা।

এমনকী চাকরির আগে যে মেডিক্যাল টেস্ট হয়, তাও করানো হয় ওই ছ'জনকে। লখনউয়ের একটি কমান্ড হাসপাতালে সেগুলো করা হয়েছিল বলে জেরায় জানায় ধৃতরা। শুধু তাই নয় তাদের দেওয়া হয়েছিল আইকার্ড এবং অ্যাপয়েনমেন্ট লেটারও।

কিন্তু তারপর চাকরি আর হয়নি। কিন্তু পরে তারা জানতে পারে ওই পরিচয়পত্রগুলো ভুয়ো, স্বাস্থ্য পরীক্ষাও সম্পূর্ণ সাজানো ছিল।

যখন তারা বুঝতে পারে প্রতারণার শিকার হয়ছে, তারপরই অপহরণের ছক কষে ছ'জন। ধৃতদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এরপর যদি ধৃতরা ওই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ আনে, তবে তার ভিত্তিতেও মামলা দায়ের হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

গান্ধীর স্মৃতিবিজরিত কর্মপিঠ ফের প্রাসঙ্গিক বিশেষ ডাক কভারে

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : "টলস্টয় ফার্ম ওয়াজ এ ফ্যামিলি ইন হুইচ আই অকুপায়েড দি প্লেস অফ দি ফাদার"। লিখেছিলেন মহাত্মা গান্ধী। দক্ষিণ আফ্রিকার লিন্ডেনে ১৯১০-১৯১৩ ছিল তাঁর এই অনন্য আশ্রম। শতবর্ষ অতিক্রান্ত গান্ধীর স্মৃতিবিজরিত অধুনাবিস্মৃত এই কর্মপিঠকে ফের প্রাসঙ্গিক করে তুলল ভারতের ডাকবিভাগ।

রবিবার 'টলস্টয় ফার্ম' নিয়ে একটি বিশেষ ডাক কভার প্রকাশ করলেন চিফ পোস্ট মাস্টার জেনারেল (সিপিএমজি-বেঙ্গল সার্কেল) গৌতম ভট্টাচার্য। গান্ধীজীর ওপর স্পেশাল কভার, লেটার বক্স পেন্টিং, ট্রামওয়েজের বিবর্তন, বাংলার কবিদের ওপর স্পেশাল কভার প্রকাশ, বক্তৃতা সব মিলিয়ে আকর্ষণ তৈরি করেছে নবম রাজ্য ফিলাটেলিক প্রতিযোগিতা 'একলা চলো রে'-র রবিবারের অনুষ্ঠান।

এবারের প্রতিযোগিতা মহাত্মা গান্ধীর ১৫০ বছর উপলক্ষে তাঁকে উৎসর্গ করা হয়েছে। এই উপলক্ষে এদিন সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা অ্যাকাডেমি ছাড়াও প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী চলছে কলকাতা জিপিও-তে। এদিন একটি ট্রাম সাজানো হয়েছে ডাকটিকিট, ফার্স্ট ডে কভার প্রভৃতি দিয়ে। ময়দানে ওই ট্রামে 'লিগাসি অফ ট্রামওয়েজ' নিয়ে একটি বিশেষ কভার প্রকাশ করবেন চিফ পোস্ট মাস্টার জেনারেল (সিপিএমজি-বেঙ্গল সার্কেল) গৌতম ভট্টাচার্য। সেখানে ভাষণ দেবেন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

জীবনানন্দ দাস, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র কালজয়ী এই তিন কবির ওপর স্পেশাল কভার প্রকাশ হবে এদিন। সন্ধ্যায় ওই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ দেবেন কবি জয় গোস্বামী।

শনিবার অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। এখানে প্রদর্শিত ডাকসামগ্রির মধ্যে প্রায় অর্ধেক আমন্ত্রিত এবং গান্ধীজী-বিষয়ক। মহাত্মার ওপর বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত ডাকটিকিট, ফার্স্ট ডে কভার, স্পেশাল কভার দেখার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে এখানে। সোমবার সন্ধ্যায় অ্যাকাডেমীতে প্রদর্শনী হলে ঋতুপর্ণ ঘোষ এবং সুচিত্রা সেনের ওপর বিশেষ কভার প্রকাশের পাশাপাশি ভাষণ দেন দুই অভিনেত্রী সুদীপ্তা চক্রবর্তী ও মুনমুন সেন এবং চলচ্চিত্র-গবেষক শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

বিধ্বংসী আগুনে মেঘালয়ের রাজধানী শিলঙে ১১৭ বছরের পুরনো গির্জা পুড়ে ভস্ম, হত মহিলা-সহ দুই

শিলং, ১৭ নভেম্বর (হি. স.) : বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ১১৭ বছর পুরনো গির্জা পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে শিলঙে। এ ঘটনায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এক দম্পতির মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। ঘটনা আজ রবিবার ভোর প্রায় সাড়ে তিনটা (৩:০০) নাগাদ স্থানীয় কুয়ালাপট্টিতে সংঘটিত হয়েছে। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের কারণ এখনও অস্পষ্ট।

শিলঙে পূর্ব খাসিপাহাড় জেলার পুলিশ সুপার ক্লাউডিয়া লিংগওা ঘটনার তথ্য দিতে গিয়ে হিন্দুস্থান সমাচার-কে জানান, আজ ভোর প্রায় চারটা নাগাদ পুলিশের কাছে খবর আসে কুয়ালাপট্টিতে অবস্থিত 'চার্চ অব গড'-এ আগুন ধরেছে। গির্জাটি তৈরি হয়েছিল প্রায় ১১৭ বছর আগে ১৯০২ সালে। মেঘালয়ের অন্যতম সর্বকালীন প্রাচীন গির্জা লাগোয়া এক আবাসে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এক বৃদ্ধ দম্পতির অকালে মর্মান্তিক মৃত্য হয়েছে। তাঁরা তিয়ামেরিন বাসাইয়া মইত (৫৫) এবং তাঁর স্ত্রী রিলায়েবল লালু (৭৩), জানান পুলিশ সুপার। পুলিশ সুপার জানান, অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে প্রায় ১০-১২টি ইঞ্জিন নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান দমকল কর্মীরা। অক্লান্ত চেষ্টা করেও আগুনের গ্রাস থেকে গির্জাকে রক্ষা করতে পারেননি দমকলকর্মীরা। তিনি জানান, চারটায় খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এবং দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন। তবে গির্জায় যাওয়ার রাস্তাটি অত্যন্ত সরু থাকায় ইঞ্জিন নিয়ে ঘটনাস্থলে যেতে বেশ বেগ পেতে হয় দমকলকর্মীদের। অন্য প্রসঙ্গে তিনি জানান, আগুনের সূত্রপাত সম্ভবত প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে তিনটা নাগাদ হয়েছে, তাঁদের কাছে খবর আসার আগে। আরও জানান, গির্জার ভিতরে নতুন করে ইলেকট্রিক ওয়ারিং চলছিল। মনে হচ্ছে, বৈদ্যুতিক গোলযোগের ফলেই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে তদন্ত শুরু করা হয়েছে বলে জানান পুলিশ সুপার সি লিংগওা। এদিকে 'চার্চ অব গড' নামের গির্জায় অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ভোরেই রাজ্যের গৃহমন্ত্রী জেমস সাংমা, স্বাস্থ্যমন্ত্রী এএল হেক, মেঘালয়ের পুলিশপ্রধানরা অকুস্থলে ছুটে যান। ঘটনার জন্য গভীর খেদ ব্যক্ত করে ঘটনার উচ্চস্তরের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা। ঘটনার পর পরই তিনি তাঁর টুইট হ্যান্ডলে এই খবর দিয়ে নিহত বৃদ্ধ দম্পতির প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। প্রসঙ্গত, ১৯০২ সালে বিদেশি পাদ্রিদের সহায়তায় রেভারেন্ট ওয়ালিমোহন রয়, রেভারেন্ট জেজেএম নিকলস রয়, ব্রাদার জবিন রয় সাইন এবং অন্য স্থানীয়দের উদ্যোগে 'চার্চ অব গড' তৈরি হয়েছিল।

রবিবার রাজধানীতে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে উদ্যোক্তা ও রক্তদাতারা। ছবি- নিজস্ব।

বন্দুকবাজের গুলিতে এক পরিবারের পাঁচজনের মৃত্যু

স্যান দিয়েগো, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : পারিবারিক বিবাদের জেরে এক ব্যক্তি তিন সন্তান সহ স্ত্রীকে গুলি করে হত্যার পর আত্মঘাতী হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার স্যান দিয়েগো এলাকায়। স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর ত্রিশের এক যুবক বন্দুক চালিয়ে এই ঘটনাটি ঘটিয়েছে। তিন সন্তান সহ ওই বাড়িতে মহিলা থাকতেন। ওই যুবকের সঙ্গে মহিলার বিবাহবিচ্ছেদও হয়। পারিবারিক বিবাদের জেরে যুবক বন্দুকে গুলিতে তিন সন্তান ও স্ত্রীকে গুলি করে হত্যা করে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

সম্পর্কের সংজ্ঞা দিচ্ছে দেব-পাওলির 'সাঁঝবাতি'

কলকাতা,৩০ অক্টোবর (হি.স.):এই প্রথম বড়পর্দায় জুটি বাঁধছেন তারকা সাংসদ দেব ও অভিনেত্রী পাওলি দামউ কারণ খুব শীঘ্রই আসতে চলেছে কারণ লীনা গঙ্গোপাধ্যায় এবং শৈবাল বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত নতুন ছবি 'সাঁঝবাতি'উ মুক্তি পেলো 'সাঁঝবাতি'-র টিজার উ
ছবির আরও এক চমক সাঁঝবাতি'-তে একই ফ্রেমে দেখা যাবে দুই প্রজন্মের অভিনেতাকে উ করন ছবির গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে দেব ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কেউ সাঁঝবাতি' মূলত এক নতুন সম্পর্কের গল্প বলবে উ আক্ষরিক অর্থে বলতে গেলে, প্রকৃতই চেনা ছকের বাইরে নতুন বার্তা দেবে 'সাঁঝবাতি'উ নয়া সম্পর্কের সমীকরণেই তৈরি হয়েছে এই ছবিউ ছবির গল্প অনুযায়ী এক বৃদ্ধ ও তার সবসময়ের সঙ্গীকে কেন্দ্র করেউ এই দুই চরিত্রে অভিনয় করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও দেবউ অন্যদিকে এক বৃদ্ধা যার সর্বক্ষণের ছায়াসঙ্গী একটি মেয়েউ এই চরিত্র দুটিতে দেখা যাবে লিলি চক্রবর্তী ও পাওলি দামকেউ অপরদিকে, পাওলি-দেবের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠেউ চলতি বছরে ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনের দিনই মুক্তি পাবে 'সাঁঝবাতি'

ইকো পার্কের জলে ডুবে শিশুর মৃত্যুর জের, জাল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হচ্ছে জলাশয়টি

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর (হি.স): ইকো পার্কের জলাশয়ে ডুবে মৃত্যু হল এক সাড়ে চার বছরের শিশুর। কী করে পরিবার ও নিরাপত্তারক্ষীদের চোখ এড়িয়ে ডোবায় গেল শিশু তা খতিয়ে দেখতে কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। আজ, রবিবার থানায় লিখিত অভিযোগ করবে ওই শিশুর পরিবার। আজ ফের একবার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এদিক জাল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হচ্ছে ওই জলাশয়টিকে। জানা গেছে, তালতলা এলাকার বাসিন্দা শেখ আকবর পরিবার নিয়ে শনিবার দুপুর নাগাদ ইকো পার্কে বেড়াতে গিয়েছিলেন। খানিকক্ষণ ঘোরার পর সবাই মিলে খেতে বসেন পার্কের মাঠে। সেই সময়েই চোখের আড়ল হয়ে যায় আকবরের বছর চারেকের ছেলে শেখ আবেজ। অনেকক্ষণ খোঁজার পর ছেলেকে না পেয়ে আকবর খবর দেন ইকো পার্কের নিরাপত্তারক্ষীদের। শুরু হয় খোঁজা। ওয়াকিটকি মারফত প্রতিটি গেটে খবর পৌঁছে দেন নিরাপত্তাকর্মীরা। খবর দেওয়া হয় ইকো পার্ক কর্তৃপক্ষকে। তার পরও শিশুটিকে না পেয়ে নিউটাউন থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ আসার পর বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ ডুবুরি নামিয়ে জলাশয় গুলোতে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। প্রায় তিন ঘণ্টা একানাগাড়ে খোঁজাখুঁজি চালানোর পর চার নম্বর গেটের কাছে চিলড্রেন পার্ক সংলগ্ন জলাশয় থেকে দেহ উদ্ধার করেন ডুবুরিরা। জলাশয় থেকে উদ্ধার করে আবেজের দেহ নিয়ে যাওয়া হয় কৈখালির এক হাসপাতালে। শিশুটির দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। মামলা রুজু করেছে পুলিশ। পরিবারের দাবি শিশু উদ্যানেই খেলা করছিল সে। বেলা পৌনে চারটে থেকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি আবেজকে। ঘটনার সময় জলাশয়ের পাশে কোনও নিরাপত্তারক্ষী ছিলেন না বলেও পরিবারের অভিযোগ। এদিন ইকো পার্ক পরিদর্শনে গিয়েছিলেন পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তিনি নিরাপত্তার ত্রুটি মেনে নিয়েও অভিভাবকদের অসাবধানতাকেই দায়ী করেছেন।এদিকে ভবিষ্যতে এই ধরেনের ঘটনার হাত থেকে মুক্তি পেতে ওই জলাশয়টিকে জাল দিয়ে ঘিরে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ উ সেই মত আজ জাল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হচ্ছে ওই জলাশয়টিকে ।

রবিবার চিন্ময়া মিশন ট্রাস্ট এর উদ্যোগে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

নিজের উপর গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী নিরঞ্জন আখাড়ার মহন্ত

প্রয়াগরাজ, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : নিজের উপর গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী হলেন নিরঞ্জন আখাড়ার মহন্ত আশিস গিরি মহারাজ(৪৫)। রবিবার সকালে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি প্রয়াগরাজের দরিয়াগঞ্জ এলাকায়।পুলিশ সুপার ব্রিজেশ শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, ঊর্ধ রক্তচাপ এবং পেটের সমস্যা ছিল আশিসের। পাশাপাশি লিভারের অবস্থা ভাল ছিল না তাঁর। মৃতদেহটিকে ময়নাতদন্ত জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের দাবি নিজের লাইসেন্স বন্দুক দিয়ে নিজেরই উপর গুলি চালিয়েছেন। নিরঞ্জন আখাড়ার সভাপতি নরেন্দ্র গিরি জানিয়েছেন, সকাল ৮টায় ফোন করে তাঁকে আশিসকে প্রাতঃরাশের জন্য ডাকা হয়েছিল। গুলি চালানোর বিকট শব্দ শুনে অন্যান্য সাধুরা তাঁর ঘরে গিয়ে রক্তাক্ত দেহ দেখতে পায়। উল্লেখ করা যেতে পারে দশ বছর আগে উত্তরাখণ্ডের পহারি থেকে এই আখাড়ায় যোগ দিয়েছিলেন। আখাড়ার উন্নয়নের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি সচিব পদে আসীন হন। সম্প্রতি তাঁর লিভার এবং কিডনিতে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। উত্তরাখণ্ডের একটি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছিল।

কোচবিহারের রাসমেলায় আগুন

কোচবিহার, ১৭ নভেম্বর (হি.স): রবিবার কোচবিহারের রাসমেলায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল। সকালে একটি দোকানের সিলিন্ডার থেকে আগুন লাগে বলে জানা যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। দমকলকর্মীদের তৎপরতায় বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো গেছে। গত মঙ্গলবার রাস পূর্ণিমার দিনই কোচবিহারে যাওয়ার কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কিন্তু বুলবুল বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনের জন্য সেই সফর বাতিল করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার তাঁর যাওয়ার কথা কোচবিহারে। এই পরিস্থিতিতে রবিবার সকালে একটি দোকানের সিলিন্ডার থেকে আগুন লাগে বলে জানা যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। দমকলকর্মীদের তৎপরতায় বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো গেছে। তবে বেশ কয়েকটি দোকান পুড়ে গেছে।

আগামীকাল যেখানে মুখ্যমন্ত্রীর সফর সেখানে এমন ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন কোচবিহার জেলা পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে গিয়ে কোচবিহার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে কর্মিসভা করবেন। তারপর সেখান থেকে যাবেন মদনমোহন মন্দিরে। তারপর রাসমেলার মাঠে যাওয়ার কথা তাঁর।

যে সিলিন্ডার থেকে আগুন লেগেছে ইতিমধ্যেই সেটি বাজেয়াপ্ত করেছে দমকল। খতিয়ে দেখা হচ্ছে আর কোন কোন দোকানে এই ধরনের সিলিন্ডার বা ওভেন ব্যবহার করা হচ্ছে। অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাকে আরও আঁটোসাঁটো করতে চাইছে প্রশাসন।

কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে সচেতনতা সভা করিমগঞ্জের ইচাবিলে

বাজারিছড়া (অসম), ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : অসম বিজ্ঞান প্রযুক্তিবিদ্যা ও পরিবেশ পরিষদ, গুয়াহাটির পৃষ্ঠপোষকতায় এবং রোটারি ক্লাব করিমগঞ্জের সহযোগিতায় রাষ্ট্রীয় শিশু বিজ্ঞান সমারোহে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দূরীকরণের আহ্বান জানানো হয়েছে। এ সম্পর্কিয় রবিবার এক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল করিমগঞ্জ জেলার লোয়াইরপোয়া ব্লকের ইচাবিল চা বাগানের নাচঘরে।

সভায় মানুষকে অন্ধবিশ্বাসের আবর্তে ঠেলে দিয়ে সমাজের কিছু স্বার্থান্বেষী কী করে লুণ্ঠন করছে সে সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা করা হয়। সমাজের সর্বত্র যথোপযুক্ত যুক্তিবাদী মানসিকতার উন্মেষে যত দ্রুত এই অশুভ চক্রের হাত থেকে বেরিয়ে অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কারের বলয় থেকে বাইরে বেরিয়ে আসা যায় তার ওপর বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য পেশ করেছেন। 'সংস্কার - মানুষ মানুষের জন্য' শীর্ষক বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন করিমগঞ্জ কলেজের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড় নির্মলকুমার সরকার এবং করিমগঞ্জ কলেজের উদ্ভিদ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ড় পার্থসারথী দাস।

তাঁরা উভয়েই অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিভিন্ন কুপ্রভাব সম্পর্কে বিশেষ আলোকপাত করে সবাইকে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন করিমগঞ্জের রবীন্দ্রসদন মহিলা মহাবিদ্যালয়ে প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও বর্তমান করিমগঞ্জ রোটারি ক্লাবের সভানেত্রী শর্মিষ্ঠা খাজাঞ্চি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সমন্বয়ক প্রফেসর গদাপাণি শর্মা, জেলা শিক্ষা সমন্বয়ক সুরজকুমার কানু, ইচাবিল চা বাগানের ডেপুটি ম্যানেজার কিরণ যাদব, রটারি ক্লাবের সুব্রত দাস, দেবজ্যোতি বসাক, সৌমিত্র দত্ত, ইচাবিল গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতি রামেশ্বর ছেত্রী, বাগান পঞ্চায়েতের সভাপতি রাজু কুর্মি, সম্পাদক রতন কুর্মি, শিক্ষক ঘনশ্যম কৈরি প্রমুখ।

পথ অবরোধ স্থানীদের

আটের পাতার পর

এরপরেই গ্রামবাসীরা দুপুরে অবরোধ তুলে নেন।

এই বিষয়ে খড়্গপুরের ডিএফও অরূপ মুখোপাধ্যায় বলেন "হাতি ড্রাইভ করার সময়ে হুলা পার্টির এক সদস্য হাতির হানায় জখম হন ।আমারা সবাইকে বলতে চাই ক্ষতিপূরণের ফর্ম দ্রুত জমা করলেই ক্ষতিপূরণ দ্রুত দেওয়া সম্ভব হবে। "

কালইকুন্ডার রেঞ্জার স্বপন কুমার মন্ডল বলেন " একজন জখম হয়েছে। গ্রামে হাতি ঢোকার কারনে টুর্নামেন্ট বন্ধ হয়ে যায়। ক্ষতিপূরণের দাবিতে গ্রামবাসীরা অবরোধ করেছিলেন ।আমরা গ্রামবাসীদের জানিয়েছি দ্রুত ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা করা হবে ।আলোচনার মাধ্যমে অবরোধ উঠে যায়।"

জরুরী পরিষেবা

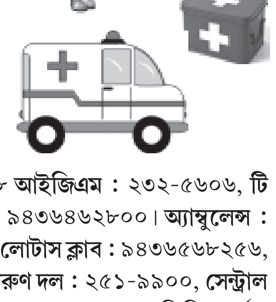

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ছিনবাজদের হামলায় ত্রস্ত ঝাড়গ্রাম

ঝাড়গ্রাম, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : একের পর এক ছিনতাইয়ের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে ঝাড়গ্রাম শহর জুড়ে ।রবিবার সন্ধ্যায় ফের ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটলো ঝাড়গ্রাম শহরে। ইতিপূর্বে দুটি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে গিয়েছে। অধরা থেকেছে ছিনতাইবাজেরা। রবিবারের ঘটনাই যথেষ্ট আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে শহর এলাকায়।

রবিবার সন্ধ্যায় ঝাড়গ্রামের বিশিষ্ট চিকিৎসক সীতানাথ দে "র স্ত্রী লিপিকা দেবী সান্ধ্য ভ্রমণ সেরে বাড়ি ফিরে যখন ঘরের দরজা খুলছিলেন সেই সময় কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা এক দুষ্কৃতী পিছন দিক থেকে এসে গলার সোনার হার ছিনতাই করে পালিয়ে যায়। এই সময় ঘটনার আকস্মিকতায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন লিপিকা দেবী ন আশ্রয় নেন পাশের একটি নার্সিংহোমে ন সেখান থেকেই খবর দেওয়া হয় পুলিশে ন এরপর ঝাড়গ্রাম থানা থেকে পুলিশ বাহিনী এসে পৌঁছায় ঘটনাস্থলে ন পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ন শহরে একের পর এক ছিনতাইয়ের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ন কয়েকদিন আগে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সামনে থেকে এক মহিলার হার ছিনতাইয়ের পর বাছুর ডোবা এলাকার এক ব্যবসায়ীর টাকার ব্যাগ নিয়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা।

তেল সংস্থা আরামকোর আইপিও মূল্য ১ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি ডলাব

দুবাই, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : শেয়ার বিক্রি করছে সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় তেল সংস্থা আরামকো ঊ রবিবার প্রকাশ্যে আসা তথ্য অনুযায়ী শেয়ার বিক্রির জন্য তাদের যে প্রাথমিক মূল্যায়ন করেছে, তাতে আইপিওর মূল্য দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি ডলার।

আরামকো হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে লাভজনক কোম্পানি। আরামকো তাদের ১ দশমিক ৫ শতাংশ শেয়ার বিক্রি করে ২ হাজার ৫শ কোটি ডলার আয় করতে চাইছে, এবং এই শেয়ার বিক্রির প্রাথমিক তথ্য দিয়ে একটি প্রসপেক্টাস বের করা হয়েছে। এতে প্রতিটি শেয়ারের দাম ধরা হয়েছে ৩০ থেকে ৩২ রিয়াল পর্যন্ত অর্থাৎ ৮ থেকে সাড়ে ৮ মার্কিন ডলার।

যদিও সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান চাইছিলেন, আরামকোর দাম ২ লক্ষ কোটি ডলার পর্যন্ত উঠুক। কিন্তু ১ লাখ ৭০ হাজার কোটির "ভ্যালুয়েশন" স্পষ্টতই তার বেশ কিছুটা নিচে।

বেলপাহাড়ীতে স্বামী সত্যানন্দ গিরি মহারাজের আশ্রমের পঞ্চাশতম প্রতিষ্ঠা দিবসে ভক্তদের ঢল

ঝাড়গ্রাম, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : বেলপাহাড়ী গাডড়াসিনি পাহাড় পাহাড়ের পাদদেশে রয়েছে স্বামী সত্যানন্দ গিরি মহারাজের আশ্রম। এই আশ্রমের পঞ্চাশতম প্রতিষ্ঠা বর্ষ এবং স্বামী সত্যানন্দ গিরি মহারাজের জন্ম দিবস উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এদিন রবিবার মঙ্গলঘট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উৎসবের শুভ সুচনা হয় ।প্রতিষ্ঠা দিবসের পঞ্চাশতম বর্ষ উপলক্ষ্যে এদিন কয়েক হাজার ভক্তের সমাগম হয়েছিল।

স্বামী সত্যানন্দ গিরি মহারাজের আশ্রমের পঞ্চাশতম প্রতিষ্ঠা বর্ষ এবং স্বামী সত্যানন্দ গিরি মহারাজের জন্ম দিবস উপলক্ষ্যে শাল, মহুল জঙ্গল ঘেরা প্রকৃতির অসাধারণ পরিবেশে গাডড়াসিনি পাহাড় ঘিরে এক আধ্যাত্মিক আবহ ঊ দূর দূরান্ত থেকে ভক্তরা এসেছিলেন উৎসবে যোগ দিতে। দুদিন ধরে চলবে এই উৎসব। প্রতি বছর এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা দিবসে অসংখ্য ভক্তের সমাগম হয় ।সারা দিন ধরে নাম সংকীর্তন থেকে শুরু করে নানা আধ্যাত্মিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় ।এছাড়াও লোক সংস্কৃতির নানা অনুষ্ঠান হয়।

ঝাড়গ্রাম জেলার বৈচিত্রপূর্ন প্রকৃতিক স্থল হল বেলপাহাড়ি ।দীর্ঘ পাহাড়ের রেঞ্জ, নদী, ঝোড়া, ঘনজঙ্গল, আদিম মানুষের গুহা, ঝর্না সহ অত্যন্ত সুন্দর এই বেলপাহাড়িতে সারা বছর পর্যটকদের ঢল নামে ।আর গাডড়াসিনি পাহাড়ের পাদদেশে স্বামী সত্যানন্দ গিরি মহারাজের আশ্রম আর মন্দির পর্যটকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণের স্থল ।অত্যন্ত জনপ্রিয় এই পাহাড়ের উপর মন্দির দেখতে ভীড় জমান পর্যটকেরা ।আর এবার পঞ্চাশতম প্রতিষ্ঠা বর্ষে পাহাড়ের এই আশ্রম জন্য সমুদ্রের চেহারা নিয়েছে।

পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দকুমারে মোটরবাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বৃদ্ধেব

হলদিয়া, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : রবিবার হলদিয়া মেচেদা রাজ্য সড়কে নন্দকুমার থেকে তমলুকগামী মোটরবাইক নিয়ে যাওয়ার পথে ভ্যানের সঙ্গে ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে এক বৃদ্ধের। মোটরবাইক ধাক্কায় ওই ব্যক্তির মাথা ও পা থেঁতলে যায়। ওই ব্যক্তির নাম নিত্যানন্দ পট্টনায়েক। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ ।

স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন নন্দকুমার দিক থেকে ভ্যানে করে আলমারি নিয়ে যাচ্ছিল তার পেছনে থাকা বাইক ওভারটেক করার সময় আলমারিতে ধাক্কা লাগে বিপরীত দিক থেকে আসা আরেকটি বাইক ওই বাইকে ধাক্কা মারে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় নিত্যানন্দ পট্টনায়কের বাড়ি তমলুক। আরো দুই আরোহীকে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে তমলুক জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করা হয়। নন্দকুমার থানার ওসিকে বারবার ফোন করা সত্ত্বেও তিনি ফোন তুলেন না। অবশেষে এক সাংবাদিক সি আই কে ফোন করে ঘটনা জানানোর পর পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে।

কর্ণাটক উপনির্বাচনে তারকা প্রচারকদের তালিকা প্রকাশ বিজেপির

বেঙ্গালুরু, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : কর্ণাটক উপনির্বাচনে তারকা প্রচারকদের তালিকা প্রকাশ করল বিজেপি। কেন্দ্রীয়মন্ত্রী ডি ভি সদানন্দ গৌড়া, সংসদবিষয়মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী, দলের সাধারণ সম্পাদক বি এল সন্তোষ সহ ৪০জন প্রচারকদের নাম রয়েছে।

এছাড়া তালিকায় রয়েছে পি মুরলীধর রাও, অরুণ কুমার, জগদীশ শট্টার, লক্ষ্মণ সাভাদি, এম গোবিন্দ কার্জল, সুরেশ আঙ্গগাদি। আগামী ৫ ডিসেম্বর কর্ণাটকের ১৫টি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন হবে। সকাল ৭ট থেকে শুরু হবে ভোটগ্রহণ। শেষ হবে সন্ধ্যা ৬টায়। ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়া শেষদিন। মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের শেষদিন ২১ নভেম্বর। ৯ ডিসেম্বর হবে ভোটগ্রহণ।

আমীর খসরু

তিনের পাতার পর

সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সচিব হাসান জাফির তুহিন, বিশেষ অতিথি ছিলেন নগর বিএনপির সভাপতি ডা. শাহাদাৎ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশেম বক্কর ও উত্তর জেলা বিএনপির নেতা নাজিম উদ্দিন ।কৃষক দলের উত্তর জেলার সভাপতি ইসহাক কাদের চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুল ইসলাম লতিফির সঞ্চালনায় সম্মেলন উদ্বোধন করেন বিভাগীয় সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক এম এ হালিম ।সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে অধ্যাপক আতিকুল ইসলাম লতিফিকে সভাপতি ও বদিউল আলম বদরুলকে সাধারণ সম্পাদক করে উত্তর জেলা কৃষক দলের কমিটি ঘোষণা করা হয়।

গোপীবল্লভপুর পালিত হল বাঁদনা পরব ও বীরসা মুন্ডার ১৪৫ তম জন্ম জয়ন্তী

ঝাড়গ্রাম, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : জঙ্গলমহলের লোক সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে গোপীবল্লভপুর দুই পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে পালন করা হল বাঁদনা পরব ও আদিবাসী বীর যোদ্ধা বীরসা মুন্ডার ১৪৫ তম জন্ম জয়ন্তী পালন করা হয়। এছাড়াও আদিবাসী আরও দুই বীর যোদ্ধা সিধু-কানুর প্রতীকীতে মাল্যদান করা হয়। রবিবার গোপীবল্লভপুর দুই পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে কলাবেড়িয়া ফুটবল মাঠে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

এদিন সকাল থেকে এই অনুষ্ঠানে মঞ্চে ব্যাপক মানুষজনের সমাগম হতে শুরু করে। এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতে বীর যোদ্ধাদের প্রতীকী ছবিতে মাল্যদান করা হয়। তারপর প্রদীপ প্রজ্জ্বলের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সুচনা করেন গোপীবল্লভপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হিম সাগর সিং। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়্গাম জেলা তৃণমূলের সভাপতি বিরবাহা সরেন (টুডু), গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক চুড়ামনি মাহাত, গোপীবল্লভপুর দুই ব্লক তৃণমুলের সহ সভাপতি কালীপদ সুর, গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক খগেন্দ্র নাথ মাহাত, সহ একাধিক তৃণমুলের নেতাকর্মী ও সমাজের বিশিষ্ট মানুষজনেরা। এদিন গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের তৃণমূলের সহ সভাপতি কালিপদ সুর বলেন, 'লোক সংস্কৃতিকে তুলে ধরতেই পঞ্চায়েত সমিতি পক্ষ থেকে উদ্যোগ গ্রহন করেছে। জেলার বিভিন্ন প্রান্তের লোক সংস্কৃতির সাথে যুক্ত মানুষজনেরা অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহন করেছেন। মেলায় আগত মানুষজনদের জন্য মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন ছিল। এদিন সকাল থেকে নানা লোক সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সারা রাত ধরে এই অনুষ্ঠান চলে।'

এনআরসি প্রতিবাদে গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের তৃণমুলের পদযাত্রা

ঝাড়গ্রাম, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : এনআরসি, কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতি এবং বিজেপির বিরুদ্ধে এলাকায় লাগামহীন সন্ত্রাস অভিযোগ তুলে প্রতিবাদে পদযাত্রা ও পথসভা করল গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের তৃণমুল কংগ্রেস। এদিন রবিবার বিকেলে বেলেবেড়িয়া থানার ভামাল গ্রামে এই পদযাত্রা ও পথসভার আয়োজন করেছিল শাসক দলেএ নেতা কর্মীরা।

এদিনের মিছিলে নাগরিকপঞ্জিকরনের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করে ক্ষোভ উগরে দেন ব্লক স্তরের নেতাকর্মীরা। পাশাপাশি সাধারণ মানুষজনদের উদ্দেশ্যে বার্তা দেন অযথা এনআরসি নিয়ে আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য। এদিন এই মিছিলে প্রতিবাদ জানান হয়, কোন মতেই কেন্দ্রের এই নাগরিকপঞ্জিকরণ রাজ্যে বাধ্যতামূলক করা যাবে না। এখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই বাংলার নাগরিক। বাংলার বাইরে কেউ নয়। তাই কেন্দ্রের নাগরিকপঞ্জিকরনের বিরুদ্ধে সবাইকে সোচ্চার হতে হবে। পরে পদযাত্রা শেষে ভামাল গ্রামে এক পথসভার আয়োজন হয়। এদিনের এই পথসভায় উপস্থিত ছিলেন, নয়াগ্রামের বিধায়ক দুলাল মুর্মু, বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার তথা ঝাড়্গামের বিধায়ক ডঃ সুকুমার হাঁসদা, ঝাড়্গাম জেলা তৃণমূলের সভানেত্রী বিরবাহা সরেন, গোপীবল্লভপুর দুই ব্লক তৃণমুল কংগ্রেসের সভাপতি টিঙ্কু পাল, গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ খগেন্দ্র নাথ হেম্ব্রম। সহ একাধিক তৃণমুলের নেতা কর্মীরা।

এদিন গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের ব্লক সভাপতি টিঙ্কু পাল বলেন, 'বিজেপির লাগামহীন সন্ত্রাস ও নাগরিক পঞ্জি করন নিয়ে পদ যাত্রা ও পথ সভার আয়োজন করা হয়েছিল। নাগরিকপঞ্জি নিয়ে অযথা আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। বাংলায় নাগরিক পঞ্জি হবে না। '

শাখা

● **প্রথম পাতার পর**

রয়েছেন। বিশেষ করে এসবিআই'র গ্রাহকদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে ওই শক্তিশালী হ্যাকার চক্রটি। এই নিয়ে এসবিআই'র আধিকারীকদের মধ্যেও থরহরি কম্প লেগে গিয়েছে। কিন্তু, প্রশ্ন উঠেছে রাষ্ট্রপতি পদকপ্রাপ্ত ত্রিপুরা পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখা এখনও এতটা দূর্বল কেন। আর্থিক অপরাধের বিষয়ে এই সাইবার ক্রাইম বিভাগ হতাশার প্রমাণ দিচ্ছে বারবার। ব্যাঙ্ক কর্মীরা কার্যত অসহায় হয়ে পুলিশের দিকে তাকিয়ে আছে।

খয়েরপুর

● **প্রথম পাতার পর**

হাসপাতলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং জানা যায় দুজনেরই হাতে প্রচন্ড আঘাত পেয়েছে। মাথায়ও আঘাত পেয়েছে। আক্রমণকারী দের চিহ্নিত করা হয়েছে। তাব মধ্যে রয়েছে গৌতম দত্ত ,প্রদীপ কর , সদারঞ্জন দেব , পরেশ পাল , তরুণ দত্ত , শিবু পাল। তাদের নেতৃত্বে তাদের সাঙ্গ-পাঙ্গরা সংগঠিতভাবে পূর্বপরিকল্পিতভাবে এই ঘটনাকে ঘটিয়েছে। ২৫ বছরের মতো এখনো শান্তির পরিবেশ কে নষ্ট করছে সিপিএম। বিজেপির পক্ষ থেকে এফআইআর করা হয়েছে তাদের নামে। বিজেপি এই ন্যাক্কারজনক ঘটনাকে ধিক্কার জানায় এবং প্রশাসনের কাছে সুষ্ঠ এবং কঠোর শাস্তির দাবি জানায়।

অভিযোগ

● **প্রথম পাতার পর**

করেছেন। সেই সময় বাদল চৌধুরীকে শারীরিক ও মানসিক ভাবে নির্যাতন করা হয়েছে। তদন্তকারী পুলিশ অফিসার বেরিয়ে আসার পরপরই বাদল চৌধুরী অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপর তাঁকে জেলের হাসপাতালে নেয় হয়। সেখান থেকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতাল থেকে তাঁকে আগরতলায় জি বি হাসপাতালে রেফার করা হয়। বর্তমানে বাদল চৌধুরী জি বি হাসপাতালের আইসিইউতে আছেন।

প্রধানমন্ত্রীর

● **প্রথম পাতার পর**

নতুন ও পুরনো আইন নিয়ে আলোচনা করা হতে পারে। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সংসদ বিষয়কমন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী সহ সরকারের শীর্ষ নেতৃত্ব।

মহাজটে

● **প্রথম পাতার পর**

গত সপ্তাহে পদত্যাগ করেছেন। পরে জারি হয় রাষ্ট্রপতি শাসন। এরপরেও হাল ছাড়েননি পাওয়াররা। এখনও সরকার গড়ার চেষ্টা চালাচ্ছে এনসিপি, শিবসেনা ও কংগ্রেস।

ঝাড়গ্রাম : দলীয় কর্মসুচিতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে যুব তৃণমূলের সভাপতি

ঝাড়গ্রাম, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : রবিবার গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের ভামাল গ্রামে দলীয় কর্মসুচিতে যোগদান করতে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়লেন ঝাড়গ্রাম জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি দেবনাথ হাঁসদা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তার গাড়িটি রাস্তার পাশে পুরো উল্টে যায়। অল্পের জন্য কোন ক্রমে প্রানে বাঁচেন দেবনাথ বাবু। রবিবার দুপুরে জামবনি ব্লকের শাবলমারা গ্রামের বাসিন্দা জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের ভামালে বিজেপির সন্ত্রাস বিরোধী একটি দলীয় কর্মসুচিতে যোগদান করার জন্য গাড়িতে চেপেছিলেন ।বাড়ির অদূরে নির্মিয়মান রাস্তায় গাড়ির চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং গাড়িটি উল্টে গিয়ে রাস্তার পাশে পড়ে যায়। ঘটনার সাথে সাথে স্থানীয় মানুষজন দ্রুত ছুটে এসে উদ্ধার কার্যে হাত লাগান ।তারাই দেবনাথ বাবু এবং তার নিরাপত্তা রক্ষীদের উদ্ধার করেন।

মদমত্ত অটোর চালকের হাতে আক্রান্ত যাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৭ নভেম্বর ।। মদমত্ত অটো চালকের মারেআহত সাধারণ যাত্রী। রবিবার বিকালের ঘটনার বিবরণে চাকমাঘাট এলাকার থেকে তেলিয়ামুড়া আসার জন্য কয়েকজন মহিলা সহ অসীম দাস নামে এক ব্যক্তি টিআর০১ ২৭৭৬ নাম্বারের অটোতে উঠে। কিছু পথ চলার পর অটো চালকের মদমত্ত অবস্থায় অটো চালাতে দেখে তারা অটো থেকে নেমে যায়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে পরে অটো চালক ঠিক তখনই অন্য আরেকটি অটো গাড়ি করে যাত্রীরা তেলিয়ামুড়া চলে আসে। অন্য অটোতে কেন চরে আসল এই অজুহাতে পূর্বের মদমত্ত অটো চালক তাদের উপর চড়াও হয়। এবং তাদের মারপিট করে।

জোলাইবাড়িতে পথ সভা ও র‍্যালি আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৭ নভেম্বর ।। রবিবার বিকেল ৩টা ৩০ মিনিট নাগাদ শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত জোলাইবাড়ি বাজারে এক র‍্যালি ও পথ অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালি টি বাজারের বিভিন্ন পত অতিক্রান্ত করে স্টেট ব্যাঙ্কের সামনে এস সমাপ্তি হয়। পরবর্তী সময় ব্যাঙ্কের সামনে সকলে পথ সভায় মিলিত হয়। ২৫ বছরের বামফ্রন্ট সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে এই র‍্যালি ও পথ সভা সংগঠিত করা হয়। ওই দিনের পথ সভা ও র‍্যালির আয়োজক ছিলেন ৩৮ জোলাইবাড়ি মন্ডল ভারতীয় জনতা জনজাতি মোর্চার কর্মকর্তারা।

প্রাণকান্ত

● **প্রথম পাতার পর**

তড়িঘড়ি বিষয়টি গ্রামবাসীর নজরে আনেন। ইত্যবসরে খবর পেয়ে দলবল নিয়ে অকুস্থলে উপস্থিত হন ধর্মনগর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রাজীব সূত্রধর ও কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার। তাঁরা পচাগলা বিবস্ত্র অজ্ঞাতপরিচয়ের মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যান।

খবর পেয়ে পরেরদিন কদমতলা থানায় ছুটে আসেন মৃত যুবকের বড় বোন অর্চনা দাস ও তার আত্মীয় পরিজনরা। তার পর তাঁরা কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালের মর্গে গিয়ে মৃতদেহটি দেখে শনাক্ত করেন। মৃত যুবক প্রাণকান্ত দাসের বোন অর্চনা দাস জানান, তাঁরা দুই ভাই ও দুই বোন। বছর দুয়েক আগে মা মারা যান। বাবা পক্ষাঘাতে আক্রান্ত। বর্তমানে তাঁরা নিজের গ্রাম ছেড়ে পশ্চিম পানিসাগরের ৬ নম্বর ওয়ার্ডে ছোট বোনের বাড়িতে বাবা ও ছোট ভাই প্রাণকান্তকে নিয়ে বসবাস করতেন। মাঝে-মধ্যে বজেন্দ্রনগরের তাঁতিপাড়ার বাড়িতে এসে প্রাণকান্ত দেখাশোনা করে যেত।

বোন অর্চনা আরও জানান, বড় ভাই সৌদি আরবে কর্মরত। বেশ কয়েক বছর আগে দুই বোনের বিয়ে হয়েছে। ছোট ভাই প্রাণকান্ত দাসও সৌদি আরবে থাকত। কিন্তু বছর দুয়েক আগে সে সৌদি আরব থেকে বাড়িতে এসে আর যায়নি। প্রাণকান্ত অসুস্থ বাবা ও ব্রজেন্দ্রনগরের বাড়ি দেখাশোনা করত। মাঝে-মধ্যে কাঠমিস্ত্রির কাজ করে নিজের পরিবার প্রতিপালন করত সে।

গত ৮ নভেম্বর শুক্রবার প্রাণকান্ত পশ্চিম পানিসাগরের বোনের বাড়ি থেকে ব্রজেন্দ্রনগরে নিজেদের বাড়িতে আসে, দেখাশুনার জন্য। কিন্তু আর ফিরে যায়নি। বোন ও আত্মীয় পরিজনদের ধারণা ছিল, হয়ত-বা সে ব্রজেন্দ্রনগরের বাড়িতে রয়ে গিয়েছে। বজেন্দ্রনগর এলাকাটি ভারত-বাংলা সীমান্তে হওয়ায় মোবাইল নেটওয়ার্ক সমস্যা থাকায় ফোনেও যোগাযোগ সম্ভব হচ্ছিল না।

অর্চনা বলেছিলেন, তাঁতিপাড়ায় অজ্ঞাতপরিচয় এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে তারা প্রাণকান্তের সাথে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু নেটওয়ার্কের গোলযোগে তা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। প্রাণকান্তের বোন কাঁদতে কাঁদতে আরও জানান, তাদের ব্রজেন্দ্রনগরের বাড়ির পাশে জনৈক শচীন্দ্র তাঁতির ছেলে নিবোধ তাঁতির জমি সংক্রান্ত বিবাদ চলছিল বহুদিন ধরে। তাই তিনি ভাইয়ের মৃত্যুর জন্য পাশের বাড়ির নিবোধ তাঁতিদের প্রতি সন্দেহ ব্যক্ত করেছেন। এই সন্দেহের বশে প্রাণকান্তের বোন অর্চনা দাস কদমতলা থানায় নিবোদ তাঁতি-সহ আরও তিনজনের বিরুদ্ধে এক এজাহারও দায়ের করেছিলেন।

অন্যদিকে ধর্মনগরের এসডিপিও রাজীব সূত্রধর জানান, অর্চনা দাসের অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁরা ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় ৬১/১৯ নম্বরে মামলা রুজু করে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করেন। তদন্তের পর আজ পর্যন্ত চার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ওসি কৃষ্ণধন সরকার এবং এই মামলার তদন্তকারী অফিসার বুদ্ধিমান দেববর্মাকে সঙ্গে নিয়ে এসডিপিও নিজে কোমর বেঁধে মাঠে নেমে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রাণকান্ত দাস হত্যার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে শচীন্দ্র তাঁতির ছেলে নিবোদ তাঁতি, প্রয়াত গণেশ তাঁতির ছেলে গোবিন্দ তাঁতি এবং মনু তাঁতির ছেলে বিজন তাঁতিকে গ্রেফতার করেন। তাদের জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে আজ মদন তাঁতিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এদিকে ওসি কৃষ্ণধন সরকার জানান, তাঁরা খুব গুরুত্ব সহকারে মামলাটির তদন্ত করছেন। তবে ঘটনাটি প্রেমজনিত বলে তাঁদের প্রাথমিক তদন্তে ধরা পড়েছে। প্রাণকান্ত দাসকে মেরে ফেলার পর তার মৃতদেহটি প্রথমে তাঁতিপাড়ার অজ্ঞাত এক বাড়িতে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। পরে সুবিধামতো রাতের অন্ধকারে গভীর জঙ্গলে লাশটি ফেলা হয়েছিল।

রণসাজ

● **প্রথম পাতার পর**

এদিন সন্ধ্যায় পোস্টঅফিস চৌমুহনীতে জলকামান সহ ব্যাপক সংখ্যায় নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করা হয়।

এদিকে, পুলিশের অনুমতি না পেয়ে রবিবার সন্ধ্যায় কংগ্রেস ভবনে দলের নেতৃবৃন্দ সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন, কংগ্রেসের আন্দোলনের হুমকিতে পুলিশ ভয় পেয়ে গেছে। তাই দলের বিক্ষোভ কর্মসূচীর অনুমতি দেয়নি। গতকাল বিজেপির যুব মোর্চা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত মানসিকতা নিয়ে কংগ্রেস ভবনের সামনে রাহুল গান্ধীর কুশপুত্তলিকা দাহ করে। এটা শহরে ন্যাক্কারজনক ঘটনা। কংগ্রেস কোনভাবেই সেটা মেনে নিতে পারছে না। তাই বিজেপির ন্যাক্কারজনক ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে বিক্ষোভ আন্দোলন কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়েছিল। আর সেটার অনুমতি দেয়নি পুলিশ। তবে কংগ্রেস এই বিষয়ে আন্দোলন জারি রাখবে। এদিন সাংবাদিক সম্মেলন উপস্থিত ছিলেন পিযুষ বিশ্বাস, সুবল ভৌমিক প্রমুখ।

বাড়িতে

● **প্রথম পাতার পর**

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই ঘটনার জোর তদন্তে নেমেছে পুলিশ। একদিকে আহত মহিলাকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করলে সেও ঐ স্বপন ভুঁইয়া নামক ব্যক্তির বিরুদ্ধেই ইঙ্গিত করে। তবে ঘটনার সময় ঐ ব্যক্তি উপস্থিত ছিল কিনা সে তা বলতে পারেনি। শনিবার রাতভর পুলিশ ঘটনার হদিশ পেতে তল্লাশি চালায়।

এই ঘটনায় অভিযোগে নাকি এলাকার সমীর বণিক নামে এক যুবক গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রাজধানীর নতুননগর কো-অপারেটিভ সংলগ্ন এলাকায় শনিবার রাতে এক গৃহবধূর উপর ঘরে ঢুকে চড়াও হয় দুষ্কৃতিকারীরা। প্রথম গৃহবধূকে এলোপাথারি মারধর করে। পরবর্তীতে আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালায়। গুলির আঘাতে গৃহবধূ গুরুতর আহত হয়। তাকে জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

অযোধ্যার

● **প্রথম পাতার পর**

না জানালেও, মসজিদের বিনিময়ে ৫ একর জমি আদৌ গ্রহণ করা হবে কি না, সে ব্যাপারে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড।

প্রাঙ্গন

ইডেন মাতাবে টিঙ্কু-পিঙ্কু, গঙ্গা থেকে ময়দান শহরে শুরু গোলাপি বিপ্লব

ভারত-বাংলাদেশের প্রথম নৈশালোকের টেস্ট ঘিরে ইতিমধ্যেই উন্মাদনা তুঙ্গে। শহর কলকাতার চরছে পারদ। ইডেন চত্বরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে দাদা একটা টিকিট হবে? কবে দেওয়া হবে টিকিট? তবে টিকিট আর পাওয়া যাবে কি না সেটা নিয়ে রয়ে যাচ্ছে সংশয়। তবুও চেষ্টা ঐতিহাসিক টেস্টের সাক্ষী থাকার। এক কথায় বললে ইতিমধ্যেই মেগাহিট ইডেন শো। অনেকটা বক্স অফিসে ঝড় তোলার মতন কাহিনী। ব্লকবাস্টার গুলোর পাশাপাশি গোলাপি বলে "বিরাট" বিপ্লব দেখতে ইডেন গার্ডেন্স যে হাউসফুল হবে সেটা নিশ্চিত। তবে গোলাপি বিপ্লব কি শুধুমাত্র সীমাবদ্ধ থাকবে ক্রিকেটের নন্দন কাননে? একদমই নয়। ঘরের ছেলে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় থাকতে সেই বিপ্লব পুরো শহরে ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্বটাও নিজের কাঁধেই তুলে নিয়েছেন বিসিসিআই সভাপতি। অন্যতম সেরা ঐতিহাসিক মুহূর্ত ঘটতে চলেছে শহর কলকাতায়। আর তারই মাঝে গোটা কলকাতা রেঙে উঠেছে গোলাপি আভায়। ম্যাচ ঘিরে রয়েছে নানা পরিকল্পনা। সেই মাঝে রবিবার ম্যাচের অফিসিয়াল ম্যাসকটও উন্মোচন করে দিলেন মহারাজ। পিঙ্ক বল টেস্ট ঘিরেই নাম দেওয়া হয়েছে দুই ম্যাসকটের। এক জন পিঙ্কু ও অন্য জন টিঙ্কু।শুধু মাত্র ম্যাসকটই নয়। গোলাপি আভা সারা কলকাতায় সৌরভের প্রচেষ্টায় ছড়িয়ে পড়েছে ইতিমধ্যেই। ময়দানের ক্লাব টেন্ট গুলিও সাজিয়ে ফেলা হয়েছে গোলাপি আলোয়। একই সঙ্গে বিসিসিআই সভাপতির আবদারে কলকাতা পুরসভার তরফ থেকেও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সহায়তার হাত। তবে আলাদা কি থাকছে এই টেস্ট ম্যাচের জন্য? সোমবার থেকেই পুরসভা কেন্দ্রীক সব পার্ক সহ শহিদ মিনারকে রাঙিয়ে তোলা হবে গোলাপি আলোয়। শুধু তাই নয় হাওড়া ব্রিজ থেকে দ্বিতীয় হুগলি ব্রিজ, প্রিন্সেপ ঘাট থেকে শুরু করে কলকাতার রাস্তা ঘাটে এবার আর নীল সাদা নয়, দেখা যাবে গোলাপি আলোক সজ্জায়। ইতিমধ্যেই কলকাতার কিনারে গঙ্গায় ঘুড়ছে পিঙ্ক বলে টেস্টের ব্যানার ও গোলাপি আলোয় সাজানো ভেসেল।শুধুই কি তিলোত্তমা, সেখানেও সীমাবদ্ধ নয়। সারা কলকাতার পাশাপাশি কিন্তু সেজে উঠছে ইডেন গার্ডেন্সে। একটি খেলোয়াড়ের জীবনে কতটা লড়াই থাকে সেই থিমেই ওয়াল পেন্টিংয়ের মাধ্যমে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে ইডেন গার্ডেন্সের দেওয়াল গুলি। সাধারণত ইডেনে খেলা হলে আইপিএল ও অন্যান্য খেলায় আতোস বাজি জিনি প্রস্তুত করে ক্রিকেটের নন্দন কাননের জন্য। সেই আতোস বাজি প্রস্তুতকেও গোলাপি রঙের আতোস বাজি চেয়েছে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল। সেই বাজি সন্ধ্যায় ফাটানো হবে ইডেনে। সঙ্গে রয়েছে গ্যাস বেলুনও। স্টেডিয়াম ও আসে পাশে লাগানো হয়েছে ভারতে প্রথম পিঙ্ক বলের টেস্ট ম্যাচের বেলুন। যা আকাশে উড়ছে সারাক্ষণ। শহরে জুড়ে সোমবার থেকেই বাসে ও হোর্ডিংয়েও একাধিক জায়গায় দেখা যাবে গোলাপি বলের টেস্টের ঝলক। ইতিমধ্যে মিশন ডে নাইট টেস্ট সফল হয়ে উঠলেও টেস্ট ক্রিকেট নিয়ে মানুষের আরও উত্তেজনা বাড়াতে ব্যবস্থা করা হয়েছে আলাদা কিছুর।সব কিছু ঠিক ঠাক থাকলে সময় মতন মঙ্গলবারই কলকাতায় পা রাখছে ভারত ও বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। সেই সঙ্গে মঙ্গলবার বিকেল থেকেই ইডেনে গোলাপি বলে অনুশীলন করতে নেমে যাবেন বিরাট-মনিমুলরা। আর সঙ্গে থাকবে ম্যাসকট পিঙ্কু ও টিঙ্কু। বাচ্চাদের মধ্যে যা সৃষ্টি করতে পারে ক্রিকেট নিয়ে আরও কিছু উতসাহ। সব মিলিয়ে সিএবি ও বিসিসিআইয়ের যোথ্য প্রচেষ্টায় ফের একবার মুখ উজ্জ্বল করবে ক্রিকেটের নন্দন কানন।

ফের ব্যর্থ সুনীলরা, শেষ মুহূর্তের গোলে কোনওরকমে মানরক্ষা ভারতের

ঠিক যেন বাংলাদেশ ম্যাচের রিপিট টেলিকাস্ট। যুবভারতীতে প্রথম গোল হজম করে বসেছিল ভারত। শেষ লগ্নে আদিল খানের হেডে গোল করে সমতা ফিরিয়ে মানরক্ষা করেছিল ভারত। সেই একই ফলাফল তাজিকিস্তানের দুশানবে-তে। প্রথমার্ধে গোল হজম করার পরে দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে টিম ইন্ডিয়ার মরিয়া প্রচেষ্টা। এবং সংযোজিত সময়ে গোলশোধ। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ড্র করেই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে সুনীল ছেত্রীদের।বাংলাদেশের বিপক্ষে যুবভারতীতে যে দল কোনওরকমে ড্র করেছিল, সেই একাদশ থেকে তিনটি পরিবর্তন ঘটিয়ে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে দল সাজিয়েছিলেন কোচ ইগর স্টিম্যাচ। আনাস ইডাথিডোকা, মনবীর সিং এবং অনিরুদ্ধ থাপাকে বাইরে বসিয়ে প্রথম একাদশে কোচ নিয়ে এসেছিলেন প্রীতম কোটাল, ব্রেন্ডন ফার্নান্ডেজ এবং প্রণয় হালদারকে।খেলায় বাঁশি বাজার মুহূর্ত থেকেই আফগানরা নিয়ন্ত্রণ করে গেল খেলা। ম্যাচের শুরু থেকেই আধিপত্য আমিরিদের। ভারতের অর্ধে একের পর এক চাপ বাড়াচ্ছিল আফগানিস্তান। সেই চাপের মুখে নতি স্বীকার করেই আফগানিস্তানের প্রথম গোল এল বিরতির ঠিক আগে। প্রথমার্ধের সংযোজিত সময়ে ডেভিড নাজিমের স্কোয়ার পাস ধরে গোল করে যান জেলফি নাজরি। প্রীতম, আদিলদের পারস্পরিক যোগাযোগ যে কতটা দুর্বল প্রথম গোলেই তা স্পষ্ট।বিরতির আগে ভারত বেশ কিছু হাফচান্স পেলেও তা থেকে গোল আসেনি। আফগান ফুটবলাররা প্রতি মুহূর্তে যেমন গুরপ্রীতের পরীক্ষা নিলেন। ঠিক তার উলটো ঘটল আফগান গোলকিপারকের ক্ষেত্রে। দু-বার বাদ দিয়ে সুনীল-উদান্তারা আজিজিকে সমস্যায় ফেলতে ব্যর্থ।রতির পরেই মন্দারকে তুলে কোচ স্টিম্যাচ নামিয়েছিলেন ফারুখ চৌধুরী। মাঝামাঝি সময়ে গোল করার তাগিদে সামাদকে বসিয়ে নামানো হয় মনবীরকে। তবে এই জোড়া পরিবর্তন খেলার ফলাফলে প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ।দ্বিতীয়ার্ধে ভারত অনেক সদ্বর্থক খেলা উপহার দিল। বল পজেশন থেকে আক্রমণে সুনীলরা ক্রমাগত আফগানিস্তানকে চেপে ধরছিলেন। তবে কাজের কাজ গোলটাই যা হচ্ছিল না। ৫৮ মিনিটে আশিকের কাছ থেকে থ্রু বল পেয়ে বাঁ প্রান্তিক আক্রমণে বক্সের মধ্যে দারুণ সেন্টার করেছিলেন। তবে সুনীল ছেত্রী মিস করে বসেন।তবে টানা আক্রমণের ঢেউ পুরো ম্যাচ জুড়ে থামাতে ব্যর্থ আফগান ডিফেন্ডাররা। দ্বিতীয়ার্ধের অতিরিক্ত সময়ে কর্ণার পেয়েছিল ভারত। নিখুঁত কর্ণার তুলেছিলেন ব্রেন্ডন। সেখান থেকে হেডে দারুণ গোল সেমিলেন ডঙ্গেলের।বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে ভারত এখনও পর্যন্ত হার হজম করেনি। তবে ড্রয়ের গণ্ডি থেকেও বেরোতে ব্যর্থ। ভারত পরের ম্যাচে ওমানের মুখোমুখি হবে দেশের মাঠে।ভারতীয় একাদশ: গুরপ্রীত সাঁধু, প্রীতম কোটাল (সেমিলেন ডঙ্গেল), রাহুল ভেকে, আদিল খান, মন্দার রাও দেশাই (ফারুখ চৌধুরী), প্রণয় হালদার, ব্রেন্ডন ফার্নান্ডেজ, উদান্তা সিং, আবদুল সামাদ (মনবীর সিং), আশিক কুরিয়ান, সুনীল ছেত্রী

টিটেকে মুখ বন্ধ রাখতে বললেন মেসি

তিন ম্যাচ নির্বাসন কাটিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে প্রত্যাবর্তন। দেশের জার্সিতে স্বমহিমায় লিওনেল মেসি। অনেকদিন পর আর্জেন্টিনার হয়ে অনবদ্য ফুটবল খেললেন এলএম টেন। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিলের বিরুদ্ধে পেনাল্টিতে মেসির করা গোলেই আর্জেন্টিনা জয়ী ১—০ ব্যবধানে। হোক না প্রীতি ম্যাচ, কোপা আমেরিকায় হারের বদলা নিতে পেরে বেশ তৃপ্ত মেসি। দুই দেশের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, 'ব্রাজিলকে হারানোর তৃপ্তি সবসময়ই আলাদা। এই জয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ভাল খেলেই আমরা জিতেছি। কোচের চিন্তাভাবনা কাজে লেগেছে। এটা খুবই ইতিবাচক দিক।'আগামী বছরের মার্চ থেকেই শুরু হয়ে যাচ্ছে বিশ্বকাপের যোগ্যতা নির্ণায়ক পর্ব। আবার ২০২০---তেই হবে কোপা আমেরিকা। সেদিকে তাকিয়েই মেসি বলেছেন, 'আমরা তাকিয়ে আছি কোয়ালিফায়ারের দিকে। বিশেষ দেরি নেই। পাশাপাশি কোপা আমেরিকাও আছে। দল হিসেবে ভালই খেলছি। তবে আমাদের আরও উন্নতি করতে হবে।' রক্ষণে তরুণ প্লেয়ারদের ওপরে যেভাবে কোচ লিওনেল স্কালোনি ভরসা করেছেন, তারও প্রশংসা শোনা গিয়েছে মেসির মুখে। শুক্রবার রাতে ম্যাচের মধ্যেই ব্রাজিল কোচ টিটের সঙ্গে বাগ্‌যুদ্ধ লেগে গিয়েছিল মেসির। প্রথমার্ধের খেলার সময়ে একবার টাচ লাইনের কাছে গিয়ে ঠেঁটের ওপর আঙুল দিয়ে টিটেকে মুখ বন্ধ রাখতে বলেন মেসি। যা নিয়ে বেশ ক্ষুব্ধ ব্রাজিল কোচ। টিটে মেসির বিরুদ্ধে রেফারির কাছে অভিযোগও জানান। টিটের কথায়, 'ওকে (মেসি) অবশ্যই হলুদ কার্ড দেখানো দরকার ছিল। সেই কারণেই আমি ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছি। ও আমাকে মুখ বন্ধ রাখতে বলেছিল। সঙ্গে সঙ্গে আমিও ওকে মুখ বন্ধ রাখতে বলেছি।' ম্যাচের ফল বলছে আর্জেন্টিনা জিতেছে ১ গোলে। যদিও অনেক বেশি গোলে ম্যাচ জিততে পারত তারা। সাত মিনিটের মাথায় পেনাল্টি পেয়েও তা কাজে লাগাতে পারেনি ব্রাজিল। গোল করতে ব্যর্থ গ্যাব্রিয়েল জেসাস। ১৩ মিনিটে পেনাল্টি পায় আর্জেন্টিনা। মেসির শট প্রথমে বাঁচিয়ে দেন ব্রাজিল গোলরক্ষক অ্যালিসন। কিন্তু ফিরতি বলে গোল করতে ভুল করেননি মেসি। সেই গোলই আর শোধ করতে পারেনি ব্রাজিল। বরং ব্যবধান বাড়ানোর অনেকগুলো সুযোগ এসেছিল আর্জেন্টিনার সামনে। বিরতির ঠিক আগে একের বিরুদ্ধে এক পজিশনে বল পেয়েও অ্যালিসনের গায়ে মারেন মেসি। বার্সিলোনার হয়ে শেষ ম্যাচে ফ্রিকিক থেকে দুটি গোল করেছিলেন আর্জেন্টিনীয় মহাতারকা। শুক্রবার দ্বিতীয়ার্ধে মেসির ফ্রিকিক তৎপরতার সঙ্গে বাঁচান অ্যালিসন। মূলত অ্যালিসনের জন্যই ম্যাচে বড় ব্যবধানে হার বাঁচিয়েছে ব্রাজিল। ম্যাচের পর মেসি বলেন, 'শুরু থেকেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম আমরা। কয়েকটা সুযোগ আমরা মিস করেছি। ওরাও সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে আমরা অনেক ভাল খেলেছি।' অন্যদিকে দলের প্লেয়ারদের পারফরমেন্সে আপ্লুত আর্জেন্টিনীয় কোচ। স্কালোনি বলেছেন, 'দেশের জার্সির জন্য ওরা জীবন দিতে পারে।' প্লেয়ারদের মানসিকতার তারিফ করেছেন তিনি। মেসির মতোই স্কালোনি বলেছেন, 'দ্বিতীয়ার্ধটা আমার ভাল লেগেছে। খুবই ভাল খেলেছে ছেলেরা।'

ভারত বাংলাদেশ ম্যাচে হল ১০টি বড়ো রেকর্ড টিম ইন্ডিয়ার নামে যোগ হল এমন রেকর্ড

টি-২০ সিরিজের পর ভারত আর বাংলাদেশের মধ্যে টেস্ট সিরিজ শুরু হয়েছে। এই টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচ ইন্দোরে খেলা হয়েছে। ভারত এই ম্যাচ ইনিংস আর ১৩০ রানে জিতে নিয়েছেন। বাংলাদেশ টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করে ১৫০ রান করে। ময়ঙ্ক আগরওয়ালের ২৪৩ রানের সাহায্যে ভারত ৪৯৩/৬ রানের স্কোরে নিজেদের ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা করে। বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা দ্বিতীয় ইনিংসে ২১৩ রানেই অলআউট হয়ে যায় আর ভারত এই ম্যাচ নিজেদের নামে করে ১-০ লীড নিয়ে ফেলে। এই ম্যাচে দুই দলের খেলোয়াড়রা বেশকিছু মজাদার এবং গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ড গড়েছে, আসুন সে ব্যাপারে আপনাদের জানানো যাক।১. এই বছর তিনটি টেস্ট সেঞ্চুরি করা ময়ঙ্ক বিশ্বের তৃতীয় খেলোয়াড় হয়েছেন। ময়ঙ্কের আগে অস্ট্রেলিয়ার স্টিভ স্মিথ আর রোহিত শর্মা তিনটি করে সেঞ্চুরি করেছেন।২. ময়ঙ্ক আগরওয়াল ওপেনার হিসেবে সবচেয়ে কম ইনিংসে তিনটি সেঞ্চুরি করা পঞ্চম খেলোয়াড় হয়েছেন। ময়ঙ্কের আগে রোহিত শর্মা (৪), সুনীল গাভাস্কার (৭) আর কেএল রাহুলের (৯) নাম রয়েছে।৩. ময়ঙ্ক আগরওয়াল ছক্কা মেরে নিজের ডবল সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন, টিম ইন্ডিয়ার হয়ে তিনি ছক্কা মেরে ডবল সেঞ্চুরি পূর্ণ করা রোহিত শর্মার পর মাত্র দ্বিতীয় খেলোয়াড় হয়েছেন।৪. ময়ঙ্ক আগরওয়ালের এই সেঞ্চুরি ভারতীয় ব্যাটসম্যানের লাগাতার চতুর্থ টেস্টে চতুর্থ ডবল সেঞ্চুরি। টেস্ট ইতিহাসে কোনো দল এমনটা প্রথমবার করল।

৫. ময়ঙ্ক আগরওয়াল ১২টি ইনিংসে দুটি ডবল সেঞ্চুরি করেছেন। সবচেয়ে কম ইনিংসে দুটি ডবল সেঞ্চুরির মামলায় তিনি বিশ্বে ২ নম্বরে চলে এসেছেন। বিনোদ কাম্বলি ৫টি ইনিংসে দুটি ডবল সেঞ্চুরি করেছিলেন।৬. ময়ঙ্ক আগরওয়াল একই মরশুমে দুটি ডবল সেঞ্চুরি করা স্রেফ দ্বিতীয় ভারতীয় ওপেনার হয়েছেন। ময়ঙ্কের আগে ভিনু মাকর ১৯৫৫/৫৬য় এই কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন।৭. প্রথম ইনিংসে ২৫ রান করতেই অজিঙ্ক রাহানে নিজের টেস্ট কেরিয়ারে ৪০০০ রান পূর্ণ করে ফেলেছেন। টিম ইন্ডিয়ার হয়ে এই বিশেষ কৃতিত্ব হাসিল করা তিনি ১৬তম খেলোয়াড় হয়েছেন।৮. বিরাট কোহলি অধিনায়কত্বে ভারত ১০বার ইনিংসে ম্যাচ জিতেছে। তিনি মহেন্দ্র সিং ধোনিকে (৯) পেছনে ফেলে সবচেয়ে বেশি ইনিংসে জয় পাওয়া ভারতীয় অধিনায়ক হয়ে গিয়েছেন।৯. মোমিনুল হক (৩৭)কে আউট করার সঙ্গে রবিচন্দ্রন অশ্বিন ভারতীয় মাটিতে নিজের ২৫০ উইকেট পূর্ণ করলেন। ভারতে টেস্ট ক্রিকেটে ২৫০ উইকেট নেওয়া অশ্বিন তৃতীয় স্পিনার হলেন। অশ্বিনের আগে অনিল কুম্বলে (৩৫০) আর হরভজন সিং (২৬৫) এই রেকর্ড গড়েছেন।১০. রবিচন্দ্রন অশ্বিন (৪২) ঘরোয়া মাঠে সবচেয়ে দ্রুত ২৫০ টেস্ট উইকেট নেওয়া বোলার হলেন। শ্রীলঙ্কার তারকা মুথাইয়া মুরলীধরণও ৪২টি ম্যাচে এই কৃতিত্ব গড়েছিলেন।

প্রতিপক্ষ দলকে ২৭ গোল: চাকরি খোয়ালেন বিজয়ী কোচ!

প্রতিপক্ষ দলকে ২৭-০ গোলের ব্যবধানে হারানোয় চাকরি খোয়াতে হলো বিজয়ী দলের কোচকে! কোথায় নিজের দল ভালো খেলায় পুরস্কৃত করা হবে, তার বদলে শাস্তি! এমনটাই ঘটেছে ইতালির জুনিয়র লিগের একটি খেলায়। বড় ব্যবধানে জেতায় বরখাস্ত করা হয়েছে বিজয়ী দলের কোচ রিচ্চিনিকে।প্রতিদ্বন্দ্বী মারিনা কালসিওর বিরুদ্ধে তার দল গ্রোসেটোর ২৭ গোলের এই জয় তুলে নেয়। কিন্তু এরপরই গ্রোসেটর দলের সভাপতি পাওলো ব্রোগেলিজানান, ”২৭ গোলের ব্যবধানে জয় কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এতে প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে অপমান করা হয়েছে। আমাদের কাছে জুনিয়রদের মূল্য

২০২০ মহিলাদের টি২০ বিশ্বকাপে পারফর্ম করবেন কেটি পেরি

মহানগর ওয়েবডেস্ক: ২০২০ মহিলাদের টি২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে পারফর্ম করবেন মার্কিন পপ গায়িকা কেটি পেরি। সম্প্রতি নিজেই জানালেন সেই কথা। আগামী বছরের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত চলবে এই বিশ্বকাপ। ফাইনাল হবে মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে। বিজের ইনস্টাগ্রামে এই কথা ঘোষণা করেন কেটি পেরি লেখেন,”অজি অজি অজি ওই ওই ওই! আসুন কিছু রেকর্ড ভাঙা যাক।

২০২০ সালের মার্চের ৮ তারিখ আমার সঙ্গে থাকুন মেলবোর্নে, মহিলাদের টি২০ ক্রিকেট বিশ্বকাপের ফাইনালে। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের দিনে

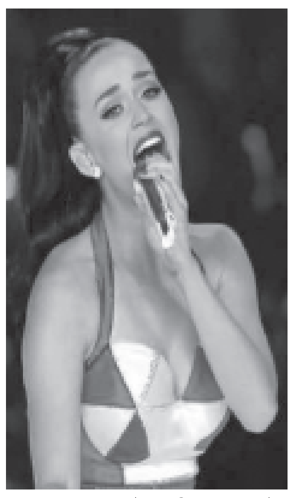

আমরা সবাই মিলে ওই মহিলাদের জন্য গলা ফাটাবো।”এই প্রসঙ্গে আইসিসি জানিয়েছে যে, কেটি পেরি পারফর্ম করার ফলে হয়তো মহিলাদের খেলাধুলার ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি দর্শক আসার রেকর্ড ভেঙে যেতে পারে ফাইনালের দিন। ১৯৯৯ সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় ফিফা মহিলা বিশ্বকাপের ফাইনালে ৯০,১৮৫ জন দর্শক মাঠে এসেছিলেন। সেটাই এখনও বিশ্বরেকর্ড। মেলবোর্নের দর্শকাসন সংখ্যা এক লক্ষ।

প্রসঙ্গত, এর আগে আইপিএলের পঞ্চম সংস্করণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পারফর্ম করেছিলেন কেটি পেরি। এই মুহূর্তে মুম্বইয়ে আছেন তিনি। ১৬ নভেম্বর এক অনুষ্ঠানে পারফর্ম করতে ভারতে এসেছেন এই মার্কিন গায়িকা।

কলকাতার জন্য প্রস্তুতি শুরু ইন্দোরে, ফ্লাড লাইটে পিঙ্ক বলের অনুশীলনে বিরাটরা

ইন্দোরে ভারত বাংলাদেশ প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হয়েছে। মাঠে উপস্থিত দর্শকরা বাড়ির পথ ধরেছেন। কিন্তু ভারতীয় দল মাঠে ছাড়েনি। ড্রেসিংরুমে আছেন সবাই। কিন্তু কেন ? কিছুক্ষণ পরেই পাওয়া গেল উত্তর। হোলকর স্টেডিয়ামের ফ্লাড লাইট জ্বালিয়ে রোহিত-অশ্বিনরা মাঠে নেমে পরেছিলেন অনুশীলন করতে। হাতে পিঙ্ক বল। ভারত বাংলাদেশ টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে থেকেই পিঙ্ক বল টেস্ট নিয়ে উন্মাদনা চরমে। সেই উন্মাদনা ছিল ভারতীয় দলের অন্দরেও। তাই সুযোগ হাতছাড়া করেননি কেউ।শনিবারই শেষ হয়ে গেছে ভারত-বাংলাদেশ প্রথম টেস্ট। তবে কোনও দলই ইন্দোর ছাড়েনি। দুই দলই ঠিক করেছে কলকাতায় পিঙ্ক বলের অনুশীলনটা ইন্দোরের মাঠেই করবে তারা। সেই মতই রবিবার সন্ধের দিকে মাঠে নামেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। ২২ তারিখ থেকে শুরু হতে চলা পিঙ্ক বল টেস্টে নামার আগে গোলাপী বলকে বুঝে নাওয়ার অনুশীলনে ভারতীয় দল। বর্তমান ভারতীয় দলের একাধিক ক্রিকেটারের পিঙ্ক বলে খেলার অভিজ্ঞতা আছে। সেই অভিজ্ঞতা তারা ভাগ করে নিলেন বাকিদের সঙ্গে। গোলাপি বলে খেলা সব থেকে কঠিন গোধূলিতে। দিনের আলো শেষ হবে আর ফ্লাড লাইটের আলো জ্বলে উঠবে, এই সময়টা বুঝে নেওয়ার অভ্যেসটাও শুরু হয়ে গেল রবিবার থেকেই।রবি ও সোমবার ইন্দোরেই অনুশীলন করবে দুই দল। মঙ্গলবার কলকাতায় আসবে তারা। তারপর ইডেনের ফ্লাড লাইটে শুরু হবে ভারত ও বাংলাদেশের অনুশীলন। পিঙ্ক বল নিয়ে শহর কলকাতার উন্মাদনা তুঙ্গে। রবিবার প্রকাশ করা হয়েছে দেশের প্রথম দিন রাতের টেস্টের ম্যাস্কট। নাম টিঙ্কু ও পিঙ্কু। রবিবারও বোর্ড সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এসেছিলেন মাঠে। প্রস্তুতি সমস্ত দিক খতিয়ে দেখলেন তিনি।

অধিনায়ক বিরাট কতটা আলাদা অধিনায়ক রোহিতের থেকে, ব্যাখ্যা করলেন ধওয়ন

বিরাট কোহালি ও রোহিত শর্মা। ৫০ ওভারের ফরম্যাটে এই দুই অধিনায়ককেই দেখা গিয়েছে জাতীয় দলের নেতৃত্বে। এমনিতে অধিনায়ক থাকেন বিরাটই। কিন্তু তিনি বিশ্রাম নিলে নেতৃত্বের দায়িত্ব থাকে রোহিতের উপর।সদ্য বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ প্রথমে পিছিয়ে পড়েও ২-১ জিতেছেন রোহিত। যা অধিনায়ক হিসেবে তাঁর দক্ষতা ফের মেলে ধরেছে। রোহিত ও বিরাট,দুই অধিনায়কের নেতৃত্বেই খেলেছেন শিখর ধওয়ন। বাঁ-হাতি ওপেনার খুব কাছে থেকে দেখেছেন দুই অধিনায়ককে। দু”জনের নেতৃত্বের স্টাইল নিয়ে মুখ খুলেছেন তিনি।ধওয়নের মতে,অধিনায়ক হিসেবে দু”জনেই আলাদা। মিল বিশেষ কিছু নেই। ভারতীয় ক্রিকেটের গব্বরের দাবি,”ওরা চরিত্রগত দিক দিয়ে অন্যরকম। বিভিন্ন রকম পরিস্থিতিতে ওদের পছন্দও তাই আলাদা রকমের হয়। যখন যেটা করা উচিত বলে মনে হয় ওদের, ওরা সেটাই করবে। তবে অবশ্যই একে অন্যের সঙ্গে আলোচনা করে। রোহিত নেতৃত্ব দিলে ও আমার সঙ্গে আলোচনা করে। আর বিরাট যখন নেতৃত্ব দেয় তখন রোহিতের সঙ্গে কথা বলে,আমার সঙ্গেও আলোচনা করে।”

কৈলাসহর পুর পরিষদভিত্তিক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। গতকাল উনকোটি কলাক্ষেত্রে কৈলাসহর পুর পরিষদভিত্তিক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিকেলে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি শহরের মূল সড়ক পরিক্রমা করে উনকোটি কলাক্ষেত্রে এসে সমবেত হয়। সেখানে ১নং হলে মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বলন করে পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন নীতিশ দে যুব উৎসবের উদ্বেধন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল সবিতা দত্ত। অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখতে গিয়ে সমাজসক্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনে এগিয়ে আসার জন্য যুব সমাজের প্রতি আহ্বান জানান। উদ্বোধকের ভাষণে পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন নীতিশ দে বলেন, যুগপুরুষ স্বামীজীকে কেন্দ্র করেই দেশজুড়ে আয়োজিত হয় যুব উৎসব। স্বামীজী শুধু আমাদের দেশের নয়, সমগ্র বিশ্বের যুব সমাজের পথ প্রদর্শক। দেশ গঠনে যুব সম্প্রদায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। যুব সমাজকে স্বামীজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ গঠনে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি পুর নাগরিকদের কাছে প্লাস্টিক বর্জন করার আবেদন জানান। অনুষ্ঠানে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট তথা পুর পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক ডা. বিশাল কুমারও বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে উনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস ও সহকারী সভাধিপতি শ্যামল দাস উপস্থিত ছিলেন। পুর পরিষদভিত্তিক যুব উৎসবে যারা প্রথম হয়েছেন তারা হলেন কথকে স্নেহা দেবনাথ, সমবেত লোকনৃত্যে বোলবাণী, হিন্দুস্তানী উচ্চাঙ্গ সংগীতে জয়স্মিতা ঘোষ, মণিপুরী নৃত্যে সৃজিতা সিনহা, হারমোনিয়ামে(লঘু) সুদীপ্ত সরকার, তবলা লহরায় নবারুণ দাস চৌধুরী, সমবেত লোকগীতেতে শ্রীভূমি, তাৎক্ষণিক বক্তৃতায় প্রশান্ত দে ও নাটকে রেনেসাঁস। এই ৯টি বিভাগে মোট ১৫৭ জন শিল্পী অংশ নেন। অনুষ্ঠান শেষে সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের জেলার স্পোর্টস অফিসার অমিত যাদব।

শিক্ষা বাঁচাও, দেশ বাঁচাও কনভেনশন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর ।। জয়েন্ট ফোরাম ফর মুভমেন্ট অন অ্যাডুকেশন ত্রিপুরা চাপ্টারের উদ্যোগে শিক্ষা বাঁচাও, দেশ বাঁচাও শ্লোগান তুলে রবিবার আগরতলা টাউন হলে এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশন থেকে জাতীয় খসড়া শিক্ষানীতি ও রাজ্যে শিক্ষা সংকোচন ও বেসরকারিকরণের প্রচেষ্টা বিরোধী শ্লোগান তোলা হয়। কনভেনশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি অধ্যাপক মিহির দেব বলেন, আমাদের দেশের সরকারই দেশের শিক্ষা নীতি গ্রহণ করে। কেন্দ্রে জনগণের দ্বারা বিভিন্ন দলের সরকার বিভিন্ন সময়ে অদির্ষ্ঠিত হয়েছে। তাদের প্রীতি শিক্ষানীতির ভুলত্রুটি তুলে ধরার পর ইতিপূর্বে বেশ কিছু সংশোধনীও হয়েছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষানীতিকে একতরফা ভাবে বাস্তবায়নের চেষ্টা চালাচ্ছে। শুধু তাই রাজ্যে ছোট ছোট স্কুলগুলিকে বড় স্কুলের সঙ্গে একত্রিকরণের মধ্য দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থায় চরম আঘাত আনা হচ্ছে। প্রয়োজনে কম ছাত্র যেখানে রয়েছে সেখানকার স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। আবার বেশকিছু স্কুল বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। বেসরকারি স্কুলে পড়াশুনা করতে বেতন মিটিয়ে দিতে হবে। মিড ডে মিল ব্যবস্থাকেও বেসরকারিকরণের চেষ্টা হচ্ছে। মিড ডে মিল প্রকল্প থেকে কর্মী ছাঁটাই করা হচ্ছে। এর ফলে শিক্ষা ব্যবস্থার উপর চরম আঘাত নেমে এসেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্রান্ত শিক্ষানীতি বাতিল করতে এবং সকলের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাস্তবায়িত করতে কনভেনশন থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

আইজিএম হাসপাতালে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর ।। ট্রেইন্ড নার্স অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরা শাখার পক্ষ থেকে রাজধানীর আইজিএম হাসপাতালে রবিবার এক মহতী রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। রক্তদান শিবিরের বক্তব্য রাখতে গিয়ে অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদিকা শিখা দেব জানান, বছরে চারবার রক্তদান করার লক্ষ্য নিয়ে অ্যাসোসিয়েশন এগিয়ে এ পর্যন্ত তৃতীয় রক্তদান শিবিরটি সংগঠিত করছে। অ্যাসোসিয়েশনের লক্ষ্য তাদের এই রক্তদান থেকে অন্যান্য সংস্থাগুলি সহ যুবক যুবতিরা আরও অধিক মাত্রায় অনুপ্রামিত হয়ে রক্তদানে এগিয়ে আসবে। ভবিষ্যতে রাজ্যের ব্লাডব্যাঙ্ক গুলিতে যাতে রক্তের শূন্যতা না থাকে তার জন্য তারা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাবেন বলেও তিনি জানান।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের বিরুদ্ধে দিল্লিতে নালিশ তৃণমূলের

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কাছে অভিযোগ জানাল তৃণমূল উ পার্লামেন্টের শীতকালীন অধিবেশনের আগে রবিবার দিল্লিতে সর্বদলীয় বৈঠকে তৃণমূলের সংসদীয় দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যপালের বিরুদ্ধে সমান্তরাল প্রশাসন চালানোর চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ করেন উ রাজ্যপালকে ডেকে সঠিক দিকনির্দেশ করুন বলেও এদিন আবেদন করেন উত্তর কলকাতা সাংসদ।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের সঙ্গে রাজ্যের সরকারের সংঘাত পৌঁছাল দিল্লিতে উ রবিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কাছে রাজ্যপালের নামে নালিশ জানান তৃণমূলের সংসদীয় দলনেতা তথা উত্তর কলকাতা সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় উ তাঁর আভিযোগ, রাজ্যে আসার পর থেকেই বেশ কিছু জায়গায় 'অতিসক্রিয়' ভূমিকা নিতে দেখা গিয়েছে রাজ্যপালকে। কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা পাশে পেয়ে যখন খুশি যেখানে চলে যাচ্ছেন। রাজ্যকে জানানোর প্রয়োজনও মনে করছেন না। এহেন অবস্থায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উচিত রাজ্যপালকে ডেকে সঠিক দিক নির্বাচন করে দেওয়া। এই দাবি জানিয়েছেন সুদীপ। তাঁর কথায়, 'সংসদীয় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে গিয়ে রাজ্যপাল একটা সমান্তরাল প্রশাসন চালাচ্ছেন। সেই কারণে আজ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলেছি, আপনি রাজ্যপালকে ডেকে সঠিক দিকনির্দেশ করুন।'

মূলত, সেই যাদবপুর কাণ্ডের সময় থেকে রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যপালের যে বিরোধিতা শুরু হয়েছে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা বেড়েই চলেছে। এদিন যা পৌঁছাল দিল্লিতেও উ যদিও রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর বলেন, আমি তো কোনও মন্ত্রকে নেই। তাহলে কীভাবে সমান্তরাল প্রশাসন চালাবো?

ব্যতিক্রমী ভাবনায় সুদীপ রায় বর্মনের ছেলের জন্মদিন পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর ।। প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের পুত্র কুবের রায় বর্মনের ১৫তম জন্মদিনটি একটু অন্য মাত্রায় পালন করলেন পিতা ও পুত্র মিলে। হেলমেটবিহীন বাইক, স্কুটার চালানো যে কত বিপদ। যে কোন মুহূর্তে দুর্ঘটনায় হয়ত প্রাণটাও চলে যেতে পারে সেইটি আর একবার স্মরণ করিয়ে বাইক চালকদের সচেতন করার লক্ষ্যে নিজ পুত্রের জন্মদিনে প্রায় একশটি হেলমেট বিতরণ করলেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। রাজধানীর অভয়নগর ও ইন্দ্রনগর ব্রীজের উপর দাঁড়িয়ে হেলমেটবিহীন বাইক চালকদের মধ্যে এই হেলমেট বিতরণ করেন পিতা ও পুত্র মিলে।

সমবায় সপ্তাহ উপলক্ষে খোয়াইয়ে আলোচনা চক্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৭ নভেম্বর।। সমবায় দপ্তর ও ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে ৬৬তম অখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উপলক্ষ্যে আজ খোয়াই জেলা ভিত্তিক এক দিনের আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয় খোয়াই নতুন টাউন হলে। এই আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করেন উপজাতি কল্যাণ ও বন দপ্তরের মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া। এছাড়া রাজ্য সরকার পক্ষের মুখ্য সচেতক কলাণী রায়, বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, বিধায়ক প্রশান্ত দেববর্মা, খোয়াই জেলা সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা, খোয়াই জেলার সমবায় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত উপ-নিয়ামক বিজয় কুমার রায় সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। সমবায় দপ্তরের মূল ভাবনা নতুন ভারতবর্ষের সমবায়ের ভূমিকা। এই ভাবনাকে নিয়ে গ্রামীণ এলাকা গুলিকে অর্থনৈতিকভাবে সমবায়ের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করে তুলা। অনুষ্ঠানে তিনটি সমবায়কে ভর্তুকিতে লোন প্রদান করা হয়। খোয়াই জেলার সমস্ত সমবায় দপ্তরের আধিকারিকরা সহ জেলার ১৭টি প্যাক্সের সদস্য/সদস্যারা উপস্থিত ছিলেন এই অনুষ্ঠানে। উদ্বোধক হিসেবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রী জমাতিয়া সমবায়কে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি সর্বত্র সমবায়ের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করে তুলতে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিধানসভার মুঘ্য সচেতক কল্যাণী রায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও বিকশিত ও চাঙ্গা করে তুলতে সমবায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। আয়োজিত অনুষ্ঠানে বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া সহ অন্যান্য অতিথিগণ রাজ্যভিত্তিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ২ জনের হাতে সান্ত্বনা পুরস্কার, কো-অপরেটিভ ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে ২টি সমবায় সমিতির প্রতিনিধিদের হাতে ২টি মাইক্রো এটিএম, ২ জন সমবায় সমিতির সদস্যের হাতে ২টি কেসিসি রূপে এটিএম কার্ড, পূর্ব রামচন্দ্রঘাট যৌথ দায়বদ্ধ গ্রুপের অন্তর্গত ৩৩টি দলের প্রতিনিধিদের হাতে ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার চেক, উত্তর কৃষ্ণপুর মৎস্যজীবি কো-অপারেটিভ সোসাইটির প্রতিনিধিদের হাতে ১ লক্ষ ৫০ হাটার টকার সেংশন লেটার ও পদ্মবিল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ও তুলাশিখর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ২ জন গ্রাহকের হাতে এটিএম কার্ড ও পাসবই তুলে দেন।

শুধু পুঁথিগত শিক্ষা নয় ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বাঙ্গীন শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে হবে : উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৭ নভেম্বর।। শুধু পুঁথিগত শিক্ষা নয়, সর্বাঙ্গীন শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে হবে। আসল শিক্ষা হচ্ছে চরিত্র গঠন। আজ চন্দ্রপুরস্থিত তুষার সংঘ প্রাঙ্গণে আগরতলা পাবলিক স্কুলের অষ্টম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসবের উদ্বোধন করে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা একথা বলেন। তিনি বলেন, বর্তমানে বিভিন্ন প্রয়োজনেই ইংরেজি ভাষার চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। ফলে এখনকার ছেলে-মেয়েরা ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের প্রতি বিশেষ করে আগ্রহী হচ্ছে। প্রতিযোগিতার বাজারে টিঁকে থাকার জন্য ইংরেজির 'ান থাকা আবশ্যক হয়ে উঠেছে। কিন্তু শুধুমাত্র ইংরেজি ভাষার প্রতি দক্ষতা থাকলেই চলবে না। ইংরেজি ভাষা জানার পাশাপাশি মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠতে হবে। সমাজের প্রতি একজন দায়িত্বশীল নাগরিকের যে দায়িত্বগুলি রয়েছে তা যথাযথভাবে পালন করতে হবে। তবেই একজন প্রক'ত নাগরিক হয়ে উঠা যাবে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে বিধায়ক রতন চক্রবর্তী বলেন, ছাত্র-ছাত্রীরা যে বিষয়ে দক্ষ তাকে ঐ বিষয়েই উৎসাহিত করা প্রয়োজন। অতিরিক্ত প্রত্যাশার মধ্য দিয়ে কোমলমতী শিশুদের উপর অসহনীয় ভার না চাপিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি অভিভাবকদের প্রতি অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকার গুণগত শিক্ষা সম্পসারণের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছে। এজন্য একের পর এক ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীরা এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে একজন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। বরিষ্ঠ সাংবাদিক সুবল কুমার দে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বেড়ে উঠার ক্ষেত্রে অভিভাবকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন পড়াশুনা করবে তেমনি অভিভাবকদেরও তাদের দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। তারা যাতে বিপথে পরিচালিত না হয় সেই বিষয়ে অভিভাবকরা প্রথম থেকে নজর দিলে সমাজ উপক'ত হবে। ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক অরুণোদয় সাহা বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়েও নজর রাখতে হবে। এ বিষয়ে অভিভাবকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। স্বাগত ভাষণে আগরতলা পাবলিক স্কুলের সম্পাদক তথা রাজ্যের বিশিষ্ট সাংবাদিক অরুণ নাথ আগামীদিনে এই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা মেধার দিক দিয়ে দেশের বিশিষ্ট বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে পাল্লা দেবে বলে আশা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আগরতলা পাবলিক স্কুলের সহ-সম্পাদক অগিকুমার আচার্য।

অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পেনশন জটিলতা দূর করতে আশ্বাস পেনসেনার্স ফোরাম

বাঁকুড়া, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : ডিভিসির অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পেনশন সংক্রান্ত আশঙ্কা দূর করে আশ্বস্ত করলেন পেনসেনার্স ফোরাম।আজ মেজিয়ার এক সভাগৃহে ডিভিসি পেনসেনার্স ফোরামের এম টিপি এস ইউনিটের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে সংগঠনের সারা ভ্যালীর সাধারন সম্পাদক স্বপন কুমার মোহিন্তা অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের আশ্বস্ত করে বলেন ডিভিসির বর্তমান অবস্থা খারাপ হলেও কর্মীদের পেনশন ফান্ড সুরক্ষিত রয়েছে।

ভারতের বিদ্যুৎ মানচিত্রে ডিভিসি তথা দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন বিদ্যুৎ উৎপাদনে দেশের অন্যতম শীর্ষ সংস্থা। অথচ বর্তমানে এই সংস্থাটির অবস্থা অত্যন্ত করুণ। সে কারণে অবসর প্রাপ্ত কর্মীদের মনে আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে যে তাদের পেনশন ঠিকমতো হবে কি না। এদিন কর্মীদের আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, ডিভিসি কেন্দ্রীয় সংস্থা হলেও তার নিজস্ব দক্ষতায় ৭২ বছর পার করে এসেছে। কেন্দ্রীয় সরকার যদি ডিভিসির উপর হস্তক্ষেপ করে এনটিপিসির সঙ্গে যুক্ত করে বা বেসরকারিকরণের দিকে ঠেলে না দেয় তাহলে ডিভিসি ঘুরে দাঁড়াবে। তিনি বলেন, বহুবার ডিভিসি সংকটের মুখে পড়েছে। ফের স্বমহিমায় উত্তীর্ণ হয়েছে নিজের দক্ষতাতেই। ডিভিসিতে এই মুহূর্তে ১৫ হাজার পেনশনার রয়েছেন। তাদের জন্য ৬, ৩০০ কোটি টাকার ফান্ড তৈরি করা হয়েছে। তা থেকে যা সুদ পাওয়া যায় তাতেই সবার মাসিক অর্থ মিটে যাচ্ছে। অনেকের আশঙ্কা পেনশন ফান্ডের অর্থ তুলে নিয়ে ডিভিসি হয়তো লোকসানের ঘাটতি মেটাচ্ছে। সে বিষয়ে সংগঠনের কর্মকর্তা তথা মেজিয়া বিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রাক্তন চিফ ইঞ্জিনিয়ার মৃণাল বিশ্বাস বলেন, এটা ভুল ধারণা। ডিভিসি তার নিজস্ব ফান্ড থেকে পেনশনারদের মাসিক অর্থ মিটিয়ে দেয় সময়ে। ডিভিসি তিন চার মাস অন্তর পেনশন ফান্ডের টাকা তুলে, সেই কথা শুনেই অনেকে আশঙ্কা বোধ করছেন। এদিন সম্মেলন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ইনটাক পরিচালিত ডিভিসি কর্মচারী সংঘের সম্পাদক অরিন্দম ব্যানার্জি ও সিআইটিইউ পরিচালিত ডিভিসি শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা সাগর কর্মকার। অরিন্দম ব্যানার্জি বলেন, ডিভিসি এই মুহূর্তে পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ। কারণ এখন ডিভিসির কোনো চেয়ারম্যান নেই। নেই মেম্বার টেকনিক্যালের কর্তাও।

অথচ দেশের পায়োনিয়ার এবং অত্যন্ত সফল পাবলিক সেক্টর সংস্থাকে ধীরে ধীরে তুলে দেওয়ার জন্য সরকার এনটিপিসির চেয়ারম্যানকে অস্থায়ীভাবে ডিভিসির দায়িত্ব দিয়ে আসছে। পন্ডিত জহরলাল নেহেরুর স্বপ্ন দিয়ে গড়া ডিভিসিকে বেসরকারিকরণের চক্রান্ত করছে সরকার। " সিআইটিইউ"র নেতা সাগর কর্মকার বলেন, দেশে বিদ্যুতের চাহিদা কমে গেছে। এর কারণ নতুন কোনো শিল্প নেই। যে গুলি ছিল সেগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একে একে। যার ফলে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ অথরিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশের ১৩৩ টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে বন্ধ করে দেওয়ার। তিনি বলেন, ডিভিসির এই অবস্থাতেও গত শুক্রবার ৪"৮৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। কিন্তু ডিভিসির বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা থাকা সত্বেও বিদ্যুৎ বিক্রির জায়গা পাচ্ছে না সরকারের নীতি হীনতার জন্য। এখন ডিভিসির ঘাড়েও কোপ মারার চেষ্টা চলছে। পেনশন ফোরামের এমটিপিএস ইউনিটের সম্পাদক রামচন্দ্র বণিক বলেন, ডিভিসিকে এনটিপিসির কবল থেকে রক্ষা করতে তারাও শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই করবেন। , ডিভিসি যেসব রাজ্য সরকার ও দেশের বিভিন্ন সংস্থার কাছে বিদ্যুৎ বিক্রি করে তারা ঠিকমতো অর্থ মিটিয়ে দিলে আর কোনো সমস্যা থাকবে না। এই বকেয়া আদায়ের জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আবেদন জানান তিনি।

হাতির হানায় ক্ষয়ক্ষতির প্রতিবাদে ঝাড়গ্রামের পেঁচাবিন্দ্যায় পথ অবরোধ স্থানীদের

ঝাড়গ্রাম, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : হাতির হানায় ক্ষয়ক্ষতির প্রতিবাদে ঝাড়গ্রামের পেঁচাবিন্দ্যা বাস স্ট্যান্ডে পথ অবরোধ স্থানীদের। রবিবার দীর্ঘ সময় ধরে পথ অবরোধ চলার পরে বনদফতরের আধিকারিকেরা ঘটনাস্থলে এসে ১৫ দিনের মধ্যে ক্ষতিপুরন দেওয়ার আশ্বাস দেওয়ার পরেই অবরোধ তুলে নেন অবরোধকারীরা।

গতকাল শনিবার এলাকায় দিনরাতের ক্রিকেট খেলার প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল বাসিন্দারা। খেলা চলাকালীন হঠাৎ দলমা হাতির একটি দল এলাকায় ঢুকে পড়ায় ব্যাপক আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। আতঙ্কিত মানুষজনেরা প্রাণ বাঁচাতে চারিদিকে ছুটাছুটি শুরু হয়ে যায়। এদিকে হাতি তাড়ানোর সময় আবারও এক হুলা পার্টির সদস্য হাতির হামলায় আহত হয়। নিবার সারা রাত ধরে সাঁকরাই ব্লকের পেঁচাবিন্দ্যা এলাকায় ধান জমিতেও তান্ডব চালায় দলমার দামালেরা। যার ফলে ব্যপক ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেন স্থানীয় মানুষজনেরা। এদিন রবিবার হাতির হানায় ক্ষয়ক্ষতির প্রতিবাদে স্থানীয় মানুষজনেরা পেঁচাবিন্দ্যা বাস স্ট্যান্ডে পথ অবরোধ করেন। দীর্ঘ সময় ধরে পথ অবরোধ চলার পরে বনদফতরের আধিকারিকেরা ঘটনাস্থলে এসে ১৫ দিনের মধ্যে ক্ষতিপুরন দেওয়ার আশ্বাস দেওয়ার পরেই অবরোধ তুলে নেন অবরোধকারীরা।

বনদফতর ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে শনিবার রাতে সাঁকারইল থানার পেঁচাবিন্দ্যা গ্রামে ১৩ তম দিনরাতের ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল উ এই টুর্নামেন্ট দেখতে প্রচুর মানুষের ভীড় জমেছিল। এদিকে রাতে প্রায় সাড়ে নটা নাগাদ পেঁচাবিন্দ্যা গ্রামে ঢুকে পড়ে একটি বড় হাতির দল। গ্রামে হাতি ঢুকেছে এই খবর রটে যায় ।টুর্নামেন্টার প্রায় পাঁচশো মিটারের মধ্যে গ্রামে হাতি চলে এসেছিল ।খবর জানা জানি হতেই হুড়ো হুড়ি পড়ে যায়। কোন রকম দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য উদ্যোক্তরা খেলা বন্ধ করে দেন ।এদিকে হাতির দলটিকে তাড়াতে হুলা পার্টির সদস্যরা চেষ্টা চলাতে শুরু করে ।হাতি তাড়ানোর সময় হুল পার্টির এক সদস্যদের দিকে একটি হাতি তেড়ে আসে এবং শুঁড় গিয়ে আঘাত করে। বনদফতর জানিয়েছে আহত ওই ব্যক্তির নাম বাসুদেব মাহাতো(৩০) ।বাড়ি ইন্দখাড়া গ্রামে ।তাকে দ্রুত উদ্ধার করে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয় ।কিন্তু রাতে হাতির দলটি গ্রামের ধানের জমিতে রীতিমত তান্ডব চালায় ।চাষের ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি হয়।

গত কয়েক দিন ধরে সাঁকরাইল ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে হাতির দল চাষের ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি করছে ।তা নিয়ে স্থানীয় গ্রামবাসীদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ জমা হয়েছে ।শনিবার রাতের ঘটনার পর গ্রামবাসীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ সঞ্চার হয় ।রবিবার সকাল থেকে পেঁচাবিন্দ্যা গ্রামের বাসস্ট্যান্ড এলাকাতে গ্রামের মানুষেরা রাস্তা বাঁশ দিয়ে আটকে দিয়ে পথ অবরোধ শুরু করেন। ঘটনা স্থলে কালাইকুন্ডা রেঞ্জার, বিট অফিসার, সাঁকরাইল এবং বড়ডাঙার বিট অফিসাররা যান ।এরা গ্রামবাসীদের ক্ষোভের মুখে পড়েন। গ্রামবাসীরা দাবি করেন দ্রুত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। দীর্ঘক্ষণ অবরোধ চালার পর বনদফতরের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয় পনেরো দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণের অর্থ দেওয়া হবে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।